গ্লোবাল ডায়ালগ

একাধিক ভাষায় বছরে ৩ টি সংখ্যা

১৫.১

International Sociological Association

আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান জোয়ান মার্টিনেজ-আলিয়ার এর সাথে একটি — ভলোদিমির শেলুখিন

মরোক্কোর সমাজবিজ্ঞান এবং আইএসএ ফোরাম ২০২৫ — আবদেলফাতাহ এজ্জিন, আবদেলাতিফ কিদাই, দ্রিস এল ঘাজোয়ানি, কাওতার লবেদাউই

উন্মুক্ত বিজ্ঞান — ফার্নান্দা বেইগেল, ইউনজুং শিন, জে-মান শিম, আনা মারিয়া সেত্তো, সারিতা আলবাগলি, ইসমাইল রাফোলস

তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি — গ্যাব্রিয়েল কেসলার, গ্যাব্রিয়েল ভন্মারো

উন্মুক্ত বিভাগ

> হাইতি: একটি রাষ্ট্রের আবছায়া

> আমেরিকায় ‘সবুজ’ নিষ্কাশন সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের মানচিত্রায়ন

> ল্যাটিন আমেরিকান সোসিওলজিকাল অ্যাসোসিয়েশন এর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

> সংকট ও অনিশ্চয়তার সময়ে লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়নের সমাজবিজ্ঞান

ম্যাগাজিন

খণ্ড ১৫ সংখ্যা ১/এপ্রিল ২০২৫
https://globaldialogue.isa-sociology.org/

জিডি

> সম্পাদকীয়

এই বছর গ্লোবাল ডায়ালগ (জিডি)-এর ১৫ বছর পূর্তি। এর সূচনা হয়েছিল একেবারে হাতে-কলমে, মাইকেল বুরাওয়ের অসাধারণ উদ্যোগের মাধ্যমে। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম সম্পাদকীয়তে তিনি লিখেছিলেন: 'আমরা চাই এই নিউজলেটারটি যেন আমাদের বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের মধ্যে চিন্তা ও মতবিনিময়ের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।' ২০১৪ সালের শেষ দিকে, জাপানে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ আইএসএ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের পর গ্লোবাল ডায়ালগ একটি নিউজলেটার থেকে রূপ নেয় একটি পূর্ণাঙ্গ ম্যাগাজিনে। ধীরে ধীরে এটি চারটি ভাষা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭টি ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে, অনলাইন আর্টিকেলের সঙ্গে বছরে চার (পরে তিন) টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং একটি পেশাদার ডিজাইনের ম্যাগাজিনে পরিণত হয়। লোলা বুসুটিল ও আগস্ট বাগা, যারা শুরু থেকেই এই প্রকল্পে যুক্ত, তাদের অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২০১৭ সালের শেষ দিকে, মাইকেল বুরাওয়ি জিডি ৭.৪ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে গ্লোবাল ডায়লগ-এর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখেন, যা পাঠকদের পড়ার জন্য আমি দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করছি । এরপর ব্রিজিৎ অলেনবাকার এবং ক্লাউস ডোরে এই উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতা বহন করছেন এবং জিডিকে বর্তমান পর্যায়ে এনেছেন। এই প্রকল্পের তাদের পাঁচ বছরে তাঁরা ম্যাগাজিনটিকে বৈচিত্র্যময় করে তোলেন, এবং একইসঙ্গে এর সহজলভ্যতা, সমালোচনামূলক ও বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রাখেন। ২০২৩ সালে ক্যারোলিনা ভেস্তেনা ও ভিতোরিয়া গনজালেসের সঙ্গে আমি সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং তিনটি প্রধান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করি: প্রথমত, আইএসএ-এর ভিতর এবং বাইরেও একটি গণমুখী ও বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান গড়ে তোলা; দ্বিতীয়ত, গ্লোবাল ডায়ালগ-এর সম্পাদকীয় বিভাগগুলো পুনর্গঠন ও স্থিতিশীল করা; এবং তৃতীয়ত, এর যোগাযোগ ও প্রচারের কৌশল পুনঃনির্ধারণ করা।

আমরা কিছু বিষয়ে অগ্রগতি অর্জন করেছি, তবে এখনও অনেক কাজ বাকি। গ্লোবাল ডায়ালগ-এর ১৫ বছর পূর্তি এবং আগামী ৬-১১ জুলাই রাবাতে অনুষ্ঠিতব্য পঞ্চম আইএসএ সমাজবিজ্ঞান ফোরাম আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার একটি বড় সুযোগ। এই বছর জুড়ে আমরা আমাদের পরবর্তী সংখ্যাগুলোর মাধ্যমে গণমুখী ও বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের কয়েকটি মূল চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করব। পাশাপাশি, আমরা এই প্রকল্পে অবদান রাখতে আগ্রহী সবার সঙ্গে একটি মুক্ত সংলাপ শুরু করতে চাই। বিশ্বজুড়ে চলমান অস্থিরতার মধ্যে গ্লোবাল ডায়ালগকে অবশ্যই আমাদের সময়ের সংকটের জবাবে বৈশ্বিক বিকল্প হাজির করতে হবে, বিভিন্ন বাস্তবতা ও একাডেমিক সংস্কৃতির মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করতে হবে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক বিকল্প প্রস্তাব করতে হবে।

এই সংখ্যার শুরুতে রয়েছে ইউক্রেনীয় সমাজবিজ্ঞানী ভলোদিমির শেলুখিনের একটি সাক্ষাৎকার, যেখানে তিনি কথোপকথনে ছিলেন কাতালান বুদ্ধিজীবী জোয়ান মার্টিনেজ-আলিয়ের-এর সঙ্গে-যিনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশতত্ত্বের অন্যতম অগ্রণী চিন্তাবিদ। এখানে তারা আলোচনা করেছেন উনিশ শতকের ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ মনীষী সেরহি পডোলিনস্কির উত্তরাধিকার এবং সামাজিক তত্ত্বে পরিবেশগত মোড় পরিবর্তন সম্পর্কে।

এই সংখ্যার প্রথম বিভাগে মরক্কোর সমাজবিজ্ঞানের একটি বিস্তৃত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আলোচনার বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে মরক্কোতে সমাজবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, ঔপনিবেশিক ও বিদেশি সমাজবিজ্ঞানী ধারা এবং একটি "মরক্কান সমাজবিজ্ঞানী স্কুল"-এর আবির্ভাব, জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ লেখক ও বিতর্ক, এবং সমাজবিজ্ঞানের বর্তমান চর্চার ধারা। ৬-১১ জুলাই রাবাতে অনুষ্ঠিতব্য আইএসএএ ফোরামের আগে আমি পাঠকদের আহ্বান জানাই এই সংখ্যায় প্রকাশিত আব্দেলফাত্তাহ এজ্জিন, আব্দেলতিফ কিদাই, দ্রিস এল ঘাজোয়ানি, এবং কাওতার লবেদাউইর-এর প্রবন্ধসমূহ পড়ে নেওয়ার জন্য, যা ২০২১ সালে জিডি ১১.৩ সংখ্যায় প্রকাশিত ম্যাগরেব অঞ্চল নিয়ে সমাজবিজ্ঞানের বিভাগটির সঙ্গে সম্পূরক।

পরবর্তী বিভাগে 'ওপেন সায়েন্স'-এর আলোকে আমরা গণমুখী ও বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান নিয়ে ভাবনার আমন্ত্রণ পাই। এই বিভাগ সম্পাদনা করেছেন ফারনান্দা বাইগেল, যিনি ইউনেস্কোর ওপেন সায়েন্স অ্যাডভাইজরি কমিটির চেয়ার ছিলেন। এখানে প্রকাশিত লেখাগুলোর মধ্যে রয়েছে: ওপেন সায়েন্স, অন্তর্ভুক্তি ও আন্ত-সাংস্কৃতিকতাকে নিয়ে চিন্তা (ফ. বাইগেল); বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ওপেন সায়েন্সের বিশেষত্ব (ইউনজং শিন ও জে-মান শিম); বিজ্ঞানের বাণিজ্যিকীকরণ রোধের সম্ভাবনা (আনা মারিয়া সেত্তো); নাগরিক বিজ্ঞান এবং কমিউনিটি ও অংশগ্রহণমূলক বিজ্ঞান চর্চা (সারিতা আলবাগলি); এবং ওপেন সায়েন্স, যত্ন ও জ্ঞানগত ন্যায়বিচারের সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা (ইসমায়েল রাফলস)।

তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বিভাগে, আর্জেন্টিনার দুই শীর্ষস্থানীয় সমকালীন সমাজবিজ্ঞানী গ্যাব্রিয়েল কেসলার এবং গ্যাব্রিয়েল ভম্মারো রাজনৈতিক মেরুকরণ অধ্যয়নের একটি নতুন তাত্ত্বিক নকশা উপস্থাপন করেছেন, যা লাতিন আমেরিকার বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে নির্মিত।

সর্বশেষে, উন্মুক্ত বিভাগ শুরু হয়েছে হাইতিয়ান বুদ্ধিজীবী জীন-মেরি থিওডাটের বর্তমান ক্যারিবীয় সংকটের অন্তর্নিহিত যুক্তির একটি স্পষ্ট বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। এর পরবর্তী প্রবন্ধে ম্যারিয়ানা ওয়াল্টার, ইয়ানিক ডেনিউ, ও ভিভিয়ানা হেররেরা ভার্গাস আমেরিকার ২৫টি সবুজ নিস্কাশনবাদের সাথে সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের ঘটনা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। লাতিন আমেরিকার সমাজবিজ্ঞান নিয়ে শেষ দুটি প্রবন্ধে রয়েছে: মিগুয়েল সেরনার সমাজবিজ্ঞানী সংগঠনগুলোর বর্তমান অবস্থা নিয়ে বিশ্লেষণ, এবং লাতিন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞান সমিতি (ALAS)-এর ২০২৪ সালের নভেম্বরে ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ কংগ্রেসে গৃহীত ঘোষণা।

আরও খবরের জন্য আমাদের পরবর্তী সংখ্যার দিকে নজর রাখুন। গ্লোবাল ডায়ালগ দীর্ঘজীবী হউক এবং এই উদ্যোগে অবদান রাখা সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ! ■

ব্রেনো ব্রিঙ্গেল
সম্পাদক, গ্লোবাল ডায়ালগ

সম্পাদকীয় টীকা:
এই সংখ্যাটি মুদ্রণের কাজ শেষ হওয়ার পর আমরা মাইকেল বুরাওয়ের মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদ জানতে পারি। আমরা হারিয়েছি একজন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীকে -বিশ্বব্যাপী পাবলিক সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎ, গোবাল ডায়ালগ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণবন্ত প্রবক্তা, এবং একজন অসাধারণ, উদার মানবিক সত্তাকে। তিনি যে আদর্শে বিশ্বাস করতেন, যেভাবে সমাজবিজ্ঞানকে বিশ্বমঞ্চে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের পরবর্তী সংখ্যাটি আমরা উৎসর্গ করবো তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে।

> গ্লোবাল ডায়ালগ একাধিক ভাষায় পাওয়া যাবে এর ওয়েবসাইটে।

> গ্লোবাল ডায়ালগ-এ লেখা জমা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ: globaldialogue@isa-sociology.org

> সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক: Breno Bringel.

সহকারী সম্পাদক: Vitória Gonzalez, Carolina Vestena.

সহযোগী সম্পাদক: Christopher Evans.

নির্বাহী সম্পাদক: Lola Busuttil, August Bagà.

পরামর্শক: Michael Burawoy, Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

আঞ্চলিক সম্পাদনা পর্ষদ:

আরব বিশ্ব: (লেবানন) Sari Hanafi, (তিউনেশিয়া) Fatima Radhouani, Safouane Trabelsi.

আর্জেন্টিনা: Magdalena Lemus, Juan Parcio, Dante Marchissio.

বাংলাদেশ: হাবিবউল হক খন্দকার, খায়রুল চৌধুরী, ড. বিজয় কৃষ্ণ বনিক, শেখ মোহাম্মদ কায়েস, মোঃ আব্দুর রশীদ, মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, ড. তোহিদ খান, হেলাল উদ্দীন, মাসুদুর রহমান, ড. রাসেল হোসাইন, রুমা পারভীন, ইয়াসমিন সুলতানা, মো. সহিদুল ইসলাম, সাদিয়া বিনতে জামান, মোঃ নাসিম উদ্দীন, ফারহীন আক্তার ভূঁইয়া, আরিফুর রহমান, একরামুল কবির রানা, সালেহ আল মামুন, আলমগীর কবির, সুরাইয়া আক্তার, তাসলিমা নাসরিন. মো. শাহীন আক্তার

ব্রাজিল: Fabrício Maciel, Andreza Galli, José Guirado Neto, Jéssica Mazzini Mendes, Carine Passos.

ফ্রান্স/স্পেন: Lola Busuttil.

ভারত: Rashmi Jain, Manish Yadav.

ইরান: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Elham Shushtarizade, Ali Ragheb.

পোল্যান্ড: Aleksandra Biernacka, Anna Turner, Joanna Bednarek, Sebastian Sosnowski.

রোমানিয়া: Raluca Popescu, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Bianca-Elena Mihăilă.

রাশিয়া: Elena Zdravomyslova, Daria Kholodova.

তাইওয়ান: WanJu Lee, Zhi Hao Kerk, Chien-Ying Chien, Yi-Shuo Huang, Mark Yi-Wei Lai, Yun-Jou Lin, Tao-Yung Lu, Ni Lee.

তুরস্ক: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

ভোলডিমায়ার শেলুখিন টকিং সোসিওলজি বিভাগে জোয়ান মার্টিনেজ-অ্যালিয়ারের সাথে সেরহি পোডলিনস্কি এবং সামাজিক তত্ত্বের পরিবেশগত পালা সম্পর্কে কথা বলেছেন।

থিম্যাটিক বিভাগ মরোক্কান সমাজবিজ্ঞান এবং আইএসএ ফোরাম উপনিবেশিক ও বিদেশী সমাজতাত্ত্বিক স্কুলের মধ্যে উত্তেজনা এবং একটি মরোক্কান স্কুল অফ সমাজবিজ্ঞান এর উত্থানের মতো বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে

তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ অংশের লেখাটি লাতিন আমেরিকার বাস্তবতাভিত্তিক প্রায়োগিক গবেষণার উপর নির্ভর করে রাজনৈতিক মেরুকরণ কীভাবে অধ্যয়ন করা যায়-এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে।

কভার পৃষ্ঠার জন্য ক্রেডিট: মার্টিন ভোরেল, উইকিমিডিয়া কমন্স।

GD

SAGE **প্রকাশনীর** উদার অনুদানে-
গ্লোবাল ডায়ালগ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে

> এই সংখ্যার বিষয়সূচী

সম্পাদকীয় ২

> আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান

পোডোলিনস্কি এবং সামাজিক তত্ত্বের পরিবেশগত রূপান্তর: জোয়ান মার্টিনেজ-আলিয়ার এর সাথে একটি সাক্ষাৎকার
ভলোদিমির শেলুখিন ৫

>মরোক্কোর সমাজবিজ্ঞান এবং আইএসএ ফোরাম ২০২৫

মরোক্কোতে সমাজবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ
আবদেলফাতাহ এজ্জিন, মরোক্কো ৮

মরোক্কোর সমসাময়িক সমাজবিজ্ঞানের পুনর্বিবেচনা
আবদেলাতিফ কিদাই এবং দ্রিস এল ঘাজোয়ানি, মরোক্কো ১২

মরক্কোর সমাজবিজ্ঞান এবং সাধারণ সমাজবিজ্ঞান
কাওতার লবেদাউই, মরোক্কো ১৬

> উন্মুক্ত বিজ্ঞান

উন্মুক্ততা ও অন্তর্ভুক্তির প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্র
ফার্নান্দা বেইগেল, আর্জেন্টিনা ১৮

উন্মুক্ত বিজ্ঞানের দ্বান্দ্বিকতা: ইউনেস্কোর সুপারিশের তিন বছর পর
ইউনজুং শিন এবং জে-মান শিম, দক্ষিণ কোরিয়া ২১

বিজ্ঞানের বাণিজ্যকীমুক্তকরণ: একটি অলীক স্বপ্ন?
আনা মারিয়া সেত্তো, মেক্সিকো

নাগরিক বিজ্ঞান এবং একটি নতুন অধিকার বিষয়ক আলোচ্য বিষয়সূচি
সারিতা আলবাগলি, ব্রাজিল ২৬

ওপেন সায়েন্স পুনর্বিবেচনা: সমতা ও অন্তর্ভুক্তির দিকে গুরুত্বারোপ
ইসমাইল রাফোলস, স্পেন ২৯

> তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

মেরুকরণ এবং রাজনৈতিক সংঘাত: ল্যাটিন আমেরিকার অর্ন্তদৃষ্টি
গ্যাব্রিয়েল কেসলার এবং গ্যাব্রিয়েল ভম্মারো, আর্জেন্টিনা ৩২

> উন্মুক্ত বিভাগ

হাইতি: একটি রাষ্ট্রের আবছায়া
জ্যাঁ-মারি থেওডাট, হাইতি/ফ্রান্স ৩৫

আমেরিকায় 'সবুজ' নিষ্কাশন সম্পর্কিত দ্বন্দের মানচিত্রায়ন
মারিয়ানা ওয়াল্টার, স্পেন; ইয়ানিক ডেনিউ, মেক্সিকো; ভিভিয়ানা হেররেরা ভার্গাস, কানাডা ৩৮

ল্যাটিন আমেরিকান সোসিওলজিকাল অ্যাসোসিয়েশন এর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা
মিগুয়েল সের্না, উরুগুয়ে ৪২

সংকট ও অনিশ্চয়তার সময়ে লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়নের সমাজবিজ্ঞান
লাতিন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞান সমিতি (এএলএএস) ৪৫

'উন্মুক্ত বিজ্ঞানের ধারণা ও প্রচারণাকে পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন, যাতে এটি জ্ঞানগত ন্যায়বিচার অর্জনের লক্ষ্যকে সহায়তা করতে পারে।'

ইসমাইল রাফোলস

> পোডোলিনস্কি এবং সামাজিক তত্ত্বের পরিবেশগত রূপান্তর

জোয়ান মার্টিনেজ-আলিয়ার এর সাথে একটি সাক্ষাৎকার

জোয়ান মার্টিনেজ-আলিয়ারঃ ২০০৯ ।ক্রেডিট: উইকিমিডিয়া কমন্স

সেরহি পোডোলিনস্কি (১৮৫০-৯১) উনিশ শতকের সবচেয়ে মৌলিক ইউক্রেনীয় সমাজতত্ত্ববিদদের একজন। তার প্রভাব যতটা প্রভাবশালী, ততটাই তা অনধ্যয়িত। তিনি কি প্রথমে একজন বিপ্লবী আন্দোলনকারী, একজন গভীর গবেষক, নাকি একজন পাগল? দ্রাহোমানোভ পোডোলিনস্কির সাথে সহযোগিতা করেছিলেন এবং একই সাথে আবেগপ্রবণ নৈরাজ্যবাদী থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। মাইখাইলো হ্রুশেভস্কি এবং মাইকিতা শাপোভাল তাকে ইউক্রেনীয় সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ইউক্রেনীয় বিজ্ঞান একাডেমির প্রথম সভাপতি ভলোদিমির ভার্নাডস্কি তার ধারণাগুলিকে জনপ্রিয় করেছিলেন। তারা লেখকদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং **জোয়ান মার্টিনেজ-আলিয়ার** এর জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন, যিনি একজন বিশ্বখ্যাত কাতালান সমাজতত্ত্ববিদ, যিনি পরিবেশগত অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক বাস্তুতন্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং যার ধারণাগুলি তথাকথিত বার্সেলোনা স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। অধ্যাপক মার্টিনেজ-আলিয়ার ইউরোপের সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানবিক ক্ষেত্রের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার বালজান পুরস্কার এবং হলবার্গ পুরস্কার পেয়েছেন, যা প্রায়শই সামাজিক বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারের সাথে তুলনা করা হয়। এই পুরস্কার গ্রহণের সময় তিনি যে দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেখানে মার্টিনেজ-আলিয়ার সেরহি পোডোলিনস্কির কথা উল্লেখ করেছিলেন।

অধ্যাপক মার্টিনেজ-আলিয়ার সেরহি পোডোলিনস্কির প্রতি নিবেদিত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করার পরিকল্পনা করছিলেন, কিন্তু পরিস্থিতি তা হতে দেয়নি। কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইউক্রেন) সামাজিক কাঠামো এবং সামাজিক সম্পর্ক বিভাগের **ভলোদিমির শেলুখিন** পরিচালিত এই সাক্ষাৎকারটি সেই প্রতিবেদনে স্থান দখল করেছে। ইউক্রেনীয় সমাজবিজ্ঞান জার্নাল সি-ভয়ই এবং কিয়েভের তারাস শেভচেঙ্কো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (সেরহি পোডোলিনস্কির আলমা ম্যাটার) সমাজবিজ্ঞান অনুষদ কর্তৃক আয়োজিত সম্ভাব্য ক্লাসিক: ইউক্রেনীয় সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রত্যাখ্যাত, ভুলে যাওয়া এবং উন্মোচিত (৫-৬ জুন, ২০২৪) সম্মেলনের কাঠামোর মধ্যে এই সাক্ষাৎকারটি প্রস্তুত করা হয়েছিল। ইউক্রেন এবং বিদেশের গবেষকদের একত্রিত করে এই সম্মেলনটি ইউক্রেনে প্রথম ধরণের ছিল, যেখানে বিশেষভাবে ইউক্রেনীয় সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসের উপর আলোকপাত করা হয়েছিল।

>>

ভলোদিমির শেলুখিন (ভিএস): ভলোদিমির ভার্নাডস্কি এর একটি বই দিয়ে সেরহি পোডোলিনস্কি সম্পর্কে আপনার সচেতনতা শুরু হয়েছিল, কিন্তু এই বইটি আপনার নজরে কীভাবে এলো? একজন সমাজ পণ্ডিতের জন্য ভূ-রসায়নের উপর একটি বই পড়া কিছুটা অপ্রত্যাশিত।

জোয়ান মার্টিনেজ-আলিয়ার (জেএমএ): ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে, আমি স্প্যানিশ পরিবেশগত অর্থনীতিবিদ জোসে ম্যানুয়েল নারেদোর (স্প্যানিশ, কাতালান ভাষায় এবং তারপর ইংরেজিতে দ্য জার্নাল অফ পিজেন্ট স্টাডিজে) সাথে পোডোলিনস্কির কৃষি শক্তিবিদ্যার ব্যাখ্যা প্রকাশ করি। পোডোলিনস্কির প্রবন্ধে সংখ্যার (ইনপুট এবং আউটপুট হিসাবে কিলোক্যালরি) সারসংক্ষেপ করে একটি সারণী তৈরি করি। আমি ভার্নাডস্কির লা গেওচিমি (১৯২৪) পড়ি পরে, ১৯৮৬ সালে, যখন আমি আমার বই ইকোলজিক্যাল ইকোনমিক্স (১৯৮৭) প্রস্তুত করছিলাম, তখন পড়েছিলাম। আমার বন্ধু জ্যাক গ্রিনেভাল্ড, একজন ফরাসি দার্শনিক এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক, পরিবেশবিদ এবং বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ, ভার্নাডস্কির এই বই এবং শক্তি এবং এনট্রপি সম্পর্কে ভার্নাডস্কির লেখার পৃষ্ঠা এবং পোডোলিনস্কির জন্য তার অর্ধেক পৃষ্ঠার প্রশংসাপত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ভিএস: ভার্নাডস্কির বইয়ের পাশাপাশি পোডোলিনস্কির উত্তরাধিকার অধ্যয়ন করার সময় আপনি কোন উৎস ব্যবহার করেছিলেন? ১৯৭০-এর দশকে পোডোলিনস্কিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভুলে যাওয়া হয়েছিল, এবং তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি কেবল ২০০৪ সালে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

জেএমএ: কৃষি শক্তিবিদ্যার উপর পোডোলিনস্কির ১৮৮০ সালের প্রবন্ধটি ইতালীয়, জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল, যা আমি পড়তে পারি, এবং রাশিয়ান ভাষায় স্লোভো জার্নালে, এবং সম্ভবত ইউক্রেনীয় ভাষায়ও, যা আমি সাহায্য না পেলে পড়তে পারি না। এবং অনেক পরে এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছিল। একই প্রবন্ধের কিছুটা ভিন্ন সংস্করণ রয়েছে।

ভিএস: পোডোলিনস্কির উত্তরাধিকার নিয়ে গবেষণা শুরু করার সময় আপনি কি এই বিষয়ে রোমান সার্বিনের গবেষণা সম্পর্কে অবগত ছিলেন?

জেএমএ: হ্যাঁ, আমি রোমান সার্বিন এর কাজ সম্পর্কে অবগত ছিলাম। আমরা অনেক বছর আগে চিঠিপত্র লিখেছিলাম। পোডোলিনস্কি অবশ্যই ইউক্রেনীয় অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে লিখেছিলেন: তিনি জারশাসিত রাশিয়ার বিরোধিতাকারী ইউক্রেনীয় বুদ্ধিজীবীদের একটি দলের সদস্য ছিলেন। রাশিয়ায় তিনি পিওটর লাভরভের ঘনিষ্ঠ ছিলেন, যিনি একজন নারোদনিক ছিলেন: যাদের একটি রাজনৈতিক প্রবণতা ছিলো কৃষকদের পক্ষে এবং জারশাসনের বিরুদ্ধে। পোডোলিনস্কি মার্ক্সের সাথেও সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সাক্ষাৎ করেছিলেন। ১৮৮০ সালে, তিনি মন্টপেলিয়ারে নির্বাসিত জীবনযাপন করছিলেন। তিনি ব্রেসলাউ (রোকলা) এবং জুরিখে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন। এটা সত্যিই দুঃখের বিষয় যে তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং অল্প বয়সে মারা যান। তিনি নারোদনায়া ভোলায়া গোষ্ঠীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলেন। কিন্তু আমি বলব, তিনি ছিলেন একজন ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদী। লভিভের কিয়েভের ইউক্রেনীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মাইখাইলো ড্রাহোমানোভ, ইভান ফ্রাঙ্কো এর নাম রয়েছে - এগুলো ছিল পোডোলিনস্কির বন্ধুরা এবং অনুপ্রেরণার উৎস।

ভিএস: কিছু অর্থে, সেরহি পোডোলিনস্কি উনিশ শতকের একজন অপ্রচলিতধারার চিন্তাবিদ ছিলেন। শিল্পায়ন, রেলপথ এবং বাষ্পীয় ইঞ্জিনের যুগে প্রকৃতি এবং কৃষি সম্পর্কের উপর তাঁর মনোনিবেশ কিছুটা পুরানো ধাঁচের বলে মনে হয়েছিল।

জেএমএ: পোডোলিনস্কির বিজ্ঞানে অসাধারণ শিক্ষা ছিল। এই কারণেই তিনি কৃষি শক্তিবিদ্যার উপর তাঁর নিবন্ধ লিখতে পেরেছিলেন। তিনি শক্তি সম্পর্কিত গবেষণা ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছিলেন এবং তাঁর কাজে তিনি মোলেশট, ক্লসিয়াস এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সুতরাং, তিনি সূর্য থেকে সালোকসংশ্লেষণে রূপান্তরিত শক্তির পরিমাণ গণনা করতে পারতেন এবং কৃষিতে মানুষ ও প্রাণীর কাজ প্রয়োগের সময় এই পরিমাণ কীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল (তার মতে)। উদ্বৃত্ত উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল (মেহরারবিট তিনি ১৮৮০ সালে জার্মান ভাষায় মার্ক্সকে লিখেছিলেন)। কিন্তু প্রচুর উৎপাদন প্রাকৃতিকভাবেই উৎপাদিত হত, মানুষের কাজ ছাড়াই (ভৌত অর্থে উৎপাদন, কিলোক্যালরিতে পরিমাপ করা)। ১৮৮০ সালেও এই সবই বেশ নতুন ছিল। পোডোলিনস্কির প্রবন্ধ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল, যার মধ্যে মার্কসবাদী জার্নাল ডাই নিউ জেইটও ছিল, কিন্তু মার্কসবাদী লেখকরা খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। মার্কসবাদী লেখকরা কৃষি শক্তিবিদ্যা নিয়ে লেখেননি। অনেক পরে (১৯৭০-এর দশকে ডেভিড পিমেন্টেল এবং হাওয়ার্ড টি. ওডাম) কিছু বাস্তুবিদ মানব অর্থনীতির পরিবেশগত শক্তিবিদ্যা এবং কৃষির ইআরওআই (ক্ষেত্রে আসা শক্তি এবং ফসলের শক্তির মধ্যে অনুপাত) নিয়ে লিখতে শুরু করেছিলেন। আজ এটি পরিবেশগত অর্থনীতিতে আগ্রহের বিষয়।

ভিএস: কিছু অর্থোডক্স মার্কসবাদী লেখক পোডোলিনস্কির উত্তরাধিকার এবং মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে এর সম্পর্ক সম্পর্কে আপনার ব্যাখ্যাটি সন্দেহজনকভাবে গ্রহণ করেছেন। তাদের মূল যুক্তি হল, আমরা পোডোলিনস্কিকে সামাজিক বিজ্ঞানের পরিবেশগত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করতে পারি না কারণ তিনি প্রকৃতিকে কেবল সম্পদের একটি জটিল রূপ হিসেবে দেখেছিলেন। প্রকৃতি সম্পর্কে তার একটি ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এই সমালোচনার প্রতি আপনার প্রতিক্রিয়া কী?

জেএমএ: ১৮৮০-৮২ সালে মার্কস এবং এঙ্গেলস (১৮৮৩ সালের গোড়ার দিকে মার্কস মারা যান) কৃষির শক্তিবিদ্যার উপর পোডোলিনস্কির প্রবন্ধের কপি পড়েছিলেন। তারা মনে করেননি যে এটি সমাজ এবং অর্থনীতি অধ্যয়নের জন্য আকর্ষণীয়। এঙ্গেলস যেমন মার্ক্সকে লিখেছিলেন, পোডোলিনস্কি অর্থনীতিকে ভৌত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং এটি ভুল ছিল। কিছু মার্কসবাদী পণ্ডিত আছেন যারা বিশ্বাস করেন যে এঙ্গেলস নিজে ভুল হতে পারেন না। আমি একমত নই।

ভিএস: অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান এবং তৎসম্পর্কিত ক্ষেত্রে কোন সমসাময়িক তত্ত্বগুলি পোডোলিনস্কির পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে?

জেএমএ: পডোলিনস্কি তার সময়ের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন কারণ তিনি কৃষির উৎপাদন এবং ইনপুট থেকে বাস্তবসম্মত তথ্যের উপর ভিত্তি করে জৈববস্তু উৎপাদনের একটি মডেল তৈরি করেছিলেন, যা শক্তি ইউনিটে প্রকাশ করা হয়েছিল, অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে কিলোক্যালরি। ইনপুট দিক থেকে (সালোকসংশ্লেষণসহ মানুষ ও প্রাণীর কাজ, বীজ, সার এবং আজকাল পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি) এবং আউটপুট দিক থেকে কিলোক্যালরি প্রাসঙ্গিক। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ প্রতিদিন প্রায় ১৮০০ থেকে ২৫০০ কিলোক্যালরি খায়। যেমন ভার্নাডস্কি ১৯২৪ সালে লিখেছিলেন: পডোলিনস্কি জীবনের শক্তিবিদ্যা বুঝতেন এবং অর্থনীতির গবেষণায় তার ফলাফল প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন। অন্য কথায়, তিনি কৃষির সামাজিক বিপাক দেখেছিলেন এবং তার মডেল সমগ্র অর্থনীতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তিনি কৃষি শক্তিবিদ্যা এবং পরিবেশগত অর্থনীতির অগ্রগণ্য তাত্ত্বিক হিসাবে স্বীকৃত। শক্তি গবেষণা ও সামাজিক বিজ্ঞান, এবং শক্তি গবেষণা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রটি তার অন্তর্দৃষ্টি থেকে কিছুটা আলাদাভাবে বিকশিত হয়েছিল (কারণ তিনি তুলনামূলকভাবে অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন, এবং মার্কসবাদী পণ্ডিতরা তার কাজ জানলেও কিন্তু ১৯১৯ সালে প্রথম প্রকাশিত মার্ক্সের সাথে তার চিঠিপত্রে এঙ্গেলসের নেতিবাচক মন্তব্যের কারণে এটির প্রশংসা

>>

করেননি)। কিন্তু তাকে ভুলে যাওয়া হয়নি। ১৯৮২ সালে দ্য জার্নাল অফ পিজেন্ট স্টাডিজ এ নারেদোর সাথে আমার প্রবন্ধ এবং ১৯৮৭ সালে আমার বইটি তাকে পরিবেশগত অর্থনীতিবিদদের নতুন স্কুল এবং পরিবেশগত নৃবিজ্ঞানীদের কাছে সুপরিচিত করে তুলেছিল। উদাহরণস্বরূপ, রয় র‍্যাপাপোর্ট ১৯৬৮ সালে নিউ গিনির একদল লোক, সেম্বাগা মারিং-এর কৃষি শক্তি (এবং সামাজিক ব্যবস্থা এবং ধর্ম) উপর একটি বই প্রকাশ করেছিলেন। আমি ১৯৭২ সালে এটি পড়েছিলাম, পোডোলিনস্কির প্রবন্ধ এবং এঙ্গেলসের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানার আগেই। আসলে, ১৯৭১ সালের পর হাওয়ার্ড টি. ওডাম এবং ডি. পিমেন্টেল এই বিষয়ে তাদের নিবন্ধ এবং বই প্রকাশের আগেই আমি শক্তি এবং কৃষি সম্পর্কে পড়াতাম।

আমার উপসংহার হল যে পোডোলিনস্কির দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশগত সামাজিক বিজ্ঞান এবং পরিবেশগত ইতিহাসের ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্রগুলির জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক। তবে, একজনকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে যে কৃষি শক্তিবিদ্যা, সামাজিক বিপাক, জীবনের শক্তিবিদ্যা, এনট্রপি আইন এবং অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া এর মতো শব্দগুলি এখনও মূলধারার অর্থনীতিবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে প্রায় অজানা।

ভিএস: আমি একমত, এগুলো এখনও অজানা, কিন্তু এনট্রপির ধারণাটি সীমিত সংখ্যক সামাজিক পণ্ডিত ব্যবহার করেন যারা সিনার্জেটিক্স দ্বারা অনুপ্রাণিত। তারা কি পোডোলিনস্কির ধারণা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন?

জেএমএ: আমি সিনার্জেটিক্স সম্পর্কে জানি না। আপনার নিকোলাস জর্জেস্কু-রোগেনের লেখা দ্য এনট্রপি ল অ্যান্ড দ্য ইকোনমিকস প্রসেস (১৯৭১) পড়া উচিত। তিনি পোডোলিনস্কির কথা উল্লেখ করেছেন, এই বইতে নয়, পরে তার ১৯৮৬ সালের প্রবন্ধ দ্য এনট্রপি ল অ্যান্ড দ্য ইকোনমিক প্রসেস ইন রেট্রোস্পেক্ট-এ।

১৯৮৬ সালের মধ্যে জর্জেস্কু-রোগেন, যার সাথে আমি ১৯৭৯ সালে বার্সেলোনায় কিছু দিন থাকার সময়ে দেখা করেছিলাম, তিনি পোডোলিনস্কির উপর নারেদোর সাথে আমার কাজটি পড়েছিলেন এবং আমার ১৯৮৭ সালের বই, ইকোলজিক্যাল ইকোনমিকস-এর প্রথম খসড়াগুলিও জানতেন। এখানেই তিনি পোডোলিনস্কি সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। যাইহোক, পোডোলিনস্কির কৃষি শক্তিবিদ্যা, মার্কস এবং এঙ্গেলসের প্রতিক্রিয়া এবং ভার্নাডস্কির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বেশিরভাগ তথ্য, আমার বই ইকোলজিক্যাল ইকোনমিক্স (১৯৮৭, নতুন সংস্করণ: ১৯৯০) এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ভিএস: আপনার বর্তমান গবেষণা প্রকল্পটি বিশ্বজুড়ে পরিবেশগত দ্বন্দ্বের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ইউক্রেনে চলমান রাশিয়ান আক্রমণেরও একটি অসাধারণ পরিবেশগত মাত্রা রয়েছে। যদিও আপনি এখনও ইউক্রেনীয় প্রেক্ষাপট অধ্যয়ন করেননি, আপনি কি এই নতুন পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলি কীভাবে মোকাবেলা করবেন সে সম্পর্কে ইউক্রেনের জন্য কিছু সাধারণ পরামর্শ দিতে পারেন? প্রকৃতি এবং পরিবেশগত চিন্তাভাবনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি গড়ে তোলা কি সম্ভব?

জেএমএ: হ্যাঁ, গ্লোবাল অ্যাটলাস অফ এনভায়রনমেন্টাল জাস্টিস (ইজেএটলাস) এর মাধ্যমে, যা একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা, আমরা দেখানোর চেষ্টা করি যে, পরিবেশগত ন্যায়বিচারের জন্য অনেক স্থানীয় সংগ্রাম রয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কখনও কখনও পরিবেশের ধ্বংসকে বোঝায়, যেমন দূষণের মাধ্যমে। এই আন্দোলনগুলিতে, জনগণের একই রকম শত্রু রয়েছে (উদাহরণস্বরূপ, বড় খনির সংস্থাগুলি)। আমি সম্প্রতি সার্বিয়ায় চীনা কোম্পানি জিজিনের বিরুদ্ধে বোরে তামা খনন এবং গলানোর অভিযোগের বিষয়ে পড়ছিলাম। এরকম শত শত দ্বন্দ্ব রয়েছে। প্রায়শই, কোম্পানিগুলি আন্তঃমহাদেশীয় কোম্পানি। এছাড়াও, সার্বিয়ায়, সম্প্রতি সাধারণ মানুষ, রিও টিন্টো কোম্পানির বিরুদ্ধে লিথিয়াম খনির বিষয়ে একটি অভিযোগ করেছে। সকল দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরিবেশের ধ্বংস বোঝানো উচিত নয়। শান্তি ফিরে এলে ইউক্রেনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য হবে।

সরাসরি যোগাযোগ:
ভলোদিমির শেলুখিন <volodymyr.shelukhin1991@gmail.com>

> মরোক্কোতে সমাজবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

আবদেলফাতাহ এজ্জিন, সভাপতি, এসপেস মিডিয়েশন (EsMed) এবং মরোক্কোর সমাজবিজ্ঞানের জাতীয় সমন্বয়কারী ।

ক্রেডিট: মাঘারেবিয়া, ওপেনভার্স থেকে।

পশ্চিমা বিশ্বে সমাজবিজ্ঞানের উদ্‌ভব শিল্প বিপ্লবের সময়কালে, বিশেষত শিল্প বিপ্লবের ফলে সামাজিক ভারসাম্যহীনতা এবং অস্থিরতার প্রতিক্রিয়ায় এটি সামাজিক প্রকৌশলের (social engineering) একটি মাধ্যম হিসাবে গড়ে উঠে। সেই থেকে, সমাজবিজ্ঞানী মহলে এর বিষয়বস্তু, পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নানা বিতর্ক ও বিশ্লেষণ চলছে। এটি সামাজিক চিন্তাধারা থেকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ইংরেজিভাষী বিশ্ব, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এটিকে "সোসিয়েটোলজি" (societology) বলা হলেও, ফরাসি ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা "সোসিওলজি" (sociology) শব্দটি গ্রহণ করে। সেই থেকে এই নামটি প্রতিষ্ঠা পায়।

ইউরোপ ও অ্যাংলো-স্যাক্সন সংস্কৃতি-প্রভাবিত সমাজে সমাজবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়া অনেকটা অভিন্ন হলেও, এটি বৈশ্বিক দক্ষিণে (অ-পশ্চিমা দেশগুলোর) ভিন্নভাবে বিকশিত হয়েছে, বিশেষত মরোক্কোতে এর বিকাশ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ভিন্ন ধারায় ঘটেছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো পাঠকদের মরোক্কোর সমাজবিজ্ঞানের পথ-পরিক্রমার উপর আলোকপাত করা। পাশাপাশি, মরোক্কোর সমাজবিজ্ঞানীদের যে চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হতে হয় সেগুলো তুলে ধরা। এ প্রসঙ্গে কিছু সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ, যারা মনে করেন যে তাঁরা 'ক্ষমতার জ্ঞান' (knowledge of power) নয়, বরং 'জ্ঞানের ক্ষমতা' (power of knowledge) - এর অধীনে বাস করে।

> মরোক্কোতে সমাজবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ: উপনিবেশ-পূর্ব সময়

এটা স্মরণ করা যেতে পারে, মরোক্কো ছিল যুক্তিবাদের (rationalism) বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যক্তিত্বের জন্মস্থান, যেমন ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইবনে রুশদ বা এভারোয়েস (Ibn Rushd/Averroes, ১১২৬-১১৯৮) এবং সমাজচিন্তক ইবনে খালদুন (Ibn Khaldun, ১৩৩২-১৪০৬) । তবে সমাজবিজ্ঞানকে একটি 'সমাজবিজ্ঞান' এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের শাখা হিসেবে মরোক্কোতে প্রবর্তন করা হয়েছিল মূলত দখল ও মরোক্কোর সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে, কেননা ঔপনিবেশিকেরা দেশটিকে পশ্চাৎপদ বিবেচনা করেছিলো এবং সভ্যতার প্রকল্প হিসাবে একটি আরোপিত কাঠামোর মাধ্যমে পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলো। আলজেসিরাস সম্মেলনের (১৯০৬) আলোচনার পর মরোক্কোকে ফরাসি প্রটেক্টোরেট অঞ্চলে পরিণত করা হয়। এর আগে, বার্লিন সম্মেলনে (১৮৮৪-৮৫) ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো আফ্রিকাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যার ফলে মরোক্কোর সাহারা ভূমির কিছু অংশ স্পেনের অধীনে চলে যায়।

এই সময়ে, ফ্রান্স মরোক্কো দখল করার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশজুড়ে গুপ্তচর ও সহযোগীদের পাঠায়, যারা তথ্য সংগ্রহ করে সমাজের অবস্থা ও গঠন সম্পর্কে ধারণা দেয়। এর লক্ষ্য ছিল 'প্রভুত্বের তত্ত্ব' (theory of domination) তৈরি করা, যা মরোক্কোর দখল ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার সুবিধা করে তোলে। এরই ধারাবাহিকতায়, ১৯০৪ সালে "মিশন সিয়ান্টিফিক দু মরোক" (Mission scientifique du Maroc) প্রতিষ্ঠিত হয়, যা Archives marocaines (মরোক্কোর সংরক্ষণাগার) ও পরে Revue du monde musulman (Muslim World Review) প্রকাশ করে। ১৯১৪ সালে, যখন মরোক্কো আনুষ্ঠানিকভাবে ফরাসি প্রটেক্টোরেট হয়ে যায়, তখন মরোক্কোর রেসিডেন্ট-জেনারেলের অনুমোদনে 'স্থানীয় বিষয়ক বিভাগ' ও গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে, *Villes et tribus du Maroc* (মরোক্কোর শহর ও উপজাতি) প্রকাশ করা হয়।

> মরোক্কোতে সমাজবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ: উপনিবেশকালীন সময়

এই সময় সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানবিক শাখা গুলো মূলত আধিপত্যের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রণীত হয়েছিল। ফলে সামাজিক বিজ্ঞানকে এমন এক জ্ঞান নির্মাণ করেছিল যা দখলদার রাষ্ট্রগুলোর

>>

ফ্রান্স ও স্পেনেরতথাকথিত সভ্যতা প্রতিষ্ঠার মিশনকে সমর্থণ ও প্রচার করেছিল।

ফরাসি শাসিত মরোক্কোতে (French Morocco) ফরাসি ভিন্ন অন্যান্য জাতির খুব কমসংখ্যক গবেষককে গবেষণার অনুমতি দেওয়া হতো, তবে স্প্যানিশ প্রশাসন অন্যান্য জাতির গবেষকদের তুলনামূলকভাবে সহনশীলতার সাথে গ্রহন করেছিল। তদুপরি সমাজতাত্ত্বিক ও সামাজিক জ্ঞান উৎপাদনের কতৃত্ব মুলতঃ উপনিবেশিক প্রশাসনের নির্বাহী সদস্যরা, যেমন সিভিল ও মিলিট-ারি কন্ট্রোলার, উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা নিয়ন্ত্রণ করতো। মরোক্কানদের ভূমিকা প্রধানত তথ্যদাতা বা সহযোগী হিসেবে সীমাবদ্ধ ছিল।

এই সময়ের গবেষণাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মরোক্কোতে সমাজবিজ্ঞানের গড়ে উঠেছিল দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ও সম্পদ বিশ্লেষণের জন্য তথ্য ও গোয়েন্দা উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে, যা শেষ পযর্ন্ত সমাজকে দখল ও বশীভুত করার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণার ধরণে পার্থক্য ছিল, যা এখানে আলাদাভাবে আলোচিত হয়েছে।

> "ফরাসি মরোক্কো"-এর সমাজবিজ্ঞান

তৎকালীন ফরাসি সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি ছিল এমিল ডুর্খেইমের (Émile Durkheim) চিন্তাধারা। পাশাপাশি, এটি মরক্কোর সমাজকে দ্বৈত বিভাজনের দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছিল, যা জনগণের মধ্যে বিভক্তি ও বিরোধ উসকে দিয়ে ঔপনিবেশিক 'বিভক্ত করে শাসন' (divide and rule) নীতি অনুসরণ করত। এই জ্ঞান শুধুমাত্র ২৭ বছরের 'শান্তকরণ' (pacification) প্রক্রিয়াতেই ব্যবহৃত হয়নি, বরং মরোক্কোর স্বাধীনতা লাভের আগ পর্যন্ত চালু ছিল।

এই দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গি কঠোর শ্রেণিবিভাগ তৈরি করেছিল, যা তথাকথিত 'একাডেমিক' গবেষণায় নিম্নরূপভাবে চিত্রিত হয়েছিল:

এই বিভাজন প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যেও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছিল। ফলে, প্রথম কলামের জনগোষ্ঠীগুলোকে বেসামরিক প্রশাসনের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হতো, আর দ্বিতীয় কলামের জনগোষ্ঠীগুলোকে সামরিক শাসনের অধীনে রাখা হতো। এই রাজনৈতিক-ভৌগোলিক কাঠামোর মাধ্যমে বেসাম-রিক শাসিত এলাকাকে 'উপকারী মরক্কো' এবং বাকি অংশকে 'অপ্রয়োজনীয় মরক্কো' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

ফরাসি মরক্কোতে সমাজবিজ্ঞান মূলত ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারীদের ঔপনিবেশিক প্রকল্পের অগ্রভাগে রেখেছিল ।ফ্রান্স এটিকে একটি আন্তর্জাতিক ম্যান্ডেটের নামে উপনিবেশে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিল। রেসিডেন্ট-জেনারেলের (Resident-General) ক্ষমতা সরাসরি সুলতানের বিকল্প না হয়ে তার ওপর আরোপিত হয়েছিল এবং ভিজিয়ারদের (viziers) আদেশের মাধ্যমে কার্যকর করা হতো। গবেষণার দিক থেকে, এই সমাজবিজ্ঞান তখনকার প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য সংগ্রহের কৌশল অনুসরণ করলেও বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা ছিল। তথ্য সংগ্রহ ও তার ব্যাখ্যা করার সময় মূলত গবেষকদের নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতিকেই মানদণ্ড হিসেবে ধরা হতো, যার ফলে এটি জাতিগত কেন্দ্রিকতার (ethnocentrism) ছাপ বহন করতো। শুধু গবেষণা পদ্ধতিতেই নয়, মাঠপর্যায়ের কাজ ও উপসংহারেও এই পক্ষপাত লক্ষ্য করা যায়।

>মরক্কোতে স্পেনের সমাজবিজ্ঞান

স্পেনও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে ফ্রান্সের মতোই নীতি গ্রহণ করেছিল। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মিশন ও অন্যান্য তথ্যদাতাদের মাধ্যমে তারা সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান সংগ্রহ করেছিল। মূল উদ্দেশ্য ছিল মরক্কোর অন্য দখলকৃত অঞ্চলগুলোর (যেমন সেউতা, মেলিলা ও সাহারা) থেকে এই অংশের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতাকে আলাদা করে দেখা।

স্পেনের সমাজবিজ্ঞান 'আফ্রিকানিজমো' (Africanismo) ধারণার ওপর গড়ে উঠেছিল, যা মরক্কো ও স্পেনের অতীতের ইতিহাসের নির্দিষ্ট ঘটন-াবলী, বিশেষতঃ আল-আন্দালুসের পতন, আনওয়াল যুদ্ধ এবং স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধ তিক্ত অভিজ্ঞতাকে কন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এটি মরক্কোর বিরুদ্ধে এক ধরণের আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান তৈরি করেছিল। ফলে, দুই দেশের অতীতের সম্পর্ক স্পেনের মরক্কো-বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছিল এবং তথাকথিত 'সভ্যতা প্রচারের মিশন' এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও জটিল করে তুলেছিল।

আমরা বলতে পারি যে স্পেনে 'প্রাথমিক উপযোগবাদ' এবং অনুরূপ সমাজতাত্ত্বিক কাজগুলো কোনো স্বতন্ত্র বিদ্যাক্ষেত্র বা বিশেষায়িত শাখার গঠন ছিল না; বরং তা ছিল এক ধরনের ধর্মীয় মানবতাবাদে রঞ্জিত একটি মিশন।

> মরক্কোতে অন্যান্য দেশের সমাজবিজ্ঞান চর্চা

অন্যান্য দেশ থেকে খুব কম সমাজবিজ্ঞানীই মরক্কো নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছেন বা সেখানে মাঠ পর্যায়ের গবেষণা করার অনুমতি পেয়েছেন, বিশেষ করে ১৯১২ সালের পর। যারা কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাদের বেশি-রভাগই ট্যাঙিয়ের শহরে অবস্থান করতেন, যেটি তখন একটি আন্তর্জাতিক

বিভাজন		পর্যবেক্ষণ
আরব	বারবার	আজকের বারবার জনগোষ্ঠী আমাজিঘ (Amazigh) নামে পরিচিত এবং ২০১১ সালের মরক্কোর সংবিধানে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছে।
চরআ (মুসলিম আইন)	প্রথাগত আইন	প্রথাগত আইন মুসলিম আইনেরই একটি রূপ। উল্লেখযোগ্যভাবে, মরক্কোর ইহুদিদের এখানে কোনো উল্লেখ নেই, যদিও একসময় তারা ধিম্মি (ইসলামি শাসনের অধীনে বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত অমুসলিম) হিসেবে বিবেচিত হতো, কিন্তু বর্তমান সংবিধানে তারা পূর্ণ নাগরিক অধিকার পেয়েছে।
ব্লেড মাখজেন (কেন্দ্রীয় শাসনের আওতাধীন অঞ্চল)	ব্লেড সিবা (কেন্দ্রীয় শাসনের বাইরে থাকা অঞ্চল)	ইতিহাসে, সিবা বলতে বিদ্রোহ বা প্রতিরোধ বোঝালেও এটি কখনোই সুলতানের ধর্মীয় কর্তৃত্ব (বিশ্বাসীদের নেতা হিসেবে) প্রত্যাখ্যান করেনি; বরং তার রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরোধিতা করেছিল।

>>

অঞ্চল হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল।

ফিনল্যান্ডের সমাজবিজ্ঞানী এডভার্ড ওয়েস্টারমার্ক ১৮৯৮ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে মরক্কোতে অবস্থান করেন। তার সফল ভ্রমণের মূল কারণ ছিল জ্বাবালা অঞ্চলের শরিফ সিদি আবদেসলাম এল বাকালির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, যিনি তাকে ভ্রমণের ক্ষেত্রে সবধরণের নিরাপত্তা ও সহায়তা প্রদান করেন। একইভাবে, কার্লেটন কুনও তাঁর ১৮১৭ সালে ট্রাইব অব রিফ (Tribes of the Rif) প্রকাশিত গবেষণায় স্পেনীয় প্রশাসন এবং মরক্কোর সমাজের সহযোগিতা ও আতিথেয়তার প্রশংসা করেছিলেন। বইটি ১৯৬৬ সালে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

আমি এই বহিরাগত গবেষকদের উল্লেখ করছি কারণ তারা বহুভাষিক ও বহুমাত্রিক সমাজবিজ্ঞানের অংশ হয়েছিলেন। কিন্তু এটি একই সঙ্গে পশ্চিমা কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রতিফলন, যেখানে নৃবিজ্ঞান অথবা জাতিবিদ্যা (ethnology) বহিরাগত সমাজবিজ্ঞান (exo-sociology) হিসাবে চর্চা করা হতো, অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানকে প্রকৃত অর্থে 'অন্তর্মুখী নৃবিজ্ঞান' (endo-anthropology) হিসেবে দেখা হতো।

> স্বাধীন মরক্কোতে সমাজবিজ্ঞানের অবস্থা

স্বাধীনতার পর থেকে মরক্কোতে সমাজবিজ্ঞানকে একটি পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। একদিকে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা এটিকে মাশরেকের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে একটি বিচ্যুতি হিসেবে দেখেছে এবং তাই আধুনিকতার চাবিকাঠি বিবেচনা করেছেন, যা সমাজের সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ ও নিরাময়ের মাধ্যমে সেগুলো অতিক্রম করে একটি উত্তম সমাজের দিকে অগ্রসর হওয়ার একটি উপায়। অন্যদিকে, শাসকগোষ্ঠী এটিকে একটি 'অস্বস্তিকর' শাস্ত্র হিসেবে দেখেছেন, যা প্রচলিত শাসনব্যবস্থার জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে।

১৯৬১ সালে ইউনেস্কোর সহযোগিতায় মরক্কোতে সমাজবিজ্ঞানের প্রথম প্রতিষ্ঠান 'ইনস্টিটিউট অব সোসিওলোজি' প্রতিষ্ঠিত হয়; তবে ১৯৭০ সালে মরক্কোর 'সীসার বছর' নামে পরিচিত কঠিন রাজনৈতিক সময়ে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর সমাজবিজ্ঞানকে দর্শন ও মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে যুক্ত করা হয় এবং শুধু স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পিএইচডিসহ বিশেষায়িত সমাজ-বিজ্ঞান পড়ানো শুরু হয়। অন্যান্য মানবিক বিজ্ঞানের মতো এই পাঠ্যক্রমকেও আরবি ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়।

সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার উত্থান এবং সমাজবিজ্ঞানের বামঘেঁষা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে দমন করার জন্য মরক্কোতে সমাজবিজ্ঞান বিভাগগুলিকে বিলুপ্ত করে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ খোলা হয়। বর্তমানে মরক্কোর ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজের অনুষদ রয়েছে, যা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

> ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার

সংঘাতপূর্ণ অতীত স্বত্তেও, সমাজবিজ্ঞান মরক্কোর নিজস্ব একটি ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। মরক্কোর গবেষকরা এই ঐতিহ্যকে 'দ্বৈত সমালোচনা' (A. Khatibi) প্রয়োগের মাধ্যমে। তাঁরা একদিকে উপনিবেশবাদী শাসনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত ভুল তত্ত্বগুলোর সমালোচনা করেছেন। অন্যদিকে, উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি ও বিশ্লেষণের গঠন নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। ফলে সমাজের বাস্তবতা প্রতিফলিত না হয়ে বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্ত বা কাঠামো তৈরি হয়েছে সেগুলোকেও সমালোচনার আওতায় এনেছেন। এই সমালোচনা শুধু মরক্কো নিয়ে গবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি সামাজিক বিজ্ঞানের মৌলিক জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological) এবং জ্ঞানের কাঠামো সম্পর্কিত প্রশ্নের দিকেও প্রসারিত হয়েছিল।

এভাবে, উপনিবেশিক সমাজবিজ্ঞানের বিভাজন ও শ্রেণিবিভাগ পদ্ধতিগুলোও অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে (P. Pascon, A. Taoufik, A. Hamoudi c^agyL) । যদিও উপনিবেশবাদী গবেষণাগুলো পুরোপুরি বাতিল করা হয়নি, মরক্কোর গবেষকরা সেগুলোর উপনিবেশবাদের প্রভাব কাটিয়ে নিজেদের সমাজের জন্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে সংযুক্ত করেছেন। এই বিতর্ক ছিল অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও সক্রিয়। তবে, স্পেনের তুলনায় ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সমাজবিজ্ঞানকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মরক্কোর ফ্রাঙ্কোফোন নীতি অনুসরণ করার কারণে স্পেনের ঔপনিবেশিক জ্ঞানের বিশ্লেষণ প্রায় উপেক্ষিত হয়েছে বা একেবারেই কম গুরুত্ব পেয়েছে।

> অ্যাংলো-স্যাকসন সমাজবিজ্ঞান

অ্যাংলো-স্যাকসন সমাজবিজ্ঞানের শুরু মরক্কোর স্বাধীনতা পরবর্তীতে, মুলত ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে। যুক্তরাষ্ট্রে মরক্কো নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। এমনকি মরক্কো হয়ে ওঠে একটি গবেষণাগার ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র, বিশেষ করে যারা আরব বিশ্ব, ইসলাম ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে চেয়েছেন (ক্লিফোর্ড গির্য়াজ ও তাঁর ছাত্ররা এর একটি উদাহরণ) ।

বিশিষ্ট অ্যাংলো-স্যাকসন গবেষকরা ছিলেন পথিকৃৎ এবং পরে তাঁদের ছাত্রছাত্রীরা মরক্কোতে গবেষণায় অংশ নিতে শুরু করেন। এই ছাত্রদের অনেকেই পরবর্তীতে শিক্ষক হন এবং তাঁরাও আবার তাঁদের ছাত্রদের সেখানে সুয়োগ দেন। ফলে এমন একটি জ্ঞানের ভান্ডার গড়ে ওঠে, যা মরক্কোর গবেষকদের জন্য ছিল অনেকটাই অধরা, ভাষাগত সীমাবদ্ধতা, জ্ঞানের প্রচারব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সর্বোপরি, সেন্সরের কারণে। অতি সম্প্রতি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের স্নাতকরাই এই গবেষণা কাজগুলো জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াসে যুক্ত হয়েছেন, কখনো অনুবাদের মাধ্যমে, কখনোবা সমালোচনার মধ্য দিয়ে। এই প্রবণতা অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, বিশেষ করে কলা ও মানববিদ্যা অনুষদে। তবে ফরাসি ভাষা ও সাহিত্য ব্যতিক্রম, কারণ তারা বহু আগেই এই বিতর্কের অংশ হয়েছেন। বিভিন্ন বিভাগ এমনকি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যকার সহযোগিতার সেতুবন্ধনের ফলে সম-াজবিজ্ঞান আজ অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে এবং অন্যান্য বিষয়ে বিশেষায়িত শিক্ষার জন্য একটি উৎস হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

বর্তমানে মরক্কো নিয়ে বিভিন্ন বিদেশি গবেষণাকে অনেক বেশি খোলা মনে গ্রহণ করা হচ্ছে, বিশেষ করে ১৯৮০-এর দশকের শেষ দিকে দেশের সব কটি কলা ও মানববিদ্যা অনুষদে নতুন সমাজবিজ্ঞান বিভাগ পুনরায় চালু হওয়ার মাধ্যমে এ সম্ভব হয়েছে। এর আগে সমাজবিজ্ঞান কেবল রাবাত ও ফেজের কলা ও মানববিদ্যা অনুষদেই পড়ানো হতো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সমাজবিজ্ঞানে অধ্যয়নকে বামপন্থী প্রবণতা হিসেবে দেখা হতো।

> "মরক্কোর সমাজবিজ্ঞানের স্কুল" এর উদ্ভব: প্রতিবন্ধকতা ও সুবিধা

আমি এই ঐতিহাসিক মাইলফলকগুলো ব্যবহার করে দ্রুত একটি "মরক্কোর সমাজবিজ্ঞানের স্কুল" এর প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে চেয়েছি, যার প্রকাশনা বহুভাষিক, তবে মূলত আরবি এবং ফরাসিতে। বর্তমানে ইংরেজি ও স্প্যানিসে সমাজবিজ্ঞানের লেখা এখন প্রবেশ করতে শুরু করেছে কারণ মরক্কোবাসী নতুন প্রশিক্ষণ এবং চাকরির জন্য নতুন দিগন্ত আবিস্কার করছেন ।

মরোক্ক সমাজবিজ্ঞানের একটি ধারার (school) বিকাশ নানা প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়েছে। এটি একদিকে যেমন জটিল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে থমকে গেছে, তেমনি সামাজিক বিজ্ঞান ও মানবিক বিষয়ে দুর্বল গবেষণা ব্যবস্থাপনাও এর অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে। একটা বড়

>>

সমস্যা ছিল এই যে, ১৯৯০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞান সহ অনেক বিষয়ে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। আরেকটি সমস্যা হলো গবেষণার জন্য অর্থের অভাব – যে অর্থ কখনো অপর্যাপ্ত, কখনো খারাপভাবে পরিচালিত হয়েছে, কিংবা প্রায়ই সঠিকভাবে ব্যবহারই করা হয়নি। সরকারি অর্থায়নের কিছু কর্মসূচি চালু থাকলেও, সেগুলোর প্রভাব খুব সীমিত ছিল। বেসরকারি অর্থায়নও গবেষণার বিকাশের সাথে তাল মেলাতে পারেনি, বিশেষ করে যখন প্রশিক্ষণ, পরামর্শ বা গবেষণা কার্যক্রমে স্পষ্ট নৈতিক বা আইনগত নিয়ম নেই। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে অংশীদারিত্ব এখনো ঠিকভাবে গঠিত হয়নি।

অনেক সমাজবিজ্ঞানী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে নানা স্বার্থভিত্তিক গোষ্ঠী গঠন করেছেন। এই গোষ্ঠীগুলো সমাজে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ এবং দক্ষতা প্রদানের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে ভূমিকা রেখেছে। এতে করে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হয়েছে, কারণ তারা তাদের শিক্ষকদের পেশাগত তত্ত্বধানে নতুন দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছে। এর কিছু উদাহরণ হলো: সেন্টার ফর স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস (CERSS), মেডিয়েশন স্পেস (espacemediation.org), এবং রিজিওনাল অবজারভেটরি অফ মাইগ্রেশন, স্পেসেস অ্যান্ড সোসাইটিজ (ORMES)।

সাম্প্রতিক বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারে কিছু ল্যাবরেটরি তৈরি হয়েছে, তবে সেগুলো অতিরিক্ত প্রশাসনিক জটিলতা, জটিল আর্থিক ব্যবস্থাপনা, এবং শিক্ষক-গবেষকদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণে বাধার মুখে পড়েছে। তবুও, তারা তাদের বৈচিত্র্যময় কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনকে জীবন্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে এবং দেশীয় এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতার সুযোগ তৈরি করেছে।

এই বাধাগুলো মোকাবেলার জন্য, ব্যক্তিগত ও যৌথ উদ্যোগে কিছু নতুন ধরণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে, যেগুলোকে ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্ট বলা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'জাতীয় সমাজবিজ্ঞান দিবস' (National Sociology Day), যা প্রতি বছর যা ইন্সটাঁস মরোক্কেন দ্য সোশিওলজি বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করে এবং 'সামাজিক বিজ্ঞান বসন্ত' (Social Sciences Springtime), যা আল আকাওয়াইন ইউনিভার্সিটি ও রাবাতের মোহাম্মদ ভি বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে আয়োজন করে। এই ধরনের উদ্যোগগুলো কখনো 'প্যারা-ইউনিভার্সিটি', কখনো 'পেরি-ইউনিভার্সিটি' ধরনের কাজ হিসেবে প্রথাগত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো থেকে কিছুটা বাইরে গিয়ে পরিচালিত হয়। এগুলো বিশ্ববিদ্যালয়কে সামাজিক, অর্থনৈতিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করেছে এবং এমন একটি অবাধ বিনিময় ও শেখার পরিসর তৈরি করেছে, যেখানে বিভিন্ন প্রজন্মের গবেষক, এমএ ও পিএইচডি শিক্ষার্থীরা একে অপরের সঙ্গে মতবিনিময় ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারেন।

> প্রত্যাশা এবং আন্তর্জাতিক দৃশ্যপট

আশার কথা হলো মরক্কোর সমাজবিজ্ঞান তার বহুভাষিক প্রকৃতির জন্য কিছুটা হলেও মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা (MENA) অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে যে আরবীকরণ বা ইসলামীকরণের মতো প্রবণতা থেকে রক্ষা পেয়েছে। ১৯৯০-এর দশক থেকে মরক্কোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করেছে। এর ফলে মরক্কোর সমাজবিজ্ঞানীরা পাশ্চাত্য (বিশেষ করে অ্যাংলো-স্যাক্সন) চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছেন এবং নিজেদের কাজ বিস্তৃত করতে পেরেছেন। অনেকে উপ-সাগরীয় দেশগুলোতে কাজের জন্য বা স্বল্পমেয়াদে গিয়ে গবেষণা নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়েছেন। এতে মরক্কোর সমাজবিজ্ঞান মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে আরও প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে।

মরক্কো সমাজবিজ্ঞানের পুরনো নেটওয়ার্কের উত্তরসূরি হিসেবে Instance marocaine de Sociologie অধীনে মরক্কোর সমাজবিজ্ঞানের অনুশীলনের পুর্নগঠণ এবং প্রতি বছর 'জাতীয় সমাজবিজ্ঞান দিবস' পালনের মাধ্যমে মরক্কোর সমাজবিজ্ঞান এখন আরও সংগঠিত হচ্ছে এবং এসব উদ্যোগ 'মরক্কোর সমাজবিজ্ঞান স্কুল' গঠনে সহায়তা করছে। এটি বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে অবদান রাখছে, যেখানে 'ক্ষমতার জ্ঞান' (knowledge of power) নয়, বরং 'জ্ঞানের ক্ষমতা' (power of knowledge) কে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

২০২৫ সালের ৬-১১ জুলাই রাবাতে (মরক্কো)-এ ৫ম ISA Forum of Sociology অনুষ্ঠিত হওয়া আমাদের জন্য বৈচিত্র্য উদযাপন এবং নৈতিকতা রক্ষার সুযোগ। লক্ষ্য হলো সমাজবিজ্ঞান ও মানবিকবিদ্যার জ্ঞানকান্ড সমূহকে স্বার্থান্বেষী উদ্দেশ্য বা ক্ষমতার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা এবং একাডেমিক স্বাধীনতা ও গবেষকের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করা। ■

সরাসরি যোগাযোগ:
আবদেলফাতাহ এজ্জিন <abdelfattahezzine@hotmail.com>

অনুবাদ:
ড. খায়রুল চৌধুরি, অধ্যাপক,
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

> মরোক্কোর সমসাময়িক সমাজবিজ্ঞানের পুনর্বিবেচনা

আবদেলাতিফ কিদাই এবং **দ্রিস এল ঘাজোয়ানি**, মোহাম্মদ ভি বিশ্ববিদ্যালয়, রাবাত, মরোক্কো

ছবির উৎস: মিনো আন্দ্রিয়ানি, ২০২৩, আইস্টক

মরোক্কোর সমাজবিজ্ঞানের চিন্তাধারার বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদ্ধতির উপর ভাল গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। প্রথমত, গবেষকদের মধ্যে এই জ্ঞানকান্ডের বিকাশে আগ্রহের অভাব এবং সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্যাদির স্বল্পতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, বিস্তৃত গবেষণা অভিসন্দভের সমীক্ষার অভাব, প্রকাশিত বইয়ের সীমিত পুস্তক সমালোচনা, বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থসূচির অভাব ও আলোচনামুলক প্রবন্ধের দুর্লভতা এই প্রতিবন্ধকতার অংশ। দ্বিতীয়ত প্রতিবন্ধকতা হল উপনিবেশ-পরবর্তী স্বাধীন সমাজবিজ্ঞানের জাতীয় বৈশিষ্ট্য অভাব। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে জাতীয়করণকৃত শিক্ষকদের প্রভাব এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে সমাজ-বিজ্ঞান একটি জটিল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে পড়ে। ফলে মরোক্কোতে সমাজবিজ্ঞানী, সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনীতিবিদদের ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা প্রায়শই কঠিন হয়ে পড়ে। তৃতীয় বাধা হলো মরোক্কোর সমাজ-বিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানীদের সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন। মরোক্কোর একাডেমিয়ায় সংস্কৃতি, বুদ্ধিজীবী এবং সামাজিক বিজ্ঞান-মানবিকতাকে আলোচনা করার সময় সমাজবিজ্ঞানীর পেশাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হল সমসাময়িক মরোক্কোর সমাজবিজ্ঞান, এর বিষয়বস্তু, পদ্ধতি এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা। প্রথমে, আমরা মরোক্কোর একাডেমিক পরিবেশে, এই জ্ঞানকান্ডের বিকাশ ও সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা করবো, যা উপনিবেশকালে, উপনিবেশ পূর্ববতী ও পরবর্তী সময়ে বিকশিত হয়েছে। যদিও উপনিবেশকালকে মরোক্কোতে সমাজবিজ্ঞান বিকাশের প্রেরণা হিসেবে দেখা হয়, তবুও নতুন প্রজন্মের সমাজবিজ্ঞানীরা এই শাখাকে পুনরুদ্ধার, উপনিবেশবাদমুক্ত এবং পূর্বমুখী ধারণার সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। তারা সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে মনোযোগী একটি জাতীয় সমাজবিজ্ঞান গড়ে তোলার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সমাজবিজ্ঞানের উত্তরাধিকার সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে। দ্বিতীয়ত, আমরা মরোক্কোর সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার মূল বিষয়বস্তুর কার্যকর পদ্ধতি ও পন্থা এবং সেগুলোর বিকাশে ভূমিকা আলোচনা করবো। পরিশেষে, কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করা হবে, যা সমাধানের প্রয়োজন রয়েছে।

>>

> মরোক্কোতে সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি

মরোক্কোতে সমাজবিজ্ঞান গবেষণা উপনিবেশ-পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। এই জ্ঞানকান্ডের অনেক গবেষক খ্যাতিমান সমাজবিজ্ঞানি মোহাম্মদ গেসুসের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন যিনি সমাজতান্ত্রিক দল, ইউনিয়ন অব সোসালিস্ট পপুলার ফোর্সেস (Union socialiste des forces populaires) এর সদস্য ছিলেন। সেসময় সমাজবিজ্ঞানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসরে স্থান করে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাজবিজ্ঞানের ওপরও প্রভাব ফেলে। এর ফলে, ১৯৭০ সালে রাবাত সমাজবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রতিষ্ঠানটি সমালোচনামূলক চিন্তাধারার কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল এবং রাষ্ট্র এটিকে অত্যধিক সমালোচনামূলক ও বামপন্থী বলে মনে করেছিল।

তাত্ত্বিকভাবে ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে মার্কসবাদী তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানে প্রাধান্য বিস্তার করে। এই সময়কালে সমাজবিজ্ঞানীরা সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। পল পাসকনের গবেষণায় ‘হাউজ (Haouz)’ সমাজ এবং সাধারণভাবে মরোক্কোর সমাজ বিশ্লেষণে সামগ্রিক সমাজগঠন, উৎপাদন পদ্ধতি, সংকর সমাজ, সামাজিক শ্রেণি এবং সামাজিক বাস্তবতার স্তরসমূহের মতো ধারণাগুলো ব্যবহৃত হয়। একইভাবে, আবদেলকেবির খাতিবি সামাজিক স্তরবিন্যাস নিয়ে গবেষণা করেন, এবং আবদুল্লাহ হাম্মৌদি সমন্বিত গবেষণা এবং সমন্বিত উন্নয়ন ধারণা ব্যবহার করেন। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তী সময়ে সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

> বিংশ শতকের শেষের দিকে বিকাশ এবং নগর গবেষণার উত্থান

আবদেলরহমান রাশিকের মতে, ১৯৯০-এর দশকে মরোক্কোর সমাজবিজ্ঞানে নারী, পরিবার, যুবসমাজ এবং সমাজায়নের উপর গবেষণার প্রসার ঘটে। এই সময়ে নারীবাদী মূল্যবোধ, সামাজিক আন্দোলন এবং মানবাধিকার বিষয়ে আলোচনা বৃদ্ধি পায়। ওই সময়ে গবেষণার এই জোয়ারে মরক্কোর যেসব গবেষক অবদান রাখেন, তাদের মধ্যে ছিলেন মরোক্কোর গবেষক ফাতিমা মেরনিসি, আইশা বেলারবি, গেতা আল-খাইয়াত, ফাতমা আল-জাহরা আজরুয়েল, রাবিয়া আন-নাসিরি, রহমা বুরকিয়া এবং মোহাম্মদ তালাল।

একইভাবে, নগর-সংক্রান্ত গবেষণা মরোক্কোর সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। নগর সমাজবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে রয়েছে বাসস্থান (বস্তি ও বেদখল এলাকা), নগরায়ন, নগর নীতি, আবাসন এবং পরিবহন। ফ্রাঁসোয়া বুচানিন, মোহাম্মদ নাসিরি, আব্দেল ঘানি আবু হানি, মোহাম্মদ বেনাতু, আব্দুর রহমান রাশিক, আবদুল্লাহ লাহজাম এবং আজিজ আল-ইরাকির গবেষণা নগর সমাজবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। রাশিকের মতে, এই গবেষণাগুলোর বেশিরভাগ গবেষণা ফরাসি ভাষায় সম্পন্ন হয়েছে।

> সমসাময়িক বিষয় নিয়ে গবেষণা

মোখতার আল-হাররাস, রহমা বুরকিয়া, দ্রিস বেনসাঈদ, আহমেদ শেররাক এবং আব্দুর রহিম আল-আত্রির নেতৃত্বে অনেক সমাজবিজ্ঞানী সংস্কৃতির সমাজবিজ্ঞান, মূল্যবোধের সমাজবিজ্ঞান, গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান এবং পারিবারিক সমাজবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছেন। গত দুই দশকে এই গবেষকরা মরক্কোর নতুন প্রজন্মের সমাজবিজ্ঞানীদের গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। এদের অধিকাংশই আরবি ভাষায় গবেষণা পরিচালনা করেন।

ধর্ম, নারী, যুবসমাজ এবং অভিবাসন নিয়ে সমসাময়িক যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ হচ্ছে, তাতে নতুন প্রজন্মের কিছু মরোক্কান সমাজবিজ্ঞানী ইংরেজি ভাষায় গবেষণা করছেন। এই গবেষকদের মধ্যে ফাদমা আইত মৌস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সমষ্টিগত পরিচয় ও সামাজিক আন্দোলন, লিঙ্গ সম্পর্ক ও নারীর অবস্থান, সামাজিক-রাজনৈতিক রূপান্তর, তরুণ সমাজ ও অভিবাসন নিয়ে কাজ করছেন। অপরদিকে, হিচাম আইত মানসুর দারিদ্র্য নিয়ে গবেষণা করছেন, যা দেখায় যে মরক্কোর গবেষকরা বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি কতটা উন্মুক্ত। এটি প্রমাণ করে যে মরক্কো সমাজ নিয়ে গবেষণা কেবল স্থানীয় বাস্তবতা নয়, বরং বৈশ্বিক সমাজ পরিবর্তন ও সার্বজনীন ঘটনাবলিকেও প্রতিফলিত করে। মরক্কোর প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ভাষায় পরিচালিত সমাজবিজ্ঞান গবেষণা তাত্ত্বিক কাঠামো, দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদ্ধতিগত নতুনতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

> ডক্টরাল অভিসন্দর্ভের সীমাবদ্ধতা

মরক্কোর সমাজবিজ্ঞান চচ্চার একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র হলো ডক্টরাল অভিসন্দর্ভ (থিসিস) বা পিএইচডি গবেষণা। এই অভিসন্দর্ভগুলো সাধারণত পনেরোটি গবেষণা ক্ষেত্রেকে ঘিরে আবর্তিত: পরিবার, প্রতিষ্ঠান, স্থান, সংহতি ও সামাজিক সম্পর্ক, অনিশ্চয়তা ও দারিদ্র্য, যুবসমাজ, শিক্ষা, সামাজিক নেটওয়ার্ক, গতিশীলতা ও সামাজিক পরিবর্তন, কাজ, ধর্ম, নগরায়ণ, সামাজিক ইতিহাস, স্বাস্থ্য এবং গ্রামীণ বিশ্ব। এর মধ্যে কর্মজীবন, সামাজিক পরিবর্তন, উন্নয়ন এবং সংস্কৃতির সমাজবিজ্ঞান সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। তবে এই গবেষণাগুলো নতুন তাত্ত্বিক ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তনের মাধ্যমে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের বিকাশে বিশেষ অবদান রাখেনি। ফলে, পদ্ধতিগত ঘাটতি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে এবং সমাজবিজ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। অধিকন্তু, অধিকাংশ পিএইচডি অভিসন্দর্ভ প্রকাশিত না হওয়ায় সেগুলোর ফলাফল গবেষণা ফলাফল পরবর্তী সমালোচনামূলক আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

> দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার জন্য সমাজতাত্ত্বিক অনুশীলন পুণর্নির্ধারণ

যদিও সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আশা করা হয় যে সমাজবিজ্ঞানীরা মরক্কোর সমাজের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলোর বিশ্লেষণে অবদান রাখবেন, বাস্তবে তাদের সম্পৃক্ততা এখনও সীমিত। ১৯৬০ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে প্রকাশিত সমস্ত সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার একটি গ্রন্থপঞ্জিভিত্তিক (বই ও প্রবন্ধ সম্পর্কিত পরিসংখ্যানমূলক) বিশ্লেষণ এই সীমাবদ্ধতার স্বরূপ তুলে ধরে। এই সীমাবদ্ধতার কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাব, গবেষকদের উত্সাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামোর অভাব, এবং একটি বিশেষায়িত সমাজবিজ্ঞান গবেষণা সাময়িকীর অনুপস্থিতি। সরকারি গবেষণা নীতির অনুপস্থিতির কারণে, গবেষণা

>>

কার্যক্রম মূলত ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং ব্যক্তিগত গবেষণা নেটওয়ার্কের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, যা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানের বাইরে পরিচালিত হয়। বর্তমানে, যে সব উন্নয়নমূলক বিষয় দারিদ্র্য, প্রান্তিকতা, বঞ্চনা, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ নিয়ে যে গবেষণা হচ্ছে, তা দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার বদলে রাজনৈতিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণের প্রতিক্রিয়াতেই বেশি প্রভাবিত।

সমাজবিজ্ঞানের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো নতুন ভিত্তির ওপর এটি পুনর্গঠন করা, যা উচ্চশিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিকাশে নতুন গতিশীলতা সৃষ্টি করবে। গবেষণার দিকনির্দেশনা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করতে হবে। আসন্ন সংস্কারগুলোর আলোকে, যদি গবেষণা কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করা হয়, তবে সুস্পষ্ট গবেষণা ক্ষেত্র নির্ধারণ এবং বৈজ্ঞানিক কঠোরতার প্রতি প্রতিশ্রুতি ব্যতিরেকে এই কাঠামোগুলো অর্থহীন হয়ে পড়তে পারে। তাই, সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন, তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, গবেষণাগুলোর সমন্বয় সাধন এবং মূল্যায়ন করা অপরিহার্য, যাতে সমাজবিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সুসংহতভাবে করা যায়।

> আরবীকরণের নীতি

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হলো মরক্কোতে ভাষাগত সমস্যা। বর্তমানে, ক্যাসাব্লাঙ্কা ব্যতীত সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান আরবি ভাষায় পড়ানো হয়। সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবীকরণ প্রক্রিয়াটি ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে শুরু হয়, যা একটি বিস্তৃত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অংশ হিসেবে সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর ওপর প্রভাব ফেলে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, আরব-মুসলিম বিশ্বের সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের আরবীকরণকে বোঝানো হয়। ১৯৮০-এর দশকে আরব সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে এই বিষয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়। কিছু গবেষক মনে করেন যে আরব বিশ্বের সমাজতত্ত্বকে 'সর্বজনীন' (universal) বিজ্ঞানের অংশ হিসেবে অবদান রাখা উচিত, অন্যদিকে কিছু গবেষকের মতে, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান সার্বজনীনতা দাবি করতে পারে না। এই বিতর্কের ফলে, বিশেষত আলজেরিয়া এবং তিউনিসিয়ায়, আরবি-ভাষী এবং ফরাসি-ভাষী সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের গবেষণার ক্ষেত্র এবং গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেছে।

প্রথম প্রজন্মের মরক্কোর সমাজতাত্ত্বিকরা পশ্চিমা সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ লাভ করেন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানমূলক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হন। তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। তবে, নতুন প্রজন্মের সমাজতাত্ত্বিকদের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। মরক্কোতে আরবীকরণ নীতি প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। ম্যাগরেব অঞ্চলে ভাষা গবেষকদের মতে, এই ব্যর্থতার মূল কারণ হলো একইসঙ্গে শিশুদেরকে ধ্রুপদী আরবি ভাষায় দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি একটি বিদেশি ভাষাও শেখানোর কর্মসূচির ব্যার্থতা। অধিকাংশ শিক্ষার্থী এই দুটি দক্ষতার কোনোটিই অর্জন করতে পারেনি।

ফলে, ভাষানীতির দুর্বলতার কারণে নতুন প্রজন্মের গবেষকরা তাদের নিজ নিজ জ্ঞানকাণ্ডে সঞ্চিত জ্ঞান এবং ও সমাজবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক জগৎ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, যেখানে একসময় ফরাসিভাষী মরক্কোদের পূর্ণ প্রবেশাধিকার ছিল। একই সময়ে তারা এমন কিছু পদ্ধতি নিয়ে কাজ করছে, যা পুরোপুরি ঐতিহ্যগত না হলেও আধুনিক সমাজবিজ্ঞান চর্চার মূলধারার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। এই জ্ঞানের বিচ্ছিন্নতা ভবিষ্যতে মরক্কোর সমাজবিজ্ঞান চর্চা ও আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান আলোচনায় অংশগ্রহণের পথে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে।

> সমাজবিজ্ঞানের পিএইচডি শিক্ষার্থীদের চ্যালেঞ্জসমূহ

মরক্কোতে সমাজবিজ্ঞান এমন একটি ক্ষেত্র, যা মানব আচরণ, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে গবেষণা করে। তবে, মরক্কোতে এই বিদ্যার পাঠদান নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, যেখানে রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশই রাজনৈতিক বামপন্থী মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন। অন্যান্য অনেক দেশের মতো, মরক্কোর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের পিএইচডি শিক্ষার্থীরা একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন, যা তাদের শিক্ষাগত ও গবেষণাগত অগ্রগতিকে প্রভাবিত করতে পারে।

আমাদের সমীক্ষার তথ্য অনুসারে, সমাজবিজ্ঞানের পিএইচডি শিক্ষাথীরা প্রশিক্ষণের সময় নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে (৯১%), এর পরই রয়েছে তত্ত্বাবধায়নের গুণমান (৮৫%), প্রশাসনিক জটিলতা ও আমলাতন্ত্র (৬৭%), গবেষণা অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা (৫৭%), সীমিত অর্থায়ন (৩৮%) এবং আন্তঃবিষয়ক গবেষণার সুযোগের অভাব (২৭%)।

ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা ও তত্ত্বাবধানের গুণগত মান মরক্কোসহ যে কোনো

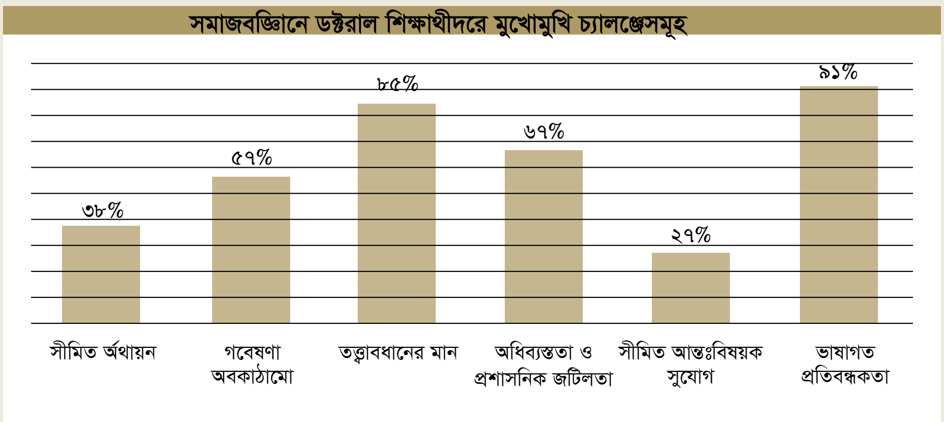

চিত্র ১

>>

দেশের গবেষক শিক্ষার্থীদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। মরক্কোতে পিএইচডি প্রোগ্রাম সাধারণত ফরাসি বা আরবি ভাষায় পরিচালিত হয়। অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষে এই ভাষাগুলোয় দক্ষতা না থাকলে কোর্স সামগ্রী বোঝা, গবেষণাপত্র লেখা বা তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করাই কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক শিক্ষার্থীর জন্য এটি একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ করে যাঁরা আগে অন্য ভাষায় পড়াশোনা করেছেন বা ফরাসি ও আরবিতে দক্ষতা কম। এর ফলে তারা পাঠ্যসামগ্রী বুঝতে, গবেষণাপত্র লিখতে এবং সহপাঠী ও তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে সমস্যায় পড়েন।

নির্দিষ্ট বা বিশেষায়িত বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক খুঁজে পাওয়াও অনেক সময় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। পিএইচডি পর্যায়ে তত্ত্বাবধানের মানও একেকজনের ক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে: কেউ কেউ দারুণ পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা পান, আবার কেউ সময়মতো প্রতিক্রিয়া পায় না, অনেকে তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে পর্যাপ্ত যোগাযোগের অভাব কিংবা গবেষণার আগ্রহ ও বিষয়ের সঙ্গে অসামঞ্জস্যতার মতো সমস্যা মতো সমস্যায় পড়েন। এসব কারণে তাদের গবেষণার গতি ও মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

মরক্কোর বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে সমাজবিজ্ঞানে পিএইচডি প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা ও ধারণা বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন হতে পাওে এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষকের মান, পাঠ্যক্রমের গঠন, শিক্ষাদান পদ্ধতি, এবং ডিগ্রি শেষে চাকরির সুযোগ।

আমাদের জরিপে দেখা গেছে, পিএইচডি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তির বিষয়ে নেতিবাচক ধারণা বিদ্যমান। আমাদের জরিপে দেখা গেছে, পিএইচডি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তির বিষয়য়ে নেতিবাচক ধারণা বিদ্যমান। প্রায় ৫৫% শিক্ষার্থী মনে করেন যে কোর্সওয়ার্ক ও পাঠ্যক্রম দুর্বল প্রায় ৫৫% শিক্ষার্থী মনে করেন যে পাঠ্যক্রম ও কোর্সের গুণগত মান দুর্বল, ৪৫% শিক্ষার্থী কর্মসংস্থান ও পেশাগত সুযোগকে দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়া, প্রায় ৪০% শিক্ষার্থী শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতাকে খুব দুর্বল এবং আরও ৪৩% শিক্ষার্থী একে সাধারণভাবে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে, ৩৫% শিক্ষার্থী শিক্ষকতার মানকে তুলনামূলকভাবে ভালো বলে মনে করেন, ২৫% শিক্ষার্থী একে দুর্বল মনে করেন।

সর্বোপরি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজবিজ্ঞান পিএইচডি প্রশিক্ষণ নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে, যদিও এ বিষয়ে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন সংস্কার উদ্যোগ, বিশেষ করে গবেষণাপত্রের জন্য একটি নতুন সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে, পিএইচডি প্রোগ্রামের মানোন্নয়নের আশা করা হচ্ছে, যা শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে আরও কার্যকর ও মানসম্মত করে তোলার প্রত্যাশা তৈরি করেছে।

> উপসংহার

যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মরক্কোর সমাজবিজ্ঞান নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে এবং এখনো অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ভাষাগত বিভাজন আরবি ও ফরাসি ভাষায় লেখালেখির কারণে সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক ধরনের মতবিরোধ তৈরি করেছে। তবে, এক নতুন প্রজন্মের সমাজবিজ্ঞানী গড়ে উঠছে, যারা ইংরেজির ব্যবহারকে স্বাগত জানাচ্ছেন এবং প্রচলিত মতাদর্শগত দ্বিধাবিভক্তি অতিক্রম করার চেষ্টা করছেন। ■

যোগাযোগের ঠিকানা: আবদেল্লাতিফ কিদাই <abdkidai@gmail.com>

অনুবাদ:
আরিফুর রহমান, প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিভাগ,
গণ বিশ্ববিদ্যালয়

সমাজবিজ্ঞানে পিএইচডি শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে উপলব্ধি

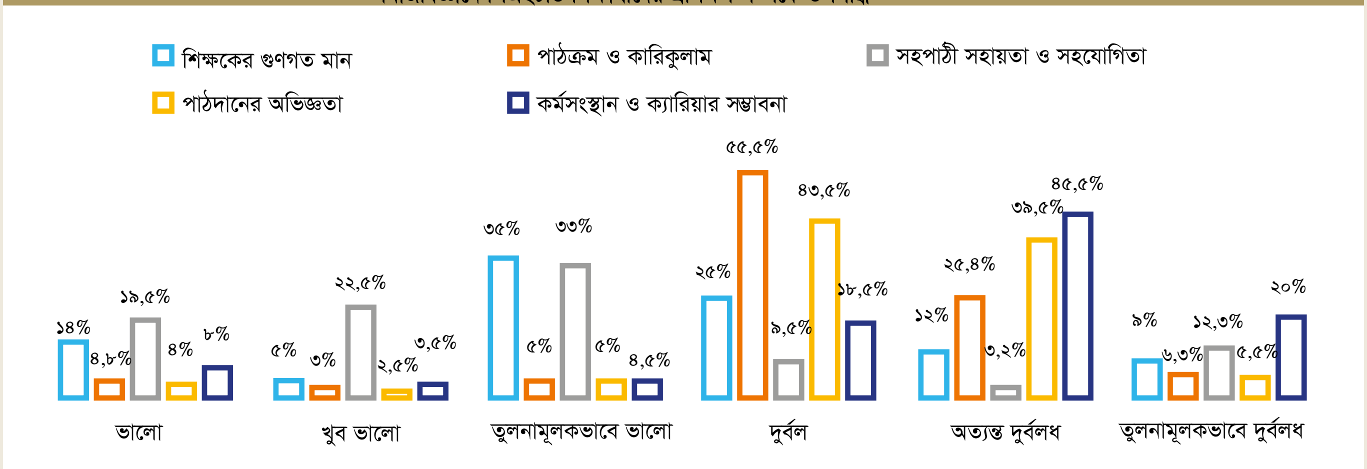

চিত্র ২

> মরক্কোর সমাজবিজ্ঞান এবং সাধারণ সমাজবিজ্ঞান

কাওতার লবেদাউই, সিদি মোহাম্মদ বেন আবদেল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়, মরোক্কো

ছবির কৃতিত্ব: সুজি হ্যাজেলউড, ২০১৭, পেক্সেলস

উপনিবেশ-পরবর্তী মরোক্কোতে প্রতীয়মান সংকটগুলোর একটি ছিল সমাজবিজ্ঞানকে ঔপনিবেশিক চিন্তা ও আত্মকেন্দ্রিক (ethnocentric) মতাদর্শ থেকে মুক্ত করা। ঔপনিবেশিক আমল ও সাধারণ সমাজবিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে মরোক্কোর সমাজবিজ্ঞানের সত্তাকে ফিরে দেখা এবং একই সাথে সেখানকার সমাজবিজ্ঞানকে পশ্চিমা প্রভাব মুক্তকরণের চ্যালেঞ্জগুলোকে বিশ্লেষণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মরোক্কোতে সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য পটপরিবর্তনসমূহ যেগুলো সেখানে সমাজবিজ্ঞানের আত্মপরিচয় গঠন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রেখেছিলো, সেগুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা মরোক্কোর সমাজবিজ্ঞানের উত্থান এবং সাধারণ সমাজবিজ্ঞানের সাথে বিদ্যমান সংযোগ ও বিচ্ছিন্নতার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হই।

> মরোক্কোর পুনঃবিবেচিত ও উপনিবেশমুক্ত সমাজবিজ্ঞান

পশ্চিমা বিশ্বে সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের উত্থান ছিলো ঔপনিবেশিক আন্দোলনের অন্যতম চাবিকাঠি, যা তারা স্বজাতীয় প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণের রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছিলো। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান একটি বেসামরিক শক্তি হিসেবে কাজ করে, যা কম ব্যয়সাপেক্ষে উপনিবেশিতদের উপর অধিকতর কর্তৃত্ব নিশ্চিত করে। তাই, সমাজবিজ্ঞান পৃথিবীকে বদলানোর উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করলেও, এর ভিতরেও আদর্শগত টানাপোড়েন কাজ করে।

মরক্কো ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকভাবে উপনিবেশবাদের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, যা তিনটি স্বতন্ত্র সময়ে বিভক্ত: উপনিবেশ-পূর্ব মরক্কো, ১৯১২ পরবর্তী উপনিবেশিত মরক্কো এবং ১৯৫৬ সালের স্বাধনতাত্তোর মরক্কো। এই কারণে, মরক্কোতে স্বাধীনতা-পূর্ব সমাজবিজ্ঞানের আদর্শিক ও উপনিবেশবাদীতা চরিত্রায়ণ করতে প্রয়োজন ব্যাপক জ্ঞান-তাত্ত্বিক সতর্কতা। এটি আমাদেরকে মরোক্কোর সমাজবিজ্ঞান সত্তার উৎপত্তিকে একটি উপনিবেশমুক্ত সত্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে।

মরোক্কো নিয়ে ঔপনিবেশিক সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। কর্তাব্যক্তিগণ মনোগ্রাফ ও মাঠ পর্যায়ে ইনডেপ্থ সার্ভের মাধ্যমে এতে মূল্যবান অবদান রেখেছেন । এই গবেষণাগুলো "মিশন সায়েন্টিফিক", "সেকশন সোসিওলজিক ডেজ অ্যাফেয়ার্স ইনডিজেন" এবং পরবর্তীতে "ইন্সটিটিউড দে ওত এটুডস মারোকেন"-এর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে, যা পরবর্তী প্রজন্মের সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য দৃষ্টান্তহিসেবে কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে, পরবর্তী প্রজন্মের সমাজবিজ্ঞানীগণ ঔপনিবেশিক আদর্শমুক্ত জাতীয় সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে এই দৃষ্টান্তগুলোকে জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পুনঃবিশ্লেষণ করেন।

অতীতের ঔপনিবেশকিতা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত হয়ে সমাজ-বিজ্ঞান নিজেকে গবেষণামূলক ও পদ্ধতিগত পরিশোধন করেছে । বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী পল পাসকন এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। তিনি সমাজকে বোঝা এবং পরিবর্তনের লক্ষ্যে 'অ্যাকশন রিসার্চ' পদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং নিজস্ব তাত্ত্বিক সৃজনশীলতা দিয়ে সাড়াজাগানো মার্ক্সবাদ থেকে একটি ভিন্নধর্মী পথ তৈরি করেন, যার ব্যাপক প্রভাব পড়ে ১৯৭০-এর দশকে। "কম্পোজিট সোসাই-টি" ধারণার মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে, একটি সমাজে একাধিক উৎপাদন পদ্ধতি—যেমন গোত্রতন্ত্র ও পুঁজিবাদ—একসঙ্গে বিদ্যমান থাকতে পারে, যেখানে এদের পারস্পরিক সীমারেখাগুলো সবসময় নির্দিষ্ট বা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয় না।

সেখানে উদীয়মান সমাজবিজ্ঞান মূলত আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়ন ও জনসেবামূলক প্রকল্পগুলোর ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ফলশ্রুতিতে, গবেষণার মূল বিষয়বস্তু ছিলো গ্রামীণ সমাজ ও নারী। সেখানকরা সমাজবিজ্ঞানের জনকরা মার্ক্সবাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর আলোকপাত করলেও, পরবর্তী প্রজন্মের গবেষকরা ধীরে ধীরে সেক্টর-ভিত্তিক গবেষণার দিকে ঝুকতে থাকেন।

এইভাবে, উপনিবেশমুক্ত সমাজবিজ্ঞানের পথিকৃৎরা ঔপনিবেশিক জ্ঞান ও মতাদর্শ থেকে বাচাঁর দ্বার উন্মোচন করেছিলেন। নিজের এই অস্তিত্ব খোঁজার পথে প্রধান অন্তরায় ছিলো "সামাজিক আমরা" ধারণাকে পুনর্বিবেচনা করা এবং মরক্কো সমাজের সম্বন্ধিত জ্ঞানক্ষেত্রসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

>>

> "সামাজিক আমরা" ধারণার বৈজ্ঞানিক অধিগ্রহণ

স্বাধীন মরক্কোতে সমাজবিজ্ঞানের পথিকৃৎদের লক্ষ্য ছিল শ্রমিক শ্রেণির বৃহৎ স্বার্থে সামাজিক পরিবর্তনের গতিকে তরান্বিত করা। তারা এমন এক সমাজবিজ্ঞানের জন্য কাজ করেছেন, যা সম্পূর্ণরূপে ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত এবং রাজনৈতিকভাবে শোষিতদের পক্ষে লড়াই করবে ।

যে মূহূর্তে জাতীয় সমাজবিজ্ঞান এর সংশ্লিষ্টতা সামাজিক চাহিদা নিয়েছিল, ঠিক সেই মূহূর্তে নৃতত্ত্ব সমাজের প্রকৃতি ও কাঠামো বোঝার কাজে নিবেদিত ছিল। স্বাধীনতা-উত্তর নৃতাত্ত্বিক প্রবন্ধগুলোতে ঔপনিবেশিকতার ছাপ পাওয়া যায়। এটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গবেষণা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে সক্ষম হয়, এবং "সামাজিক আমরা"-ধারণাটিকে বৈজ্ঞানিকভাবে অধিগ্রহণে সাফল্য অর্জন করে।

সমালোচনামূলক পর্যালোচনা ও উপনিবেশমুক্তকরণ মানে ঔপনিবেশিক সাহিত্যের অবদানকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা নয়। ইউরোপকেন্দ্রিক হলেও সে সময়ের সাহিত্য মানুষ, সামাজিক সম্পর্ক, উপজাতীয় গতিশীলতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়ে অনস্বীকার্য গবেষণাধর্মী দলিল সরবরাহ করে।

মরক্কোর নৃতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার আরেকটি স্তরে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক নৃতাত্ত্বিক এবং স্থানীয় নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যকার জ্ঞানতাত্ত্বিক পার্থক্য সম্বন্ধে সতর্ক থাকার অর্থ এই নয় যে, স্থানীয়রা মরক্কো সংস্কৃতি নিয়ে বেশি অবহিত।

অবশ্য, এই দুই ক্ষেত্রের "অপ্রত্যাশিত অনুভূতি" এক নয়। পশ্চিমা বা ঔপনিবেশিক নৃতাত্ত্বিকের ক্ষেত্রে পার্থক্যটা সত্তাতাত্ত্বিকড়্যার মূল কারণ ঔপনিবেশিক আদর্শের প্রতি একপ্রকার অনুরাগ/ঘোর এবং উপনিবেশিতদের "বর্বর", "আদিম", "অনুন্নত" ইত্যাদি হিসেবে কল্পনা করা। অপরদিকে, স্থানীয় গবেষকেদের জন্য পার্থক্যটা জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্য যৌক্তিক সহনীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তৈরির আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত।

"ডোক্সা বা সামাজিক সত্য ও প্রাথমিক প্রমাণ" থেকে বাচাঁর জন্য স্থানীয় নৃতাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা আলফ্রেড শুজের "পরিচিতের অপরিচিত রূপ" ধারণা দ্বারস্থ হন। স্থানীয় ও ঔপনিবেশিক নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে এই প্রতিফলনশীল দৃষ্টিভঙ্গি তাদের গবেষণার বিষয়বস্তু অর্থাৎ সম্প্রদায়ের প্রতি একটি ইতিবাচক জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিন্নতা তৈরি করে, যা ঔপনিবেশিক সাহিত্যের বিপরীতে অবস্থান নেয়। ফলে, যতক্ষণ না পর্যন্ত ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশিতদের মধ্যকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক অনুসন্ধানে মরকো সমাজের বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্ব পুর্নগঠনের কাজ চলতে থাকে, ততক্ষণ উভয় সাহিত্যের ভেতরে ফাঁক-ফোকর থেকেই যায় ।

> একটি পাশ্চাত্য বিমুখ দৃষ্টিভঙ্গির সমাজবিজ্ঞানের জন্য

ঔপনিবেশিক চিন্তাধারার সাথে জ্ঞানতাত্ত্বিক বিচ্ছেদ সত্ত্বেও এর প্রতি একটি ইতিবাচক ভিন্নতা বজায় রেখে, মরক্কোর সমাজবিজ্ঞান সাধারণ সমাজবিজ্ঞানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। মরক্কোর সমাজবিজ্ঞান সাধারণ সমাজবিজ্ঞানের মতোই নোমোথেটিক অর্থাৎ সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠাকারী বিজ্ঞান হিসেবেই থেকে গেছে যা সামাজিক জীবন সম্পর্কিত সাধারণ ধারণাসমূহ এবং নিয়মাবলি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। কিন্তু কোন অর্থে এটি কেবল পশ্চিমা বিমুখ জ্ঞান উৎপাদনের মাধ্যমে মুক্তি পেতে সক্ষম হবে?

ঔপনিবেশিকতা থেকে ডিকলোনাইজেশন বা উপনিবেশমুক্তকরণ প্রক্রিয়াটি সমাজবিজ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গির নাগরিক বান্ধব 'বিশ্ব পরিবর্তন এবং নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিকোণ' ধারণাদ্বয়ের মাধ্যমে কার্যকারিতা পেয়েছে। 'আমাদের দ্বারা কল্পিত আমরা সামাজিক' ধারণাটির গঠন এবং এরই ধারাবাহিকতায় মরক্কো সমাজের সমাজবিজ্ঞানের মুক্তি, পদ্ধতিগত এবং তাত্ত্বিক কিংবা গভীর সত্তা তত্ত্বীয় এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক আত্ম প্রতিফলন ব্যতিরেকে অর্জন কখনোই সম্ভবপর ছিল না ।

তবে, জ্ঞানের পাশ্চাত্যবিমুখকরণের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা স্থানীয় সমাজবিজ্ঞান ও সাধারণ সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে প্রশ্নবিদ্ধ করে, যেটি মূলত পশ্চিমাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং স্থানীয়দের উপর বৈশ্বিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রতিফলন ঘটায় ।

প্রকৃতপক্ষে, পাশ্চাত্যবিমুখকরণের সংকটগুলো এটা বোঝায় যে মরক্কোর সমাজবিজ্ঞান বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর মতোই অবশ্যই একটি ভিন্নধর্মী, অ-পাশ্চাত্য ও আধিপত্যবাদ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করতে হবে। সমাজবিজ্ঞানকে পাশ্চাত্যবিমুখ করা মানে শুধু উপনিবেশিত হওয়া থেকে রেহাই পাওয়া নয়, বরং আধিপত্য ও অধীনস্তের সমাপ্তি ঘটানো ।

প্রভাবশালী বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের বিকল্প হিসেবে সামাজিকতার বহুমাত্রিকতাই কেবল নতুন, বিশ্বাসযোগ্য, সহনীয় জ্ঞান উৎপাদন করতে পারে। মরক্কোর গবেষণাধমী খাত উর্বর থাকলে, এটির ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সমাজ-সাংস্কৃতি স্বকীয়তাকে কাজে লাগিয়ে একটি স্থানীয় সমাজবিজ্ঞান গঠন করা সম্ভব, যা তাকে বিজাতীকরণে সহায়তা করবে এবং এমন একটি স্থানীয় জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে, যা পাশ্চাত্য আধিপত্যের বিপরীতে অবস্থান করবে। তবে, এর অর্থ বিচ্ছিন্নতা নয়; বরং স্থানীয় ও বৈশ্বিক জ্ঞানের সমন্বয়ে একটি আন্তঃজ্ঞান গড়ে তোলা, এবং এমন একটি সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা, যা এই দুটি স্তরের মধ্যে নতুন সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে পারে।

পরিশেষে, সমাজবিজ্ঞানের জন্ম কেবল এর পথিকৃৎদের কালেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সময়ে সময়ে সমাজের বিকাশের সাথে তাল মেলাতে এবং একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানতাত্ত্বিক বিতর্কের অবসান ঘটাতে পুনরুৎপাদন ও পুনরাবিষ্কৃত হয়, বিশেষ করে বৈশ্বিক দক্ষিণে। তাই, মরক্কো সমাজের সমাজবিজ্ঞান এর নিজস্ব সত্ত্বাকে বিনস্ত্য করা, ধারণা ও তত্ত্বগুলোর বিরাষ্ট্রীয়করণ, দৃষ্টিভঙ্গির অধিগ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক মানের সমাজবিজ্ঞান ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে এটি সার্বজনীন ও আন্তঃসভ্যতাগত জ্ঞান সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় নতুন অবদান রাখতে সক্ষম হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগ: কাওতার লবেদাউই <kawtar.lebdaoui@gmail.com>

অনুবাদ: মো. আব্দুর রশিদ, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

> উন্মুক্ততা ও অন্তর্ভুক্তির প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্র

ফার্নান্দা বেইগেল, কনিসেট এবং সেন্ট্রো দে এসতুদিওস দে সিরকুলাসিওন দেল কনোসিমিয়েন্তো, ন্যাসিওনাল দে কুও বিশ্ববিদ্যালয়, আর্জেন্টিনা

ছবির কৃতিত্ব: জাসেক কিতা, ২০১৮, আইস্টক থেকে।

২০২০ ও ২০২১ সালে, আমি ইউনেস্কোর পরামর্শদাতা কমিটির চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাই, যেখানে উন্মুক্ত বিজ্ঞানের উপর সুপারিশমালা তৈরির খসড়া প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। এই প্রকল্পটি নভেম্বর ২০২১ সালে ইউনেস্কোর ৪১তম সম্মেলনে অনুমোদিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী ৩০ জন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনার সময় আমরা উপলব্ধি করি যে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, একাডেমিক ও সামাজিক বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'উন্মুক্ততা'-র ধারণাটি অত্যন্ত জটিল।বৈজ্ঞানিক উন্মুক্ততার চ্যালেঞ্জগুলি বৈশ্বিক উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়, যা শুধুমাত্র ডিজিটাল অবকাঠামোর অসম উন্নয়নের কারণে নয়, বরং প্রতিটি অঞ্চলের ভেতরেও পশ্চিম থেকে পূর্বের মধ্যে এবং এমনকি প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত বৈচিত্র্যের ভিত্তিতেও পার্থক্য দেখা যায়।

উন্মুক্ত বিজ্ঞানের সর্বাধিক বিকশিত দিকটি ছিল বৈজ্ঞানিক প্রকাশনায় উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার। ইউনেস্কোর সুপারিশ প্রণয়নের সময় এ বিষয়টি সবচেয়ে সুসংগঠিত ছিল। কোভিড-১৯ মহামারির ফলে এ বিষয়ে জনসচেতনতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বুদাপেস্ট ওপেন অ্যাক্সেস ইনিশিয়েটিভ (বিওএআই)-এর দুই দশকের মূল্যায়ন নিয়ে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার একটি মহৎ অভিপ্রায় থেকে শুরু হলেও বাস্তবতায় তা বিভিন্ন জটিলতার সম্মুখীন হয়েছে। একাডেমিক প্রকাশনা খাতের সুপ্রতিষ্ঠিত স্বার্থ-বিশেষ করে উচ্চ-প্রভাবযুক্ত জার্নালগুলির (যেমন, যাদের প্রভাব স্কোর ১০-২০ এর বেশি) প্রকাশকরা-তাদের তহবিল কাঠামো পরিবর্তন করে হাইব্রিড মডেলে যেতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। যদিও সাবস্ক্রিপশন ফি ব্যয়বহুল, তবুও এসব জার্নালে নিবন্ধ জমা দেওয়ার হার বিপুলভাবে অব্যাহত রয়েছে, যা তাদের প্রকাশনা সক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশি।এদিকে, ওপেন অ্যাক্সেসে জন্ম নেওয়া স্নাতকোত্তর গবেষণা জার্নাল বা মেগা-জার্নালগুলোর আর্টিকেল প্রসেসিং চার্জ (এপিসি) ধারাবাহিকভাবে বাড়তে থাকায়, ওপেন অ্যাক্সেস আন্দোলনের সাফল্য ম্লান হতে শুরু করেছে। ফলে, অপেক্ষাকৃত কম খরচে জ্ঞান ভাগাভাগির যে প্রতিশ্রুতি ওপেন অ্যাক্সেস দিয়েছিল, তা আজ একটি চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে গেছে

এক্ষেত্রে, এই সমৃদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় অংশ নেওয়া সকল বিশেষজ্ঞের প্রধান উদ্বেগগুলোর মধ্যে একটি হলো-বৈজ্ঞানিক উন্মুক্ততাকে কীভাবে সম্প্রসারিত করা যায়, একই সঙ্গে বৈচিত্র্য ও আন্তঃসাংস্কৃতিকতা কীভাবে নিশ্চিত করা যায়।আমি সম্প্রতি বার্লিনে অনুষ্ঠিত এসটিআই সম্মেলনে যে ধারণাগত আলোচনা উপস্থাপন করেছি, তা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরব। এটি সেই মানচিত্রায়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে, যার মাধ্যমে আমি পরিমাপের চেষ্টা করেছি যে, আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও উন্মুক্ত বিজ্ঞানের দিকে কতটা এগিয়ে যাচ্ছি, নাকি বহিষ্কারের প্রবণতাই জয়ী হচ্ছে।

> অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্মুক্ততা ও একচেটিয়া বদ্ধতার মধ্যে টানাপোড়েন

উন্মুক্ত বিজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার বিভিন্ন পথ রয়েছে, যা বৈশ্বিক পরিসরে পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বপূর্ণ অবস্থায় সহাবস্থান করছে। এই টানাপোড়েন শুধু উন্মুক্ততা ও বদ্ধতার মাত্রার উপর নির্ভর করে না, বরং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও একচেটিয়ামূলক অবস্থানের মধ্যকার বৈপরীত্যের সঙ্গেও জড়িত। চিত্র ১-এ এই দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রের বিভিন্ন সংমিশ্রণ দেখানো হয়েছে, যা বোর্দিয়ুর ক্ষেত্রতত্ত্বের কাঠামোর মতো সাজানো। ডানদিকে উন্মুক্ততার বৈশিষ্ট্যগুলি দৃশ্যমান, আর বামদিকে রয়েছে বদ্ধতার উপাদান। তবে উল্লম্ব অক্ষে সংযুক্ত করে কেন্দ্র থেকে বিশ্লেষণ করলে চারটি চতুর্ভুজ পরিলক্ষিত হয়।উপরের দুটি চতুর্ভুজে একচেটিয়ামূলক কাঠামো বিদ্যমান, যা মূলত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা বৈশ্বিক একাডেমিক ব্যবস্থার প্রচলিত অসমতার দ্বারা চালিত। অন্যদিকে, নিচের

>>

চতুর্ভুজগুলোতে উচ্চ মাত্রার অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তবে, সার্বভৌমত্বের বিষয় বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার জন্য উন্মুক্ততার কিছু সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান।

অন্তর্ভুক্তি এবং উন্মুক্ততার অক্ষ

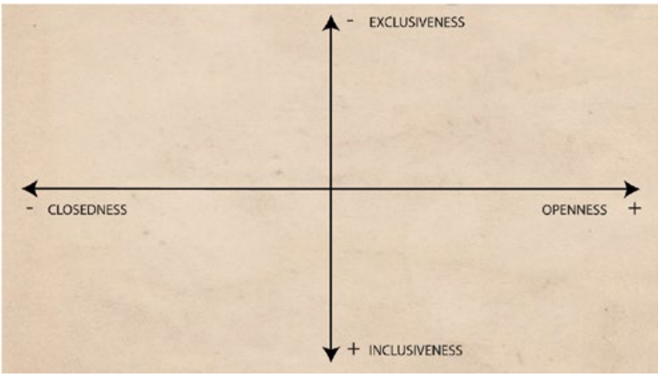

চিত্র ১

চতুর্ভুজ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রটি বিপরীত মেরুর ভিত্তিতে সংগঠিত হয়েছে। প্রথমত, একচেটিয়া-বদ্ধ অবস্থানটি বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রকাশকদের দ্বারা পরিচালিত, যারা স্কোপাস-ক্লারিভেট প্রকাশনা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বৈশ্বিক একাডেমিক পরিবেশে আধিপত্য বিস্তার করছে। বৈজ্ঞানিক পরিষেবার ক্রমবর্ধমান একীভবন এবং একাডেমিক সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতার একটি বড় অংশ এখনো তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকায়, বৈশ্বিক গবেষণা মূল্যায়নের কাঠামোতে তারা মুখ্য প্রভাবশালী শক্তি হয়ে উঠেছে। এর ফলে, উচ্চ-প্রভাবসম্পন্ন জার্নালের বাইরের গবেষণাগুলো ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে, বিশেষত ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত গবেষণা এবং গ্রন্থতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়ছে।অন্তর্ভুক্তির পরিবর্তে, এই বাণিজ্যিক প্রকাশকরা এমন বিশেষায়িত পণ্য ও পরিষেবা প্রদান করে যা বৈশ্বিক উৎকর্ষতার মানদণ্ডে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে, যা নিজেই স্বল্পসংখ্যক ও ব্যতিক্রমী হওয়ার মাধ্যমে একচেটিয়াত্বকে আরও জোরদার করে। বিপরীত দিকে, উপরের ডানদিকের চতুর্ভুজটি উন্মুক্ততার প্রধান শর্ত অনুযায়ী সংগঠিত হয়েছে, যেখানে আন্তঃসংযোগযোগ্যতা এবং ন্যায্য নীতিগুলো-যেমন সন্ধানযোগ্যতা, প্রবেশযোগ্যতা, আন্তঃসংযোগযোগ্যতা এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্যতা-মৌলিক ভূমিকা পালন করে।তবে, এই কাঠামো উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করলেও, "টাকার বিনিময়ে প্রবন্ধের অবাধ ব্যবহার" প্রকাশনা মডেলের কারণে এটি গভীর বহিষ্কারের শিকার হয়েছে। এই মডেলের আওতায় প্রকাশন ব্যয়ের পুরো চাপ গবেষকদের উপর বর্তায়, বিশেষ করে যেসব প্রতিষ্ঠান "গ্রন্থাগারের মাধ্যমে বাৎসরিক চাঁদার বিনিময়ে প্রবন্ধ ব্যবহার" চুক্তি বহন করতে অক্ষম, তাদের গবেষকরা এই ব্যবস্থার দ্বারা বৈষম্যের শিকার হন।

অন্তর্ভুক্তি এবং উন্মুক্ততার ক্ষেত্র

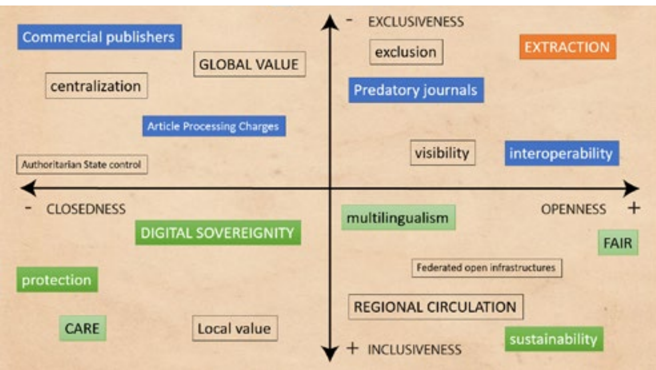

চিত্র ২

চিত্র ১ এবং ২-এর ডানদিকের নিচের চতুর্ভুজে উপস্থাপিত অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্মুক্ততা একচেটিয়া-বদ্ধতার বিপরীতে অবস্থান করছে। ওপেন অ্যাক্সেসের এই পথের মূল চালিকাশক্তি ছিল আঞ্চলিক প্রকাশনা প্ল্যাটফর্ম ও পোর্টাল, যেমন ল্যাটিনডেক্স, সাইলো, রেডালিক, বিবলাত এবং আজোল, যা বিভিন্ন ভাষায় উচ্চমানের জার্নালের জন্য নির্দিষ্ট শর্ত প্রতিষ্ঠা করেছে। তবে একাডেমিক বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণিবিন্যাস এই জার্নালগুলোর মূল্যায়নে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব দেয়, যার ফলে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্মুক্ত বিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিসরে সীমাবদ্ধ থেকে যায় এবং দৃশ্যমানতা কম থাকে।তবুও, এটি আন্তসাংস্কৃতিকতা সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞানের প্রতি মানবাধিকারের প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচিত হয়।

বামদিকের নিচের চতুর্ভুজে অন্তর্ভুক্তিমূলক বদ্ধতা প্রতিফলিত হয়, যেখানে জ্ঞানপ্রবাহ সীমিত এবং মূলত স্থানীয়ভাবে মূল্যায়িত হয়। এখানে আমরা এমন বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা দেখতে পাই, যা ইনডেক্সকৃত নয়, পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যবস্থাপনার নানাবিধ উদ্যোগ এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের বিকাশ, যেগুলোতে স্থায়ী শনাক্তকারী নেই।ইউনেস্কোর ওপেন সায়েন্স উপদেষ্টা কমিটির আলোচনায় উন্মুক্ততার ঝুঁকিগুলো নিয়ে আলোচনা হয়, বিশেষত সাবঅল্টার্ন সম্প্রদায়, আদিবাসী জ্ঞান, এবং ক্ষমতার অসম সম্পর্কের মধ্যে থাকা বৈজ্ঞানিক তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। আলোচনায় মূল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল-যা সম্ভব তা উন্মুক্ত রাখা এবং যা প্রয়োজন তা সংরক্ষিত রাখা। তবে, এটি শুধু সুরক্ষার জন্য নয়, বরং আদিবাসী সম্প্রদায়ের জ্ঞান সংরক্ষণের অধিকার এবং তাদের স্বায়ত্তশাসনের প্রতি সম্মান জানানোর জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।এই টানাপোড়েনের মধ্য থেকেই কেয়ার নীতিমালার জন্ম হয়, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্মুক্ততার দিকে উত্তরণের জন্য প্রধান দিকনির্দেশনাগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত হয়। কেয়ার নীতিগুলো হলো: সমষ্টিগত উপকারিতা, নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব, দায়িত্ব, এবং নৈতিকতা।

বদ্ধতা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে সামাজিকভাবে অধস্ড়্ন গোষ্ঠীগুলোর সুরক্ষার জন্য বা সম্ভাব্যভাবে নিষ্কাশনযোগ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য রক্ষার স্বার্থে এবং ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যবহার করা যেতে পারে। গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে, সরকার নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য ও তথ্যভিত্তিক অর্থনীতিতে ব্যবসায়িক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সুরক্ষা প্রদান করতে পারে। তবে, স্বৈরাচারী শাসনে এই ধারণাটি একাডেমিক স্বাধীনতা সীমিত করার এবং নাগরিকদের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অন্তর্ভুক্তিমূলক ওপেন সায়েন্সের বিকাশ নিয়ে বিদ্যমান টানাপোড়েন কেবল জাতীয় ওপেন সায়েন্স নীতিমালা, অসম উপকরণগত সম্পদ বা বাণিজ্যিক স্বার্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর সংহতকরণ সংক্রান্ত বৈশ্বিক বিতর্কে তথ্য শাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেন্দ্রীভূত ওপেন অবকাঠামোর সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে গভীর বিতর্ক চলছে, তবে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গণতান্ত্রিক পথ ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে ঐক্য অবকাঠামোর ধারণা থেকে।

> অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বহিষ্করণমূলক গতিশীলতার অংশীজনরা

অন্তর্ভুক্তিমূলক মুক্ততার পথে অগ্রসর হতে হলে দুটি কাঠামোগত বাধা অতিক্রম করতে হবে-একটি উপাদানগত সম্পদের ওপর নির্ভরশীল এবং অন্যটি বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে বিদ্যমান প্রতীকী মূলধনের ওপর নির্ভরশীল। প্রথম বাধাটি ডিজিটাল বিভাজন দ্বারা সৃষ্ট বৈশ্বিক অসমতা এবং উন্মুক্ততার কারণে অ-প্রভাবশালী গবেষণা সম্প্রদায়ের জন্য সৃষ্ট নিষ্কাশনের ঝুঁকির সঙ্গে সম্পর্কিত, যাদের দৃশ্যমানতা ও স্বীকৃতির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব রয়েছে। দ্বিতীয় বাধাটি উদ্ভূত হয়েছে বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা ও তথ্যের বাণিজ্যিকীকরণ এবং অ-বাণিজ্যিকীকরণের ক্রমবর্ধমান লড়াই থেকে। এই সংঘাত কেবলমাত্র টাকার বিনিময়ে বনাম মূল্যে প্রবন্ধের অবাধ ব্যবহার

>>

প্রথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি ও বৈষম্যের কাঠামো মূলত বাণিজ্যিক প্রকাশকদের নকশাকৃত উৎকর্ষতার ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে। সুতরাং, বাস্তব পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা শেষ পর্যন্ত বহু-কারণভিত্তিক বৈষম্যগুলোর মোকাবিলার ওপর নির্ভরশীল।

লাতিন আমেরিকা একটি বিকল্প ওপেন অ্যাক্সেস প্রকাশনা চক্রের প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে "টাকার বিনিময়ে প্রবন্ধের অবাধ ব্যবহার" জার্নালগুলো সম্প্রদায়-নিয়ন্ত্রিত এবং বিজ্ঞানের সাধারণ কল্যাণ হিসেবে প্রচারের নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। তবে, প্রধানধারা চক্রটি এখনও আন্তর্জাতিক গবেষকদের বিশ্বাসের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, যেখানে উচ্চ-প্রভাবসম্পন্ন জার্নালগুলোর পারফরমেটিভ প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এর ফলে, স্বীকৃতি হারানোর ঝুঁকিতে গবেষকদের প্রচলিত প্রকাশনা চক্র পরিবর্তনের প্রবণতা কম থাকে। সাইলো, রেডালিক এবং ল্যাটিনডেক্স তাদের দৃশ্যমানতা ও প্রভাব বৃদ্ধি করতে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং সরকারী সংস্থা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এই আঞ্চলিক প্রকাশনা চক্রকে সমর্থন করে। তবে, একই সংস্থাগুলো কর্তৃক সংজ্ঞায়িত একাডেমিক মূল্যায়ন এই জার্নালগুলোকে অবমূল্যায়ন করে, যা একটি বিচ্ছিন্নতার রূপ তৈরি করে, যা এখনো সমাধান-হীন রয়ে গেছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈশিষ্ট্যগুলোর সামনে শক্তিশালী বর্জনমূলক শক্তিগুলো প্রতিনিয়ত বাধা সৃষ্টি করছে, যা মূলত অলিগোপলি বাণিজ্যিক অংশীদারদের দ্বারা পরিচালিত হয়। তারা লাভজনক সম্পদ কেন্দ্রীভূত করতে এবং অবরুদ্ধ ইকোসিস্টেমের অধীনে অবকাঠামোকে কেন্দ্রীভূত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। *চিত্র ৩-এ উপরের বাম চতুর্ভুজে এ ধরনের কিছু প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে, উপরের ডান কোয়াড্রান্টে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত অবকাঠামো, যা ফেয়ার নীতিমালা অনুসরণ করে, যেমন- ওপেন অ্যালেক্স দৃশ্যমানতা নিশ্চিত করে। তবে, অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে এই ধরনের প্ল্যাটফর্মগুলো সীমিত হয়ে পড়ে, কারণ তারা পারসিস্টেন্ট আইডেন্টিফায়ার, যেমন ডই, অর্কিড বা অন্যান্য চিহ্নিতকরণের প্রাপ্যতার ওপর নির্ভরশীল।

এই বিতর্কিত ক্ষেত্রের নিম্ন চতুর্ভুজগুলোতে আমরা দেখতে পাই যে অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈশিষ্ট্য মূলত বহুভাষিকতা ও বিজ্ঞানের আন্তঃসাংস্কৃতিকতার সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। তবে, কিছু অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকাশনা প্ল্যাটফর্মের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, বিশেষ করে তাদের পরিষেবায় সূচীকৃত নথিসমূহের *মেটাডাটা প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে। স্থায়ী শনাক্তকারীর অভাবও এসব উচ্চ-মানের সূচীকৃত প্রকাশনার দৃশ্যমানতা কমিয়ে দেয়। স্বায়ত্তশাসিত শাসনব্যবস্থা কখনো কখনো সম্পূর্ণ উন্মুক্ততার সঙ্গে দ্বন্দ্ব তৈরি করতে পারে, বিশেষ করে যখন আমরা কেয়ার নীতিমালা অনুসারে সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত হতে চাই, যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উচ্চ অন্তর্ভুক্ত ও আদিবাসী জ্ঞানের সুরক্ষ নিশ্চিত করে। অন্যদিকে, *ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট মাত্রার সীমাবদ্ধতা থাকা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠতে পারে।

বিবাদিত ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক অংশীদার ও তাদের কার্যক্রমের অবস্থান নির্ধারণ

চিত্র ৩

ডান নিম্ন চতুর্ভুজ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্মুক্ততার সর্বোত্তম উদাহরণগুলোর সমাহার ঘটায়। লাতিন আমেরিকার প্রকাশনা প্ল্যাটফর্ম ও রেপোজিটরিগুলো একটি ন্যায়সঙ্গত গবেষণা ব্যবস্থার পথে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তাদের মূল শক্তি সরকারি অবকাঠামোতে করা সরকারি বিনিয়োগের ওপর নির্ভর করে, যেখানে বিজ্ঞানকে একটি সাধারণ সম্পদ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার ব্যাপারে একটি সাধারণ ঐক্যমত্য রয়েছে। এই অঞ্চলটি বৈচিত্র্যময়, যেখানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক নীতি ও বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যবস্থাপনার শাসন কাঠামো বিদ্যমান, যা একটি অলাভজনক প্রকাশনা পরিবেশে সহাবস্থান করে। এলএ রেফারেন্সিয় -এর মতো সংযুক্ত অবকাঠামোগত অভিজ্ঞতা এবং স্থানীয় প্রযুক্তির সমন্বয়ে এই অঞ্চলটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্মুক্ত বিজ্ঞানের একটি ন্যায়সংগত রূপান্তরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই ধারণাগত ও বাস্তব সমস্যাগুলো সেই সময়ে উত্থিত হচ্ছে, যখন মেগা-জার্নালের সম্প্রসারণ এবং দ্রুত পিয়ার রিভিউ প্রক্রিয়ার প্রতিশ্রুতি এক গভীর পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, যা একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাগত সম্প্রদায় এবং একটি জার্নালের নির্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যকার প্রচলিত সম্পর্ককে অস্পষ্ট করে দিচ্ছে। সম্পাদকীয় ব্যবস্থাপনার একরূপীকরণ ও স্বয়ংক্রিয়করণ ক্রমশ সম্পাদকদের একাডেমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। বাণিজ্যিক ওপেন-অ্যাকসেসের ব্যাপক প্রভাব এক ধরনের বৈধতার সংকট সৃষ্টি করতে পারে-যদিও এই চ্যালেঞ্জের মধ্যেই এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি ,গবেষণা মূল্যায়ন ব্যবস্থায় প্রসঙ্গভিত্তিক ও অবস্থানভিত্তিক সংস্কারের মাধ্যমে গুণমানচ্ধারণার গভীর সমালোচনা ছাড়া মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্মুক্ততার সন্ধান করতে হলে গবেষণার গুণগত মানের নতুন সংজ্ঞা প্রয়োজন, যা বহুভাষিক ও আন্তঃসাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিজ্ঞানের এক অভিন্ন সাধারণ মঙ্গল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সরাসরি যোগাযোগঃ ফার্নান্দা বেইগেল <fernandabeigel@gmail.com>

অনুবাদঃ
আলমগীর কবির, স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী, অর্থনীতি অনুষদ,
প্রিন্স অব শংক্লা ইউনিভার্সিটি, থাইল্যান্ড।

> উন্মুক্ত বিজ্ঞানের দ্বান্দ্বিকতা:

ইউনেস্কোর সুপারিশের তিন বছর পর

ইউনজুং শিন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ইনস্টিটিউট, দক্ষিণ কোরিয়া, এবং **জে-মান শিম**, কোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ কোরিয়া

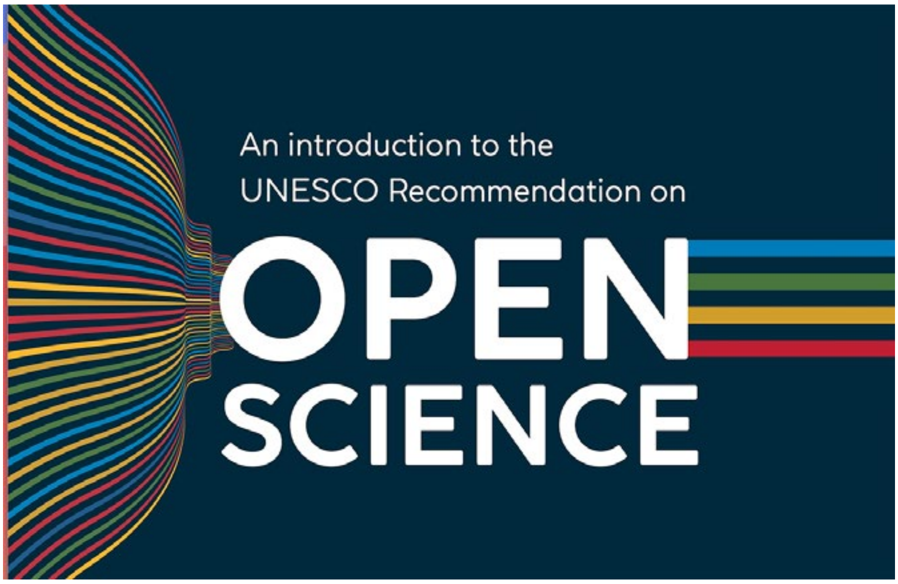

ক্রেডিট: ইউনেস্কো, ২০২২

> 'উন্মুক্ত বিজ্ঞান' এবং মার্টোনিয়ান আদর্শ

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট মার্টন, যাঁকে বলা যেতে পারে যে তিনি আদর্শ বিজ্ঞান অনুশীলন এবং যোগাযোগের জন্য তাঁর নিয়মগুলোর মাধ্যমে একটি বিজ্ঞান স্থাপন করেছিলেন, এখন যাকে 'উন্মুক্ত বিজ্ঞান' বলা হয়। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, বিজ্ঞান যা প্রকাশ করে (বস্তুনিষ্ঠতা) এবং গঠন করে (মুক্ত প্রবেশাধিকার) তা সর্বজনীন হওয়া উচিত। সার্বজনীনতার এই মার্টোনিয়ান আদর্শের মাধ্যমে, বিজ্ঞান সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র বিজ্ঞানীদের পরিচয়, আঞ্চলিক পার্থক্য এবং সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নির্বিশেষে সম্মিলিতভাবে আবিষ্কৃত তথ্যগুলো প্রকাশ্যে আলোচনা ও যাচাই করে সর্বজনীন জ্ঞান অনুসরণ করতে উৎসাহিত করা হয়। মুক্ত বিজ্ঞানের যে ব্যবহারিক নিয়মগুলো মার্টনের ধারণাগত সূচনার পর থেকে কয়েক দশক ধরে বিশ্ব বিজ্ঞান সম্প্রদায়ের মধ্যে কল্পনা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, তা তাঁর নির্দেশমূলক নিয়ম থেকে অনেকটাই আলাদা বলে মনে হয়।

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে গবেষকরা বিজ্ঞান সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বদা তীব্রতর বাণিজ্যিকীকরণ এবং সমবয়সী প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। অবশেষে, এই প্রবণতা পৃথক গবেষকদের অন্যদের চেয়ে বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সহকর্মীদের সাথে তাদের চিন্তাভাবনা এবং আবিষ্কারগুলো ভাগ করে নিতে উত্সাহিত করেছিল। অন্যদিকে, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট সংযোগের উন্নতির ফলে গবেষণা উপকরণ এবং বৈজ্ঞানিক প্রকাশনাগুলো জনসাধারণের জন্য উপলব্ধ করা সম্ভব হয়েছে এবং উপযুক্ত পক্ষগুলোর কাছে আরও দ্রুত ও কার্যকরভাবে অধিগত হয়েছে। কার্ল পোলানাইয়ের প্রস্তাবিত দ্বৈত আন্দোলনের ফলে স্বতন্ত্র বিজ্ঞানী এবং স্থানীয়, জাতীয় এবং আঞ্চলিক বিজ্ঞান সম্প্রদায়গুলো ব্যবহারিক উন্মুক্ত বিজ্ঞানের নিয়মের বিভিন্ন আনুসঙ্গিক অংশসমূহ প্রত্যক্ষ করছে। যদিও মার্টনের মুক্ত বিজ্ঞানের আদর্শ বেঁচে আছে, তবে মুক্ত বিজ্ঞানের বাস্তবতা হল বৈচিত্র্যময় ধারণা একইসাথে অনুশীলনে ভরা প্রতিযোগিতা এবং নির্মাণের একটি বহুমুখী দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া।

উন্মুক্ত বিজ্ঞানের এই বহু-স্তরযুক্ত দ্বান্দ্বিকতা সমাধানের উপায় হিসেবে ইউনেস্কো তার ১৯৩ টি সদস্যের মধ্যে বৈশ্বিক সংলাপ শুরু করার জন্য তার সমন্বয়কারী শক্তিকে একত্রিত করে, যা ২০২১ সালে উন্মুক্ত বিজ্ঞানের উপর সুপারিশ প্রকাশের মাধ্যমে চূড়ান্ত হয়। একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা হিসাবে সুপারিশটি যথাযথভাবে সার্বজনীনতা এবং স্থানীয়/আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে সমর্থন করে। একদিকে, এটি নিশ্চিত করে যে উন্মুক্ত বিজ্ঞান এবং এর সর্বজনীন নীতিগুলো, যা বিজ্ঞানকে সম্ভব করেছে, তা যেন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হয়। এটি বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই উন্মুক্ত বিজ্ঞানকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সমন্বিত আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার আহ্বান জানিয়েছে। অন্যদিকে, ইউনেস্কোর সুপারিশ উন্মুক্ত বিজ্ঞান বাস্তবায়নের সময় অনিবার্য

>>

বৈচিত্র্যকে স্পষ্ট করে এবং বহুসংস্কৃতির এবং বহুভাষিক জ্ঞান ব্যবস্থার প্রচার করে । মার্টনীয় সার্বজনীনতা মেনে চলা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য একটি বিষয়। আবার যখন সার্বজনীনতা প্রচারের কথা আসে, তখন বিশ্বজুড়ে স্থানী-য়তা এবং বৈচিত্র্যের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সমর্থন করা অন্য একটি বিষয়।

> দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন

ইউনেস্কোর সুপারিশ গৃহীত হওয়ার তিন বছর হয়ে গেছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় (আনুষ্ঠানিকভাবে কোরিয়া প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত) উন্মুক্ত বিজ্ঞানের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো আরও স্পষ্ট করার জন্য এই সময়ে নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলো নেওয়া হয়েছিল। এই মুহূর্তে, দক্ষিণ কোরিয়ায় এমন একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ কাঠামোর অভাব রয়েছে যা একটি সমন্বিত জাতীয় উন্মুক্ত বিজ্ঞান নীতি বা পরিকল্পনা তৈরি করেছে এমন দেশগুলোর বিপরীতে উন্মুক্ত বিজ্ঞান অনুশীলনের প্রতিটি দিককে সম্বোধন করে। যাইহোক, গত দশকে উন্মুক্ত বিজ্ঞানের জন্য বৈশ্বিক সভায় আলোচ্য বিষয়সূচি নির্ধারণ প্রক্রিয়া ছাড়াও কমপক্ষে চারটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হয়েছে।

প্রথমত, সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ফলাফলগুলোতে প্রবেশাধিকার এবং ব্যবহার উন্নত করতে, সরকারি তহবিল সংস্থাগুলো সরকারি নীতির পদক্ষেপগুলোকে উৎসাহিত করেছে। এর পিছনে মূল যুক্তি হল যে, সরকা-রি বিনিয়োগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের উপকার হওয়া উচিত। জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি অবস্থার মোকাবিলা এবং জনসাধারণের পণ্য সুরক্ষার জন্য গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়ের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সক্রিয় প্রচেষ্টা কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে বিশেষভাবে ত্বরান্বিত হয়েছে। সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ফলাফলের জন্য, জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নীতি এখনও কার্যকর রয়েছে যদিও শর্তহীন কোভিড-১৯ তথ্য ভাগ করে নেওয়ায় আর অনুশীলন করা হয় না।

দ্বিতীয়ত, তথ্য-চালিত বা এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)-সমর্থিত গবেষণার উত্থান, গবেষণার তথ্য পরিচালনা এবং ভাগ করে নেওয়া সহজ করে তুলেছে। এআই প্রযুক্তির জন্য তথ্য এবং সম্পদ সরকারী সংস্থা, বেসরকারী ব্যবসা এবং কোরিয়ান সরকার দ্বারা বিনিয়োগ করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই, জাতিগত তথ্য প্রচারের মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে যা সমস্ত বৈজ্ঞানিক শাখার জন্য পরিষেবা প্রদান করে। উপরন্তু, ক্ষেত্র-নির্দিষ্ট তথ্য কেন্দ্রের সংখ্যা (জৈব গবেষণা, উপকরণ বিজ্ঞান, বাস্তুসংস্থান, ভূবিজ্ঞান, উচ্চ-শক্তি পদার্থবিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য গবেষণা ইত্যাদির মতো ক্ষেত্রে) এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভান্ডারগুলো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা তাদের নিজ নিজ শাখা বা প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম ও মান প্রতিষ্ঠা করেছে।

তৃতীয়ত, গ্রন্থাগার এবং অধ্যয়ন বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলো ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তিত এবং একইসাথে বিশ্বব্যাপী উন্মুক্ত প্রকাশনার পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। বিশ্বব্যাপী এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় আরও গবেষকরা আন্তর্জাতিক মুক্ত-প্রবেশাধিকার জার্নালে তাদের কাজ প্রকাশ করায় দেশীয় গ্রন্থাগারগুলো পরিবর্তনের জন্য ক্রমবর্ধমান চাপের মধ্যে রয়েছে। তাদের বর্তমান আন্তর্জাতিক জার্নালে বাৎসরিক ফিগুলো পুনর্মূল্যায়ন করতে, উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার প্রকাশনা ফি এবং বিদ্যমান বাৎসরিক ফি ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির (যেমনঃ রূপান্তরকারী চুক্তি) দিকে নজর দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে। মুক্ত-প্রবেশাধিকার প্রকাশনার অগ্রগতির আরেকটি বাধা হল শিকারী জার্নাল এবং সম্মেলনের উপস্থিতি, যা নিঃসন্দেহে বাণিজ্যিক স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নিঃসন্দেহে, অধ্যয়ন বিষয়ক প্রকাশনা ক্ষেত্র পরিবর্তন হচ্ছে, যা অধ্যয়ন বিষয়ক সম্প্রদায়গুলোকে মানিয়ে নিতে বাধ্য করছে। যাইহোক, বিভিন্ন অধ্যয়ন বিষয়ক শাখা, শিল্প এবং ভৌগলিক অঞ্চলে বিভিন্ন তথ্য উপলব্ধ এবং এই রূপান্তর সম্পর্কিত বিভিন্ন ঝুঁকি রয়েছে, যা বিভিন্ন প্রকাশনা অনুশীলনের দিকে পরিচালিত করে।

চতুর্থত, স্থানীয় সম্প্রদায়, সাধারণ মানুষ এবং নাগরিক বিজ্ঞানীরা এখন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশগ্রহণকারী হয়ে উঠেছে। বাস্তুসংস্থান, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জনস্বাস্থ্য গবেষণায় তাদের সম্পৃক্ততা এবং অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উদীয়মান বিজ্ঞান কর্মকর্তাদের দ্বারা প্রবর্তিত নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং আগ্রহ জ্ঞান বিকাশের নতুন গতিপথের দিকে পরিচালিত করে। একই সময়ে, এই গতিপথগুলো অনিবার্যভাবে বৈচিত্র্যের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। স্থানীয় প্রেক্ষাপট থেকে বৃহত্তর দর্শকদের কাছে অন্তঃসত্ত্বা জ্ঞানকে সংহিতাবদ্ধ ও ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান স্থানীয় প্রেক্ষাপটে অন্তর্নিহিত এই জ্ঞান সংরক্ষণের প্রবণতাকে চ্যালেঞ্জ করছে। একইভাবে, গবেষণার উদ্দেশ্যে ব্যতিক্রম করার আহ্বানগুলো জরিপকারীদের স্বতন্ত্র পরিচয় রক্ষার জন্য দীর্ঘস্থায়ী নিয়মের বিরোধিতা করার মাধ্যমে প্রতিহত করা হচ্ছে।

> 'উন্মুক্ত বিজ্ঞানের দ্বান্দ্বিকতা

যে কোনও কিছু বাস্তব এবং বিদ্যমান হওয়ার জন্য, জ্ঞানের সমাজবিজ্ঞানের ঘটনাতাত্ত্বিক জ্ঞান পরামর্শ দেয় যে এটির একটি আদর্শ উপস্থাপনা থাকা উচিত এবং প্রায়শই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া জমাটবদ্ধ এবং বৈচিত্র্যের দ্বান্দ্বিকতায় নির্মিত হওয়া উচিত। একই চেতনায়, এই নিবন্ধে কোরিয়ান দ্বান্দ্বিক মুক্ত বিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি স্বতন্ত্র উন্নয়ন সংক্ষেপে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রতিটি বর্তমানে একটি বিচ্ছিন্ন আন্দোলন, যা নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে সীমাবদ্ধ। শুধুমাত্র ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষকরা আগামী বছরগুলোতে তাদের কী হবে তা দেখতে পারবেন। তারা যে পথ অনুসরণ করে তার উপর নির্ভর করে, রবার্ট মার্টনের মুক্ত বিজ্ঞানের আদর্শ দৃঢ় এবং বাস্তব হয়ে উঠবে। আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, উন্মুক্ত বিজ্ঞান এই সমস্ত বিবরণকে সম্বোধন করছে। আমরা কেবল দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলোর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় ক্ষেত্রেই উন্নয়নের দিকে নজর রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করছি। প্রতিটি দেশ থেকে মুক্ত বিজ্ঞানের গতিশীল দ্বান্দ্বিকতা প্রদানের জন্য একটি প্রয়োজনীয় সম্মেলনস্থান হবে ইউনেস্কোর আসন্ন জাতীয় প্রতিবেদন প্রক্রিয়া, যা ২০২৫ সালের জন্য নির্ধারিত হবে। অধিকন্তু, উন্মুক্ত বিজ্ঞানের নতুন বৈশ্বিক দ্বান্দ্বিকতা সম্পূর্ণরূপে বোঝার জন্য এবং আমরা যে বিশেষ চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হচ্ছি তা চি-হ্নিত করার জন্য, সেই দ্বান্দ্বিকতাগুলোর গভীর সামাজিক বিজ্ঞান অধ্যয়নের প্রয়োজন হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগ: ইউনজুং শিন <ejshin@stepi.re.kr>

অনুবাদ:
রুমা পারভীন, প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

> বিজ্ঞানের বাণিজ্যকীমুক্তকরণ: একটি অলীক স্বপ্ন?

আনা মারিয়া সেত্তো, ইউনিভার্সিদাদ নাসিওনাল অটোনোমো দে মেক্সিকো, মেক্সিকো

কৃতিত্ব: ফ্রিপিক থেকে ছবি ব্যবহার করে তৈরি ফটোমন্টেজ।

মিরোস্কি এবং সেন্টের মতে, বিজ্ঞানকে বাণিজ্যকীকরণ একটি জটিল ও বহুস্তরীয় প্রক্রিয়া, যাকে সহজভাবে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। এই অস্বস্তিজনক পরিস্থিতির প্রধান কারণ হচ্ছে, বিজ্ঞানের সংজ্ঞাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন, প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান ভান্ডার হিসেবে বিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করা যায়; এছাড়া বিজ্ঞানকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবেও বর্ণনা করা যায় বা বিজ্ঞানকে সেই প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যায়। অতএব, এই প্রবন্ধের শিরোনামে উল্লেখিত প্রশ্নটির বহুদিক রয়েছে এবং বিষয়টিকে বহুদিক থেকে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আলোচ্য প্রবন্ধে উপস্থাপিত দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে আংশিক এবং অসম্পূর্ণ, তবে এটি বাণিজ্যিকীকরণকে একটি প্রচলিত হুমকি হিসেবে দেখে।

> ঐতিহাসিক তথ্যকণিকা

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিজ্ঞানের নাম বা ধারণা আসারও বহু আগে বাণিজ্য জ্ঞান উৎপাদন,ব্যবহার এবং বন্টনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি ছিল। বিশেষ করে জলপথে যাতায়াত উপনিবেশবাদ বা জয়ের মাধ্যমে পাওয়া বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চলগুলো থেকে আহরিত জ্ঞান যা ইউরোপীয় ঘরনার বিজ্ঞানের উন্নয়নকে বোঝায়। তাদের জ্ঞান থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে। প্রাসঙ্গিকতা মুক্ত হলে এ জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এর অংশ হয়ে ওঠে এবং অর্থনৈতিক অর্জনের আরো বড় উৎস হয়ে উঠবে। শত বছর ধরে ইউরোপের অর্থনৈতিক শক্তির বৃদ্ধিতে ক্রান্তীয় দক্ষিণের মসলা, ভেষজ উদ্ভিদ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক পণ্য তাদের বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

>>

ইতিহাসের পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয়, শত বছর ধরে পৃথিবীব্যাপী জ্ঞান উৎপাদন এবং বিতরণ ঘটছে। একটি ব্যাখ্যামূলক উদাহরণ হলো জ্ঞানের সাথে যোগাযোগের সম্পর্ক, যেটি প্রতিষ্ঠা করেন একজন জিউইশ পর্তুগিজ চি-কিৎসক গার্সিয়া দা ওর্তা, যিনি এশিয়ান ফল এবং ভেষজ উদ্ভিদের ঔষধি কাজে ব্যবহারের উপর বিস্তারিত পরিসরে লেখালেখির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। যেটি প্রথম ১৫৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয়, আরব, পার্সিয়ান, তুরস্কের চিকিৎসকগণ এবং চীন, ইন্দোনেশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার অঞ্চলে ভ্রমণকারীদের সাথে গার্সিয়া দা ওর্তার যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল সেগুলো অনেক বৃহৎ একটি তথ্যের উৎস ছিল। কিন্তু গার্সিয়া ওর্তা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ভেষজ উদ্ভিদ ও মূল্যবান পাথর বিক্রি এবং সেগুলো ইউরোপে রপ্তানি করতেন। সবচেয়ে উপকারী প্রজাতিগুলোর চিকিৎসা বিষয়ক এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে তার ৫৯ চ্যাপ্টারের কঠিন এবং সুবিশাল কর্মটি সংক্ষিপ্ত আকারে ইউরোপে অনুবাদ এবং প্রচার করা হয়। উনিশ শতক থেকে তাকে "বিজ্ঞানের মহাপুরুষ" এবং "গ্রীষ্মমন্ডলীয় চিকিৎসার পথিকৃৎ" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা বিস্মিত হওয়ার নয়।

পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী থেকেই যেহেতু আবিষ্কার এবং দেশ দখলের অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল, বৈশ্বিক দক্ষিণ থেকে বৈশ্বিক উত্তরে জ্ঞানের ধারা এখনও প্রবাহমান। এই প্রক্রিয়া মূলত এ ধরনের জ্ঞানের মূল থেকে বিচ্ছিন করে বাণিজ্যিকরণকে উৎসাহিত করে।

> তহবিল ব্যবস্থার সৃষ্টি

জ্ঞান আদান-প্রদানের ঐতিহাসিক অপ্রতিসমতা এখনো আমাদের মধ্যে বিরাজমান। এই বিশ্বায়নের যুগে আমরা বৈশ্বিক উত্তর ও বৈশ্বিক দক্ষিণের সবাই বিভিন্ন মাত্রায় আধুনিক বিজ্ঞানে অবদান রাখছি। যা প্রতিষ্ঠিত ও জ্ঞান পিপাসুদের একটি বর্ধমান আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্বারা লালিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈধতাপ্রাপ্ত জ্ঞানের কাঠামো হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু অসম-তা এখনো বিদ্যমান: বৈশ্বিক দক্ষিণের বৈজ্ঞানিক অবদান গুলোর বাণিজ্যিক মূল্য কম এবং এগুলোর প্রতি বাজারে আগ্রহ খুব কম। অন্যদিকে, আমাদের নিজেদের দেশেও আমাদের এই বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পণ্যগুলো অর্থনৈতিক মূল্যমান তৈরিতে খুব কমই ব্যবহৃত হয়; এছাড়া বৈশ্বিক উত্তরের প্রতিনিধিদের দ্বারাও সেগুলো উপেক্ষিত।

সংক্ষেপে, আমাদের বিজ্ঞান এমন একটি ব্যবস্থার অধীন যা ক্ষমতা অর্থ এবং কোন বিজ্ঞানকে গুরুত্বপূর্ণ ধরা হবে মাপকাঠি দিয়ে গঠিত এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর টেইলরিস্ট দক্ষতার মডেলের দ্বারা অনুপ্রাণিত শিল্প ব্যবস্থাপনা নীতিগুলো দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। তাই বৈজ্ঞানিক পণ্যের বাণিজ্যিকরণ, বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা এবং এর প্রধান মানদন্ড 'ইমপেক্ট ফ্যাক্টর' এগুলো হলো এই বৈজ্ঞানিক কাজের শিল্পায়নের স্বাভাবিক প্রভাবসমূহ।

আমরা স্মরণ করতে চাই, যখন বেসরকারি কোম্পানিগুলো শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জার্নাল ভিত্তিক প্রকাশনার দায়িত্ব কাঁধে নিল, তখন থেকে বাণিজ্যিক প্রকাশনা বিস্তার ঘটেছে, অথচ যেগুলো গত শতকের প্রথমার্ধের নেতৃত্ব স্থানীয় প্রকাশক ছিল। এই শিক্ষিত সম্প্রদায় বাণিজ্যিক প্রকাশকদের হাতে সম্পাদকীয় এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বটি তুলে দিয়ে বিনিময়ে মাঝেমাঝে কিছু পারিশ্রমিক বুঝে নেয়। প্রকাশকরা যখন দেখল, এই সুযোগটি যে বাজার মূল্য সেটি দিয়ে একটি লাভজনক বাণিজ্যিক মডেল, রবার্ট ম্যাক্সওয়েলের ভাষায় যা একটি 'স্থায়ী অর্থায়ন ব্যবস্থা' সেটি তৈরি করা সম্ভব। তখন তারা একটি উচ্চবিলাসী ব্যবস্থাকে নিয়ে আসলেন। একইভাবে গবেষকগণ শুধু বিষয়বস্তু, প্রাথমিক লেখনী পর্যবেক্ষণের নয় বরং সব রকম কাজও করবেন সম্পাদক হিসেবে এবং অন্য লেখকদের পান্ডুলিপিও পর্যালোচনা করবেন। এর আগে সমস্ত পান্ডুলিপির টাইপিং এবং ফরম্যাটিং করতে হতো, যা ইন্টারনেটের আগের যুগে 'সম্পূর্ণ প্রস্তুত' হিসেবে জমা দিতে হতো। কিন্তু এখন এটি জার্নাল প্ল্যাটফর্মে 'আপলোডের জন্য প্রস্তুত' হিসেবে জমা দেওয়া যায়। প্রকাশনা শিল্পের এর থেকে বেশি আর কি প্রত্যাশা থাকতে পারে?

> বর্তমান প্রেক্ষাপট

প্রকৃতপক্ষে আরো অনেক কিছু আসার কথা ছিল। গবেষণা তৈরীর বাণিজ্যিকীকরণের সাথে সাথে গ্রন্থবিবরণী প্রস্তুত এবং গুণগত গবেষণায় তথ্য ও প্রযুক্তিগত পরিষেবাগুলোর তৈরি হয়েছে। এবং সেগুলোকে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের "উত্তম পারফরম্যান্স" এর সূঁচক হিসেবে প্রচার করা হয়েছে। সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ অংশ থেকে এগুলো বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

যাহোক এই ব্যবসা ও উৎপাদনের দিকে ধাবিত ক্রমবর্ধমানতা বিজ্ঞানের মান এবং প্রাসঙ্গিকতা কে এখনো সমানতালে এগিয়ে পারেনি; এমনকি কিছু বিশেষজ্ঞরা এটাকে বিজ্ঞানের স্থবিরতা বলে মনে করেন। বিষয়টি বিশেষত: সত্য মৌলিক নতুন গবেষণার ক্ষেত্রে যেটার আধুনিক প্রযুক্তি তথা বিজ্ঞান ও এর বাইরেও যথার্থতা রয়েছে। এছাড়া গ্রন্থবিবরণী প্রস্তুত ও টাকার বিনিময়ে প্রবন্ধের অবাধ ব্যবহার দ্বারা সৃষ্ট বাজার, কয়েকটি বৃহৎ কোম্পানিকে একটি আন্তরাষ্ট্রীয় স্বল্প প্রতিযোগিতামূলক বাজার গঠনের সুযোগ করেছে যেটি সকল প্রকাশিত গবেষণা পত্রের ৭৫% নিয়ন্ত্রণ করে। এই কোম্পানিগুলো জাতীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে একটি বাণিজ্যিক চুক্তিতে একমত হয়েছে, যেখানে মুদ্রাস্ফীতির হার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেট অনুযায়ী সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে বছরের পর বছর মূল্যবৃদ্ধি পাচ্ছে। যা জনগণের অর্থব্যবস্থার উপর একটি অবধারিত চাপ ফেলে।

এটি অনুধাবন করা দরকার যে, এ বৃহৎ মুনাফাকামী প্রকাশনা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর উত্থান শুধু বিজ্ঞানের আধিপত্যবাদী ব্যবস্থার ব্যর্থতাই নয়, বরং এটি একটি বিকল্প ব্যবস্থা যা নিজেরাই শক্তিশালী করেছে তার আধিপত্য বজায় রাখার জন্য। যদি এর জন্য আমরা কাউকে দায়ী করতে চাই তাহলে আমাদের সেই বাজার-আধিপত্য ব্যবস্থার দিকে মনযোগ দেওয়া উচিত, যা প্রায় সকল মানবিক কর্মকাণ্ড বিশেষ করে সৃজনশীলতাকে প্রভাবিত ও ধ্বংস করেছে। তা না হলে, আমরা কীভাবে বুঝব যে, শিল্পের ক্ষেত্রে একজন তরুণ মার্কিন-চীনা উদ্যোক্তা ৬.২মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করে একটি 'শিল্পকর্ম' কিনেন, যেখানে একটি কলা দেওয়ালে আটকানো ছিল, এবং পরে সেটি প্রেস কনফারেন্সে খেয়ে ফেলে শুধুমাত্র 'ইতিহাস তৈরি' করার জন্য?

> জনপণ্য হিসেবে জ্ঞান

হার্ডট এবং নেগরি পুঁজিবাদের নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন যেসব সাধারণের সম্পদ পুরো মানবজাতির অধিকারভুক্ত, সেগুলো কীভাবে বাজার ও আর্থিক ব্যবস্থা দ্বারা বেষ্টিত। এ সাধারণ সম্পদ হলো বাতাস, পানি, ফল এবং যা কিছু প্রকৃতি আমাদেরকে সরবরাহ করে; এছাড়াও সামাজিক উৎপাদন হিসেবে জ্ঞান, ভাষা ও তথ্য এর মধ্যে রয়েছে। যেহেতু এই শেষোক্ত সম্পদগুলো সামাজিকভাবে প্রাপ্ত এজন্য সেগুলো আমাদের সবার অধিকারভুক্ত কিন্তু তবুও বেশিরভাগ জনগণই বাণিজ্যিকরণের কারণে এগুলো ব্যবহার করার অধিকার পায়না।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান একটি জনপণ্য যার বহুল অধিকার কখনোই কারো জন্য এর মূল্য কমায় না, বরং অন্যদিকে এটি আমাদের সমৃদ্ধ করে। মূলত এটি উচ্চমানের এবং বিশ্বাসযোগ্য হওয়া উচিত; যাতে বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম এবং এর পণ্যগুলির জন্য ব্যাপক জনসমর্থন অর্জিত হয় যদিও বাস্তবে আমরা এই আদর্শ বাস্তবায়ন থেকে বেশ দূরত্বে অবস্থান করছি।

>>

যখন জনগণের সম্পদের ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হয়, এলিনর অস্ট্রোম প্রাকৃতিক এবং অবস্তুগত সম্পদের যেমন জ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। উভয় ক্ষেত্রেই তার যুক্তিতে সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যক্তিদের সক্ষমতা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন চুক্তি ও নিয়ম গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের পরিচালনা করার ইচ্ছা ও সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে।

> মালিকানা বজায় রাখা ও প্রচারের নিয়ন্ত্রণে বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার অ-বাণিজ্যিকীকরণ

অস্ট্রোমের যুক্তিতে, অ্যাকাডেমিক সম্প্রদায়গুলোর নিজেদের ব্যবস্থাপনা করার সদিচ্ছা থাকা উচিত; বিশেষত জ্ঞান সম্পর্কিত প্রকাশনাগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করা। এক্ষেত্রে ল্যাটিন আমেরিকা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যেহেতু আমাদের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রকাশনাগুলো লাভজনক নয় বরং শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকাশ করে। জননীতি তৈরির জন্য যা প্রয়োজন তা হলো বাণিজ্যিক প্রকাশনীর পক্ষপাতিত্ব করার বিতর্কিত প্রক্রিয়া সংশোধন করা এবং আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান উৎপাদনকারী সম্প্রদায়গুলিকে যেগুলি দেশের জনসাধারণের সম্পদ দিয়ে অর্থায়িত সেগুলোকে প্রকাশনা কোম্পানিগুলোর একচেটিয়া বাজারের আহবানে সাড়া দিতে বাধ্য হওয়া থেকে রক্ষা করা।

বিনামূল্যে প্রবন্ধের ব্যবহার শব্দটি বৈশ্বিক উত্তরে প্রচলিত এবং বৈশ্বিক দক্ষিণে গৃহিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই ল্যাটিন আমেরিকার লেখক ও পাঠকদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রকাশনা প্রচলিত রয়েছে। এ পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে যে, অ্যাকাডেমিক জ্ঞান উৎপাদনের মালিকানা গবেষক ও প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতেই থাকে এবং তারা এটি কীভাবে ও কোন চ্যানেলের মাধ্যমে বিতরণ করবে তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যাতে জ্ঞান সবার জন্য সহজলভ্য হয়।

বিজ্ঞানকে বাণিজ্যিক প্রভাব থেকে মুক্ত করা কঠিন হতে পারে কারণ এর জন্য মানুষের চিন্তাভাবনায় বড় পরিবর্তন আনতে হবে বিশেষ করে বিজ্ঞানের সামাজিক মূল্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে। তবে গবেষণা প্রকাশনায় ক্ষেত্রটি বাণিজ্যকীকরণ থেকে মুক্ত করা তুলনামূলকভাবে সহজ, যদিও এর জন্য নীতি নির্ধারক ও বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের একসঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন। কিন্তু প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে সঠিক পথে এগোতে শুরু করেছে। যেমন লাভজনক বড় প্রকাশকদের সদস্য পদ বাতিল করা বা একাডেমিক মূল্যায়নের নিয়ম পরিবর্তন করা। তবে এটি কেবল শুরু মাত্র।■

সরাসরি যোগাযোগ: আনা মারিয়া সেত্তো <ana@fisica.unam.mx>

অনুবাদ:
সাদিয়া বিনতে জামান
প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

> নাগরিক বিজ্ঞান
এবং একটি নতুন অধিকার বিষয়ক

সারিতা আলবাগলি, ব্রাজিলীয় ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন ইন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আইবিআইসিটি) এবং ইনস্টিটিউট অফ সিটিজেন সায়েন্স, ব্রাজিল

কৃতিত্ব: টিএল ফুরের, ২০১৭, আইস্টক থেকে।

গত দুই দশকে নাগরিক বিজ্ঞান ধারণাটির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, বিভিন্ন দেশের সরকারি নীতিতে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার আলোচ্য বিষয়সূচিতে এর দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি সম্প্রদায়ভিত্তিক বিজ্ঞান, অংশগ্রহণমূলক বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানে জন সম্পৃক্ততার মতো অন্যান্য কার্যক্রম ও পদ্ধতির সাথে সংলাপ তৈরী করে। নাগরিক বিজ্ঞান বিভিন্ন ধারণা, অনুশীলন, পদ্ধতিবিদ্যা এবং বিষয়বস্তুকে বারণ করে। এটি একটি বহু অর্থবোধক শব্দ, যা ব্যবহারকারীর উদ্দেশ্য, দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রেক্ষিতের উপর ভিত্তি করে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞায়িত হতে পারে। তাই, এটি স্থানীয় প্রেক্ষাপট ও শর্তাবলীর উপর ভিত্তি করে একটি অবস্থানগত চরিত্র ধারণ করে। এটি একটি বৈজ্ঞানিক প্রকল্প হিসাবে শুরু হতে পারে যা সামাজিক অবদানকে স্বাগত জানায়, অথবা একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের উদ্যোগ হিসাবেও শুরু হতে পারে, যা বৈজ্ঞানিক দলের সহায়তা বা স্বীকৃতি খুঁজতে পারে।

> বাস্তববাদী এবং গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

প্রথম থেকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে: 'নাগরিক বিজ্ঞান: কিসের জন্য, কার জন্য, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কোন শর্তে?' নাগরিক বিজ্ঞান প্রকল্পগুলোর দুটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়, যা পরস্পরবিরোধী না-ও হতে পারে: বরং তারা পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে।

একদিক থেকে, বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে নাগরিক বিজ্ঞানের প্রেরণা হলো, বৈজ্ঞানিক নন-অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণার খরচ কমানো, ত্বরান্বিত করা এবং এর পরিধি বিস্তৃত করা। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্য বিপুল পরিমাণ বৈচিত্র্যময় ও ভৌগোলিকভাবে বিস্তৃত তথ্যের প্রয়োজন, যেখানে শুধু বৈজ্ঞানিক দলের উপর নির্ভর করা অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রতুল।

অন্যদিকে, গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে- নাগরিক বিজ্ঞানকে দেখা হয় বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গিকে দৃশ্যমানতা ও স্বীকৃতি দেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে, যা বিজ্ঞানে নতুন অন্তর্দৃষ্টি যোগ করে এবং সমস্যা সমাধান ও সামাজিক উদ্ভাবনে অভিনব অবদান রাখে। এই সংস্করণে বিজ্ঞানের সাথে বৈচিত্র্যময় জ্ঞানের সংলাপে প্রবেশযোগ্যতা তৈরি করা জরুরি-যার জন্য প্রয়োজন শ্রবণের ধীরগতি, সম্মান এবং সহানুভূতিশীল যোগাযোগ। এখানে গবেষণা হয় নিচ থেকে উপরের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে, যেখানে জ্ঞানের সহ-উৎপাদন কৌশল গুরুত্বপূর্ণ।

>>

> প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং বৈচিত্র্য

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের বহুত্ব বিবেচনা করে নাগরিক বিজ্ঞান প্রকল্পগুলোর দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। একদিকে, এর জন্য প্রয়োজন গবেষণা মূল্যায়ন এবং তহবিল ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিক বিজ্ঞানকে স্বীকৃতি ও পুরস্কৃত করা। অন্যদিকে, এমন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এড়ানো প্রয়োজন যা নাগরিক বিজ্ঞান হিসেবে একটি প্রকল্পকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য কঠোর মানদণ্ড তৈরি করে এবং এর বৈচিত্রতা, উন্মুক্ততা ও উৎভবনশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করে। বিজ্ঞানের এই পদ্ধতিকে একটি ধারণা এবং চলমান পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া হিসেবে বোঝার সুযোগ আমাদের রাখতে হবে। বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা নিজেদেরকে নাগরিক বিজ্ঞান হিসেবে দাবি না করলেও; কিন্তু সেগুলোকে এই ক্ষেত্রের অংশ হিসেবেই বিবেচনা করা যায়। লাতিন আমেরিকায় গবেষণা ও শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যাপক অর্জিত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার রয়েছে।

কলম্বিয় সমাজবিজ্ঞানী অরল্যান্ডো ফাল্স বোর্ডা এবং ব্রাজিলীয় শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরি এর অগ্রগামী কাজই এর প্রমাণ। ব্রাজিলে নাগরিক বিজ্ঞান উদ্যোগগুলি এই শতকের প্রথম দশকের শেষার্ধে থেকে ক্রমবর্ধমান মনোযোগ আকর্ষণ করছে।

২০২১ সালে, ব্রাজিলিয়ান সিটিজেন সায়েন্স নেটওয়ার্ক (আরবিসিসি) গঠিত হয়, যা বর্তমানে ৪০০-এর বেশি সদস্যকে একত্রিত করেছে। ২০২২ সালের এপ্রিলে, ব্রাজিলিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন ইন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আইবিআইসিটি) সিটিজেন সায়েন্স প্ল্যাটফর্ম Civics চালু করে। সিভিক্স ইতোমধ্যে লাতিন আমেরিকায় ২০০-এর বেশি নাগরিক বিজ্ঞান উদ্যোগ ও প্রকল্প নিবন্ধিত করেছে, যার অর্ধেকের বেশি ব্রাজিলে অবস্থিত। বিভিন্ন নাগরিক বিজ্ঞান উদ্যোগের মধ্যে কিছু এমন রয়েছে যা বিজ্ঞানকে শখ বা বিনোদনমূলক কার্যকলাপ হিসেবে উপস্থাপন করে এবং আগ্রহী ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করে, যেমন পাখি পর্যবেক্ষণ (উদাহরণস্বরূপ, Wikiaves) । এছাড়াও, কিছু উদ্যোগ সামাজিক ও পরিবেশগত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়গুলোর সাথে কাজ করে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় দলগুলোর সহায়তায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যা ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে (উদাহরণস্বরূপ, "Que Lama é Essa": এই কাদা কী?)। এছাড়া, কিছু প্রকল্প পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কাজ করে (যেমন; Blue Change Initiative), যা সামুদ্রিক ও উপকূলীয় পরিবেশের গুণগত মান রক্ষার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এ ধরনের আরও অনেক নাগরিক বিজ্ঞান উদ্যোগ ব্রাজিলে সক্রিয় রয়েছে।

> উন্মুক্ত বিজ্ঞান হিসেবে নাগরিক বিজ্ঞান

নাগরিক বিজ্ঞান বর্তমানে উন্মুক্ত বিজ্ঞান আন্দোলনের একটি অংশ। এখানে শুধু উন্মুক্ততার পরিমাণগত দিকই ঝুঁকিতে নেই, বরং এর গুণগত দিকটিও - আমরা কোন ধরনের জ্ঞান সৃষ্টি করতে চাই, অর্থাৎ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি উন্মুক্ত থাকার বিষয়টিও প্রশ্নের সম্মুখীন। এটি বোঝায় যে এর কার্যপ্রণালী ও পদ্ধতি কেবল উন্মুক্ত তথ্য-প্রবেশাধিকারের নিয়মকানুনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা আরও ব্যাপক। এই সকল উদ্যোগে অংশগ্রহণকারী বৈচিত্র্যময় সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান অসম অবস্থান ও শ্রেণিবিন্যাস যথাযথভাবে বিবেচনা করা অপরিহার্য। অতএব, উন্মুক্ত তথ্য কেবল ন্যায্য নীতিমালা-যেমন তথ্যের সহজ সন্ধানযোগ্যতা, ব্যবহারযোগ্যতা, আন্তঃসংযোগযোগ্যতা ও পুনর্ব্যবহারযোগ্যতা-মানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর চেয়েও বিস্তৃত কিছু দাবি করে। এক্ষেত্রে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর প্রস্তাবিত CARE নীতিমালার প্রতিও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, যা সামষ্টিক সুবিধাকে অন্তর্ভুক্ত করে , নিয়ন্ত্রণের অধিকার , দায়িত্ব এবং নৈতিকতা । প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে, পূর্বানুমোদিত, স্বাধীন ও অবহিত সম্মতির খসড়া অনুসরণ, গবেষণার ফলাফল অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা, এবং সুবিধার ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক বণ্টনের উপায় গ্রহণ করা অপরিহার্য।

নাগরিক বিজ্ঞান প্রকল্পগুলোতে মোবাইল ফোন অ্যাপ্লিকেশন, সংগ্রাহক যন্ত্র , পরিমাপক যন্ত্র, সেন্সিং ডিভাইস, এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম -এর মতো ডিজিটাল সরঞ্জামের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার বিবেচনা করলে, উন্মুক্ত অবকাঠামোগুলিও অপরিহার্য হয়ে ওঠে। যদিও এই ডিভাইসগুলি বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তথ্য রেকর্ডিং করতে সক্ষম, তবুও এগুলির মাধ্যমে তথ্য নিষ্কাশন ও শোষণের ঝুঁকিও সৃষ্টি হয়। এটি উদীয়মান অর্থনীতির মঞ্চ -অথবা বরং পুঁজিবাদের মঞ্চ -এর অংশ, যা তথ্য সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে। এর অর্থ হলো, আমাদের নিজেদের তথ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং স্বায়ত্তশাসন বিপন্ন হচ্ছে। এ ধরনের প্ল্যাটফর্মগুলির আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থা সাধারণত ব্যবহারকারীবান্ধব হয়, কিন্তু তাদের পরিচালনা পদ্ধতি ও লাভজনকতা কৌশল সম্পর্কে স্বচ্ছতার অভাব থাকে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার সুযোগ সৃষ্টি করলেও একইসাথে নতুন ঝুঁকিও তৈরি করে। একইসাথে, ডিজিটাল সুবিধা থেকে অনেকেই এখনও বঞ্চিত, যা বেশ কয়েকটি অঞ্চল এবং সামাজিক গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করছে যারা পর্যাপ্ত ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পায় না এবং বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলির কাছে তাঁরা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

নাগরিক বিজ্ঞান প্রকল্পগুলিতে এই দিকগুলি এবং তাদের সংশ্লিষ্ট সুরক্ষা ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে।

> সংঘাতপূর্ণ ক্ষেত্রে নাগরিক বিজ্ঞান

এটা যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে বর্তমান গ্রহব্যাপী সামাজিক-পরিবেশগত সংকট মোকাবিলায় নাগরিক বিজ্ঞানের ভূমিকা প্রয়োজন। তবে একটি 'সাধারণ ভবিষ্যৎ' গঠনের প্রক্রিয়া সর্বসম্মত বা শান্তিপূর্ণ নয়। এই সংকটের কারণ ও প্রভাব দেশ, অঞ্চল এবং সামাজিক স্তরভেদে অসমভাবে বণ্টিত। এগুলোর সমাধান করতে গেলে প্রায়শই বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ও উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে মতপার্থক্য ও সংঘাত দেখা দেয়। পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রকৃতিকে শোষণকারী শক্তিগুলোর মধ্যে-বিশেষ করে উচ্চ সামাজিক অসমতা ও রাজনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে-সহিংস সংঘাত পর্যন্ত ঘটতে পারে। বিকল্প উন্নয়ন পরিকল্পনার চাপ বিজ্ঞানকে অন্যান্য মূল্যবোধ ও অনুশীলনের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে কি না, অথবা এমনকি বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা কাঠামোয় দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন আনে কি না-সেটিই প্রশ্ন।

অনেকে উল্লেখ করেন যে পশ্চিমা বৈজ্ঞানিক মডেলগুলো অদৃশ্যতা সৃষ্টি করেছে এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অন্যান্য, অধিক বৈচিত্র্যময় গতিপথের বিকাশ ও স্বীকৃতিতে বাধার সৃষ্টি করেছে-যেগুলো টেকসই উন্নয়নের সম্ভাবনাকে উজ্জীবিত করতে পারত। এই প্রেক্ষাপটে, জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত একগুচ্ছ প্রতিপ্রভুত্ববিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হয়েছে, যা মিশেল ফুকোর কথায় বলতে গেলে, এক প্রকৃতঃনিপীড়িত জ্ঞানের বিদ্রোহ-কে অভিব্যক্ত করে। এগুলির উৎস হলো বিভিন্ন চিন্তাধারা-যেগুলো অনুপ্রেরণাদায়ক সামাজিক আন্দোলন থেকে জন্ম নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পরিবেশবাদ থেকে নারীবাদী ও কুইয়ার তত্ত্ব, বর্ণবৈষম্যবিরোধী আন্দোলন, উত্তর-ঔপনিবেশিক, উপনিবেশবাদ বিরোধী , ও অধস্তন গবেষণা , নিপীড়িতদের শিক্ষাতত্ত্ব, জ্ঞানের বাস্তুবিদ্যা , এবং গ্লোবাল সাউথের জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামো। প্রস্তাবিত সীমা বা ধারণাগুলোকে সমর্থনকারী ব্যক্তিরা ঐতিহ্যবাহী ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী, ঝুঁকিপূর্ণ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী, সামাজিকভাবে কলঙ্কিত গোষ্ঠীসমূহ, সাধারণ মানুষের দক্ষতা বা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, এবং প্রান্তিক বিজ্ঞানের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোগুলোকে দৃশ্যমান করতে চেয়েছেন। তাদের লক্ষ্য হলো বর্তমান গ্রহীয় সংকট মোকাবিলায় এদের ভূমিকাকে মূল্যায়ন করা। তারা জ্ঞানগত ন্যায়বিচার, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্তের পরিবর্তন, সীমান্ত চিন্তন (বর্ডার থিংকিং) ইত্যাদি ধারণাকে এগিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন।

>>

> অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান ও সমাজের সংলাপমূলক মেলবন্ধন

এই পরিস্থিতিতে, নাগরিক বিজ্ঞানের ভূমিকা কেবল টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রার অর্জন পর্যবেক্ষণের জন্য তথ্যের ঘাটতি পূরণের উপায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি আমাদের বাসস্থান, জীবনযাত্রা ও জ্ঞানচর্চার ভিন্ন ভিন্ন উপায়ের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ তৈরি করে এবং জীবনের টেকসইতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত জ্ঞানকে আরও দৃশ্যমান করে তোলে। নাগরিক বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক ও পরিবেশগত শিক্ষার সেতুবন্ধ হিসেবেও কাজ করেছে, এবং বিজ্ঞান ও সমাজের মধ্যে সংলাপকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। অপতথ্য ও ভুয়া বিজ্ঞানের প্রসার, বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তন অস্বীকার এবং টিকা-বিরোধী প্রচারণার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে হেয়প্রতিপন্ন করার যে অপপ্রচার চলছে, তা বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়েছে।

নাগরিক বিজ্ঞান নাগরিকত্বকে শক্তিশালী করার একটি সুযোগ হতে পারে, বিশেষ করে যারা নাগরিকত্বের প্রথাগত কাঠামোর বাইরে বাদ পড়েছে। এখানে নাগরিকত্বের ধারণাটিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন শক্তি ও জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে আরও অনুভূমিক সম্পর্ককে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নাগরিক বিজ্ঞান সম্ভবত ভূ-প্রশাসন ও জন নীতিনির্ধারণে সামাজিক প্রভাব বিস্তারের জন্য তথ্য ও জ্ঞানভিত্তিক সক্রিয়তাকে (কগনিটিভ অ্যাক্টিভিজম) সমর্থন করার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। এর সঙ্গে একটি নতুন অধিকারের পরিমণ্ডল গঠনের ধারণাও জড়িত, বিশেষ করে 'গবেষণার অধিকার- এর স্বীকৃতি।

এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে ও বাইরে বিস্তৃত সংলাপ গড়ে তুলতে চাইলে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আলোচনা বিভিন্ন জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোর সহাবস্থানের নীতির সীমা অতিক্রম করে একটি বহুস্বরিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে অগ্রসর হওয়ার ইঙ্গিত দেয়-যেখানে যোগাযোগের মূল ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, অর্থাৎ 'সাধারণ হওয়ার প্রক্রিয়া', প্রতিফলিত হয়। ■

সরাসরি যোগাযোগ: সারিতা আলবাগলি <sarita@ibict.br>

অনুবাদ:
মোঃ নাসিম উদ্দীন, প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান বিভাগ,
গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

> ওপেন সায়েন্স পুনর্বিবেচনাঃ

সমতা ও অন্তর্ভুক্তির দিকে গুরুত্বারোপ

ইসমাইল রাফোলস, ইউনেস্কোর বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তির প্রধান, লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়, নেদারল্যান্ডস, ইনজিনিও (INGENIO), বাস্ক কান্ট্রি বিশ্ববিদ্যালয় (CSIC-UPV), এবং পলিটেকনিকা ডি ভ্যালেন্সিয়া ইউনিভার্সিটি, স্পেন

কৃতিত্ব: ফ্রিপিক থেকে ছবি ব্যবহার করে তৈরি ফটোমন্টেজ।

> ক্রমবর্ধমান সংকট: ওপেন সায়েন্স তার দ্বন্দ্বগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলছে

ওপেন সায়েন্স (ওএস) হলো প্রায়শই ডিজিটাল প্রযুক্তি বা অন্যান্য সহযোগী সরঞ্জামের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক কাজ এবং জ্ঞান ভাগাভাগির নতুন উপায়ের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞান চর্চার একটি নতুন পদ্ধতি। এছাড়াও, ২০২১ সালে ইউনেস্কোর সুপারিশে যেমনটি প্রকাশ করা হয়েছে, আশা করা যায় যে ওএস বিজ্ঞান ও সমাজের সুবিধার জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহজলভ্যতা আরও বৃদ্ধি করতে পারবে এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তৈরিতে এবং এর সুবিধাগুলি ভাগাভাগিতে উদ্ভাবন এবং অংশগ্রহণের সুযোগগুলিকে উৎসাহিত করবে (ইউনেস্কো, ২০২৩) ।

এই সম্ভাব্য সুবিধাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, ওপেন-অ্যাক্সেস প্রকাশনা, তথ্য শেয়ার এবং নাগরিক বিজ্ঞানের মতো কার্যকলাপগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং বিশেষ করে গত দশকে এগুলো জনপ্রিয় অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। যাইহোক, ওপেন সায়েন্স এর সাম্প্রতিক বিশ্লেষণে কিছু উদ্বেগজনক বিষয়ও পাওয়া গেছে: হ্যাঁ, ওপেন সায়েন্স ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু এটি এমনভাবে করছে যে এটি যে আরও ন্যায়বিচারের দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং বিজ্ঞানের সামাজিক প্রভাবকে বাড়িয়ে তুলতে পারে এধরনের প্রত্যাশাগুলি এখন প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।

>>

সামগ্রিকভাবে, বর্তমানে ওপেন সায়েন্স বিকাশের পদ্ধতিগুলিতে কিছু ভুল হচ্ছে বলে মনে হয়ঃ একদিকে, ওপেন সায়েন্স বৈষম্যেকে আরও বাড়িয়ে তুলছে এবং অন্যদিকে, ওপেন সায়েন্স করার বর্তমান পদ্ধতির সামাজিক প্রভাব অস্পষ্ট বা সীমিত।

প্রথমত, অসমতার বিষয়টি নিয়ে বলতে গেলে, ধনী বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্নত দেশের গবেষকরা (যেমন আমার ক্ষেত্রেও) এখন তুলনামূলকভাবে বেশি দৃশ্যমান হওয়ার সুবিধা পাচ্ছেন, কারণ আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো ওপেন অ্যাক্সেসে প্রকাশের জন্য (যা প্রায়ই অনেক ব্যয়বহুল) ফি পরিশোধ করতে সক্ষম। যদিও এটি কিছু জ্ঞানকে সহজলভ্য করে, তবে এটি এই মৌলিক নীতির বিরুদ্ধে যায় যে বৈজ্ঞানিক অবদানের মূল্যায়ন ও দৃশ্যমানতা কেবল একাডেমিক যোগ্যতার ভিত্তিতে হওয়া উচিত লেখকের আর্থিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে নয়। এই কারণে, অনেক অংশীদার বিশ্বাস করেন যে, pay-to-publish মডেল (যাকে আগে গোল্ড বা হাইব্রিড ওপেন সায়েন্স বলা হতো) গবেষণা ব্যবস্থাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করছে। এছাড়াও, এই মডেলটি ডায়মন্ড ওপেন অ্যাক্সেস (যেখানে প্রকাশ এবং পড়া উভয়ই বিনামূল্যে) প্রকাশকদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে, বিশেষ করে লাতিন আমেরিকা এবং পূর্ব ইউরোপের মতো অঞ্চলে। এর ফলে, এমনকি পশ্চিম ইউরোপেও pay-to-publish থেকে ডায়মন্ড ওপেন অ্যাক্সেস জার্নালগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমর্থন করার দিকে ধীরে ধীরে ঝুঁকছে।

দ্বিতীয়ত, একটি সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, এখন পর্যন্ত ওপেন সায়েন্স এর সামাজিক উপকারিতা সম্পর্কে খুব কমই ধারণা রয়েছে । তবে বর্তমানে প্রকৃত তথ্য উপাত্ত থেকে বোঝা যায় যে, সিটিজেন সায়েন্স এবং অন্যান্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, যেমন নীতিনির্ধারক ও অংশীদারদের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি প্রধান উপায়ে গবেষণা সমাজে প্রভাব তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ, সামাজিক প্রভাব কদাচিৎ গবেষণা প্রবন্ধ বা ডেটার মাধ্যমে ঘটে, বরং এটি মূলত সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে, যেখানে গবেষক এবং সমাজের বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে জ্ঞান আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। এই বাস্তব চিত্র বরং ওপেন সায়েন্স নীতির প্রযুক্তিগত প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগের যে তোড়জোড় সেই যৌক্তিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, আমি বলবো যে, ওপেন সায়েন্স এর ধারণা ও প্রচারণাকে পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন, যাতে এটি জ্ঞানগত ন্যায়বিচার (Epistemic Justice) অর্জনের লক্ষ্যকে সহায়তা করতে পারে।

> ওপেন সায়েন্স একটি রূপান্তর, কিন্তু কোন পথে?

যেমনটি আমরা দেখেছি, ওপেন সায়েন্স বিকাশের দুটি প্রধান চালিকা শক্তি রয়েছে। প্রথমত, তথ্যের ডিজিটালাইজেশন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান উৎপাদন, যোগাযোগ এবং সংরক্ষণের নতুন পদ্ধতি তৈরি করেছে। দ্বিতীয়ত, এই নতুন পদ্ধতিগুলো বিজ্ঞান ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ককে সহজতর করবে বলে আশা করা হয়। এই ধারণাটি মূলত বিজ্ঞানের সামাজিক প্রভাব নিয়ে বিদ্যমান সমালোচনার সঙ্গে সম্পর্কিত। অনেকেই মনে করেন, বিজ্ঞান ও গবেষণা শুধুমাত্র একাডেমিক চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের চাহিদা, প্রয়োজন ও আকাঙ্খার প্রতি আরও দায়বদ্ধ হওয়া উচিত। তাই, ওপেন সায়েন্সের মাধ্যমে গবেষণাকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত করা এবং জ্ঞানকে সকলের জন্য সহজলভ্য ও উপযোগী করে তোলার আশা করা হয়।

ওপেন সায়েন্স বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য ও সম্ভাব্য অর্জন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের এজেন্ডা গড়ে উঠেছে। কিছু দৃষ্টিভঙ্গি গবেষণা ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির উপর বেশি গুরুত্ব দেয়, অন্যগুলো প্ল্যাটফর্ম প্রযুক্তির উন্নয়ন, তথ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি, বা অংশগ্রহণমূলক বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে। যদিও নীতিগতভাবে এসব দৃষ্টিভঙ্গি সমান্তরালভাবে চলবে এবং একে অপরের পরিপূরক হবে বলে আশা করা হয়েছিল, এর বাস্তবায়নে বিভিন্ন টানাপোড়েন এবং দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতির প্রকাশ পেয়েছে।

যদি আমরা ওপেন সায়েন্স কে গবেষণা ব্যবস্থার একটি রূপান্তর হিসেবে বুঝি, তাহলে ওপেন সায়েন্স -এর প্রতিটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গবেষণাকে এমন একটি পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, যা অন্য দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, তথ্যভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার মাধ্যমে ওপেন সায়েন্স -এর উন্নয়ন প্রায়ই অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক ওপেন সায়েন্স এর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, কারণ বৈশ্বিক জনগোষ্ঠীর অনেক অংশেরই এমন প্রযুক্তিগত প্রেক্ষাপট বা সক্ষমতা নেই, যা তাদের এসব প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। আরেকটি উদাহরণ হল, pay-to-publish মডেলের মাধ্যমে ওপেন অ্যাক্সেস বাড়ানো সাম্যের (equity) নীতির সঙ্গে বিরোধী, কারণ নিম্ন-আয়ের গবেষকরা প্রকাশনার জন্য উচ্চ ফি দিতে পারেন না। একইসঙ্গে এটি গবেষণার স্বচ্ছতা ও মানদণ্ডের (রহঃবমৎরঃু) বিরোধী, কারণ Frontiers বা MDPI-এর মতো কিছু pay-to-publish জার্নালের রিভিউ প্রক্রিয়ার মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, ওপেন সায়েন্স-এর জন্য একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ নেই, বরং বিভিন্ন সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ রয়েছে, যা নির্দিষ্ট কিছু ধরনের ওপেন সায়েন্স এর দিকে নিয়ে যাবে, কিন্তু অন্যগুলোর দিকে নয়। তাই প্রশ্নটি হলো, আমরা কতটা ওপেন সায়েন্সের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, তা নয়; বরং কী ধরনের ওপেন সায়েন্স বিকাশ ও গ্রহণ করা হচ্ছে, কারা এটি গ্রহণ করছে এবং এর ফলাফল কী হচ্ছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।

পলিটিক্যাল ইকোনমিস্ট ফিলিপ মিরোস্কি, যিনি বিজ্ঞান নিয়ে রাজনীতি অর্থনীতি গবেষণা করেন, সতর্ক করেছেন যে, তথ্য অবকাঠামোর সাথে সম্পর্কিত মূলধারার ওপেন সায়েন্স প্ল্যাটফর্ম ক্যাপিটালিজম-এর (যা সোশানা জুবফের সার্ভেইলেন্স ক্যাপিটালিজম বা নজরদারি পুঁজিবাদ -এর সাথে সম্পর্কিত) সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত এবং এটি গুগল ও ফেসবুকের মতো সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর মত বিপদের সঙ্গেও জড়িত: অর্থাৎ গবেষণা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে (ল্যাব নোট থেকে প্রকাশনা ও মূল্যায়ন বিশ্লেষণ পর্যন্ত) অলিগোপোলিস্ট কোম্পানিগুলো যাদের সম্মিলিত আচরণ এবং বিজ্ঞান সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করার শক্তি আছে (যেমন Elsevier, Clarivate বা Springer-Nature) তাদের মাধ্যমে জনসাধারণের গবেষণা তথ্য নিয়ন্ত্রণ করা। এই কোম্পানিগুলি প্রায়ই মার্কিন ও ইউরোপীয় নীতির সমর্থনে (যেমন প্রাথমিক Plan S) কাজ করছে এবং শুধু গ্লোবাল সাউথ থেকে সম্পদ আহরণ করছে না, বরং এমনভাবে বিজ্ঞানের উপস্থাপনা তৈরি করছে যা গ্লোবাল নর্থের আধিপত্যকে শক্তিশালী করতে পারে, যেমন তাদের প্রধান বৈজ্ঞানিক সমস্যা, শাখা, ভাষা, মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি আরও দৃশ্যমান করে তুলতে পারে।

তবুও, এই প্ল্যাটফর্মগুলোর সঙ্গে একযোগে এবং তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে, গ্লোবাল সাউথ এবং গ্লোবাল নর্থ উভয় ক্ষেত্রেই সমষ্টিগত উদ্যোগগুলো বিকশিত হচ্ছে, যা বৈচিত্র্যময় এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ওপেন সায়েন্স পথে বিকল্প প্রদান করছে; যেমন, La Referencia, Participatory Research in Asia, Public Knowledge Project, বা Barcelona Declaration। প্রশ্ন রয়ে গেছে, বিকল্প ওপেন সায়েন্স ভবিষ্যতের মধ্যে কোনগুলি জ্ঞানগত ন্যায়বিচারের সঙ্গে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ।

> ওপেন সায়েন্স কাদের মাধ্যমে? ওপেন সায়েন্স কাদের জন্য?

২০২১ সালের ইউনেস্কোর ওপেন সায়েন্স সুপারিশটি ওপেন সায়েন্সকে পুনর্নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, যেখানে অনুসরণের জন্য সমতা এবং সমষ্টিগত সুবিধাগুলোকে মূল মূল্যবোধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা এর নীতির ওপর ভিত্তি করে: "প্রত্যেকেরই স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করার এবং বৈজ্ঞানিক উন্নতির সুবিধা শেয়ার করার

>>

অধিকার রয়েছে", এই সুপারিশটি বিজ্ঞানের দিকে একটি বিশ্বব্যাপী জনসাধারণের কল্যাণ হিসেবে দেখছে, এবং ওপেন সায়েন্স -এ খোলামেলো অর্থাৎ "openness" কে সেই মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করছে যার মাধ্যমে জ্ঞানকে সত্যিকারভাবে জনসাধারণের করে এবং বৈশ্বিকভাবে উপলব্ধ করা যায়।

তবে, মিশেল ক্যালন যা দাবি করেছেন, বিজ্ঞান জনসাধারণের কল্যাণমূলক কোনো প্রচলিত বিষয় নয় কারণ এতে অংশগ্রহণের জন্য শুধুমাত্র উৎপাদনে নয়, বরং এর পুনঃউৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবহারে অংশগ্রহণের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন। যেকোনো নাগরিক বিশেষ কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই এবং এমনকি তার সচেতনতা ছাড়াই সহজেই পরিষ্কার বাতাসে শ্বাস নিতে পারেন (যা জনসাধারণের জন্য ভাল)। তবে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান উৎপাদন ও ব্যবহার করতে অংশগ্রহণের জন্য পূর্ববর্তী জ্ঞান এবং পরিপূরক সম্পদ ও সক্ষমতা অপরিহার্য।

উদাহরণস্বরূপ, বিশেষজ্ঞতার বিষয়ে: আমাদের কাছে ক্যান্সার সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক প্রকাশনাগুলোর অ্যাক্সেস থাকতে পারে। তবুও, যদি কোনো ডায়াগনোসিস হয়, তবে কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞরা সেই বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলো ব্যবহার করে সঠিক থেরাপি নির্ধারণ করতে পারেন। বাকি সবাইকে সাধারণ দর্শকদের জন্য তৈরি করা রিপোর্টগুলির উপর নির্ভর করতে হবে; সুতরাং, এই উপকরণগুলি (বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রের পরিবর্তে) জ্ঞান ভাগাভাগির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সম্পদ সম্পর্কিত, মধ্যম-নিম্ন আয়ের দেশের গবেষকদের মনে করা হতে পারে যে তাদের বৈজ্ঞানিক ডেটার ওয়েবসাইটগুলোর অ্যাক্সেস রয়েছে। তবে, বাস্তবে, তারা প্রায়ই সেগুলি ব্যবহার করতে পারে না কারণ ডেটা বিশ্লেষণের জন্য কিছু অবকাঠামো বা বিশেষজ্ঞ কর্মী প্রয়োজন, যা তারা ধারণ করতে পারেন না; সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিও হতে পারে যেমন, তাদের ইন্টারনেট সংযোগ ব্যয়বহুল, দুর্বল, বা (নিষেধাজ্ঞার কারণে) অবরুদ্ধ থাকতে পারে বা ব্যহত হতে পারে।

সংক্ষেপে, অনলাইনে প্রবেশযোগ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রায়ই ভাল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় না, বিশেষত গ্লোবাল সাউথে। বৈজ্ঞানিক পণ্য (নিবন্ধ, ডেটা, সফটওয়্যার, ইত্যাদি) মুক্তভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য করা সেই সব সংগঠন এবং কোম্পানির উপকারে আসতে পারে, যারা শক্তিশালী সক্ষমতা এবং সম্পদ আছে। তবুও, এই জ্ঞানটি বিশ্বের অধিকাংশ জনসংখ্যার কাছে পৌঁছানোর এবং উপকারে আসার জন্য লক্ষ্যভিত্তিক স্থানান্তর এবং অভিযোজনের প্রচেষ্টা প্রয়োজন। কেবলমাত্র জ্ঞানকে ইলেকট্রনিকভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলা মূলত তাদের উপকারে আসে যাদের ইতোমধ্যেই এর অ্যাক্সেস আছে। এটি বিজ্ঞান থেকে বিশ্বের অনেক জায়গার জনগণের অংশগ্রহণ ব্যহত করে বা তারা সুবিধা গ্রহন করতে পারে না। এই কারণেই, ওপেন সায়েন্সের যে দিকটি বৈজ্ঞানিক পণ্যের মুক্ত অ্যাক্সেসের উপর ফোকাস করছে, তা আরও সমতা এবং জ্ঞানগত ন্যায়বিচারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না।

> ওপেননেসের প্রেক্ষিত নির্ধারণ: ' আউটপুটগুলিতে প্রবেশাধিকার' থেকে 'সংযোগ স্থাপন'-এ রূপান্তর

এতকিছুর পরেও, ওপেন সায়েন্স-এর বিকল্প পদ্ধতিগুলো সাম্যতা ও প্রভাব তৈরি করতে পারে। লেসলি চ্যানের নেতৃত্বে পরিচালিত Open and Collaborative Science in Development Network (OCSDNet) যুক্তি দিয়েছে যে, ওপেননেসকে নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়ন করতে হবে। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটেই গবেষক এবং অংশীদাররা এমন অংশগ্রহণ ও যোগাযোগের কাঠামো তৈরি করতে পারেন, যা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য মূল্যবান করে তোলে।

এই প্রেক্ষিত নির্মাণ শুধুমাত্র গবেষণা পণ্যগুলোকে ডিজিটালভাবে সহজলভ্য করার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। বরং, সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বইয়ে সাবিনা লিওনেলি যে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে, মূল মনোযোগ দেওয়া উচিত গবেষক এবং সামাজিক সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞান বিনিময়ের প্রক্রিয়ার উপর। এই প্রক্রিয়াগুলো অনেক ক্ষেত্রেই ওপেন এক্সেস ডিজিটাল পণ্যের সুবিধা নিতে পারে। তবে, নির্দিষ্ট জ্ঞান বিনিময় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের ভিত্তিতে ব্যবহৃত প্ল্যাটফর্ম এবং পদ্ধতির ধরন ভিন্ন হতে পারে।

ওপেন সায়েন্স আন্দোলন জ্ঞানগত ন্যায়বিচারের (Epistemic Justice) প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অনেক কর্মী মনে করেন যে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে অলিগোপলিস্টিক প্রকাশকরা, ওপেন সায়েন্সের বর্তমান বিকাশকে দখল করে নিয়েছে। তবে শক্তিশালী ডিসিপ্লিন, যেমন জেনোমিক্স এবং হাই এনার্জি ফিজিক্স-এর মতো বড় গবেষণা অবকাঠামোগুলোও একই কাজ করেছে।

এর মুক্তির শক্তি পুনরুদ্ধার করতে এবং সাম্য ও অন্তর্ভুক্তির যত্ন নিতে, ওপেন সায়েন্সকে নিজেকেই পুনরায় সংজ্ঞায়িত করতে হবে। এটি পণ্যের বা প্রযুক্তিগত প্ল্যাটফর্মের ভিত্তিতে নয় (যার বেশিরভাগই শিল্প খাত বা বিগ সায়েন্স-এর নিয়ন্ত্রণে), বরং আরও বিনয়ী পরিবেশে জ্ঞান বিনিময়ের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এবং বহুমাত্রিক মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগঃ ইসমাইল রাফোলস <i.rafols@cwts.leidenuniv.nl>

অনুবাদ:
ইয়াসমিন সুলতানা, সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

> মেরুকরণ এবং রাজনৈতিক সংঘাত:
ল্যাটিন আমেরিকার অর্ন্তদৃষ্টি

গ্যাব্রিয়েল কেসলার, কনিসেট-ইউএনএলপি/ইউএনএসএএম, আর্জেন্টিনা এবং **গ্যাব্রিয়েল ভম্মারো**, কনিসেট-ইউএনএসএএম, আর্জেন্টিনা

কৃতিত্ব: ম্যাথিউস রিবস, @o.ribs, ২০২১।

২০১৯ সাল থেকে ল্যাটিন আমেরিকায় ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘাত দেখা যাচ্ছে, যা ২০২০ সালের কোভিড-১৯ মহামারির কারণে তীব্রতর হয়েছে, যেমনটা গ্যাব্রিয়েল বেনজা এবং গ্যাব্রিয়েল কেসলার আলোকপাত করেছেন। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে বামপন্থি শক্তি পরিবর্তনের হাওয়া বইয়ে দিয়েছিল, তারাই চ্যালেঞ্জের মুখে পরে এমন প্রতিষ্ঠানে রুপ নিয়েছে। এমন সময়ে, ডানপন্থী বিরোধী শক্তির উত্থান রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিলেও, এই পরিবর্তন আশার আলোর মুখ দেখেনি। পণ্য মূল্যবৃদ্ধির পর মূলত ল্যাটিন আমেরিকায় রাজনৈতিক অসন্তোষ বেড়েছে এবং মহামারি ফলে এটি আরও গভীরতর হয়েছে। তারই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ব্যাপক বিক্ষোভ, নির্বাচনী আচরণের পরিবর্তন, গণতন্ত্রের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব এবং চরম ডানপন্থী প্রভাবগুলোর উত্থান লক্ষ্য করা যায়। এই প্রেক্ষাপটে দুটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজার চেষ্টা করছি: বিভিন্ন দেশে কীভাবে সংঘাত সংঘটিত হয়? এই সংঘাতে গণতন্ত্রের জন্য কী পরিণতি ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে? এই প্রশ্নেগুলো এবং অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে "পোলারাইজেশন, ডেমোক্রেসি, এন্ড রাইটস ইন ল্যাটিন আমেরিকা" (POLDER) প্রকল্পটি ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, এল সালভাদর, এবং মেক্সিকোতে মিশ্র পদ্ধতির মাধ্যমে তুলনামূলক গবেষণা পরিচালনা করেছে।

গবেষণার ভিত্তিতে, আমরা যুক্তি দিচ্ছি যে, পণ্য মূল্যবৃদ্ধির যুগ শেষ হওয়ার পর ল্যাটিন আমেরিকার সামাজিক সংঘাত তিনটি প্রকারভেদে বিভক্ত করা যায়: (১) আবেগপ্রবণ মতাদর্শগত মেরুকরণ, (২) একজন উদীয়মান নেতাকে ঘিরে মেরুকরণ, এবং (৩) সাধারণ অসন্তোষ। এই তিনটি কাঠামো

>>

গতিশীল এবং নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করে না, যা চিত্র ১-এ দেখানো হয়েছে।

চিত্র: সমসাময়িক ল্যাটিন আমেরিকায় অসন্তোষের পরিস্থিতি

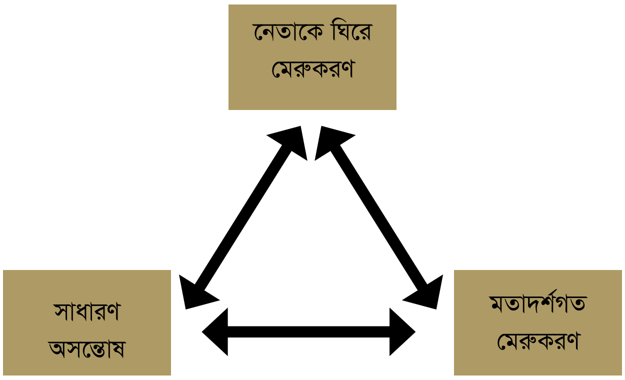

চিত্র ১

> তিনটি দেশ বিশ্লেষণ: ব্রাজিল, কলম্বিয়া এবং মেক্সিকো

POLDER প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে উরুগুয়ের মতো আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল মতাদর্শগত মেরুকরণের উদাহরণ। কলম্বিয়াতে সাধারণ অসন্তোষ রয়েছে, যা পেরু ও ইকুয়েডরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একজন উদীয়মান নেতাকে ঘিরে মেরুকরণের উদাহরণ মেক্সিকো (আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ওরাদর) এবং এল সালভাদর (নাইব বুকেলে)। আমরা এই পরিস্থিতি ব্যাখ্যার জন্য তিনটি দেশের বিশ্লেষণ তুলে ধরবো।

ব্রাজিল মেরুকরণের সূত্রপাত এই শতকের প্রথম দশকে, যখন দেশটি একটি "বামপন্থী রাজনৈতিক মোড়" নেয়। এটি গঠিত হয় শ্রমিক পার্টি (পর্তুগিজে PT), শ্রমিক ইউনিয়ন ও সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে একটি সুসংগঠিত সামাজিক-রাজনৈতিক জোটের ভিত্তিতে। সিঙ্গারের মতে, PT সরকারগুলো কেবলমাত্র পুনর্বণ্টনমূলক নীতির পথেই হাঁটেনি, বরং তারা প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক, লিঙ্গ ও মানবাধিকার নীতিগুলোকেও গুরুত্বের সঙ্গে বাস্তবায়ন করেছে। স্যামুয়েলস ও জুকোর গবেষণা অনুযায়ী, যখন বলসোনারো ব্রাজিলের নির্বাচনী মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তিনি বিচ্ছিন্ন ও বৈচিত্র্যময় এক ভোটারগোষ্ঠি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই গোষ্ঠী একদিকে চঞ-র প্রতি তীব্র বিরোধিতা করছিল, অন্যদিকে সান্টোস ও টানশাইট এবং রেনোর মতে, তারা মূলধারার ডানপন্থীদের সঙ্গেও পুরোপুরি একমত হতে পারেনি। কারণ, সেই ডানপন্থী লুলা ও তার দলের বিরুদ্ধে জনগণের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষকে যথাযথ ভাবে প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

বোতেরো, লোসাদা এবং উইলস-ওটেরো প্রমাণ করেছেন যে, কলম্বিয়া ২০০২ সালে আলভারো উরিবে ঐতিহ্যবাহী দলীয় প্রার্থীদের তুলনায় একটি স্বৈরাচারী বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হন (যদিও তিনি একটি লিবারেল পার্টির নেতা ছিলেন)। তিনি "গণতান্ত্রিক নিরাপত্তা"র কাঠামোর মধ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘাতের বিষয়ে কঠোর নীতির উপর ভিত্তি করে একটি সফল দলীয় ব্যান্ড নির্মাণ করেন। ২০১৬ সালের শান্তি চুক্তি সম্পর্কে গণভোটটি ছিল অত্যন্ত মেরুকৃত এবং এতে শান্তি চুক্তির বিরোধী ও ধর্মীয় রক্ষণশীলদের একটি কৌশলগত জোট তৈরি হয়েছিল। তবে, ভোটের নির্দলীয় প্রকৃতি ভোটারদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন এজেন্ডা তৈরি করতে সক্ষম সমাজ-রাজনৈতিক জোটগুলোর সংহতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। কলম্বিয়ায় ২০০২ সালে আলভারো উরিবে কতৃত্ববাদী বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হন এবং "গণতান্ত্রিক নিরাপত্তা" কাঠামোর মধ্যে কঠোর নীতির মাধ্যমে শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্র্যান্ড গড়ে তোলেন। ২০১৬ সালে শান্তি চুক্তি গণভোটে চরম মেরুকরণ দেখা যায়। ২০১৮ সালে প্রথমবারের মতো বামপন্থী প্রার্থী কলম্বিয়ার জাতীয় নিবার্চনে দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছায়, এবং ২০২২ সালে সেই শক্তি (বামপন্থী) তাদের নেতা গুস্টাভো পেট্রোকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় নিয়ে আসে।

৭০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পার্টিডো রেভোলুসিওনারিও ইনস্টিটিউশনাল (ইনস্টিটিউশনাল রেভোলিউশনারি পার্টি, যা PRI নামে পরিচিত) এর আধিপত্যের পর, মেক্সিকো গণতান্ত্রিক উন্মুক্তকরণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেছে। তিনটি প্রধান নির্বাচনী শক্তি নিয়ে একটি প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার আবির্ভাব হয়েছে: পিআরআই যা বিস্তৃত আদর্শিক উপাদান সহ একটি ক্যাচ-অল পার্টি হিসেবে তার শক্তি বজায় রেখেছে: পার্টিডো অ্যাকসিওন ন্যাসিওনাল (প্যান:"ন্যাশনাল অ্যাকশন পার্টি"),একটি রক্ষনশীল দল; এবং পার্টিডো রেভোলুসিওনারিও ডেমোক্রেটিক (পিআরডি: "রেভোলিউশনারি ডেমোক্রেটিক পার্টি"), একটি মধ্য-বাম দল। ২০০৬ সালের রাষ্ট্রপ্রতি নির্বাচনের সময়, পিআরডি একটি নতুন আন্দোলনের সাথে মিশে যায়, এবার একটি দৃঢ় পুনর্গঠনমূলক সুরের সাথে: দ্যা মুভিমিয়েন্টো ডি রিজেনারেশন ন্যাসিওনাল (মোরেনা: "জাতীয় পুনর্জন্ম আন্দোলন") পিআ-রডি নেতাদের এবং এর পদমর্যাদার একটি সন্তোষজনক অংশগ্রহণ করে। মোরেনার নেতা, আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাডোর (যাকে এএমএলও বলা হয়), ২০১৮ সালে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং এর "সুবিধা"-এর বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে রাষ্ট্রপ্রতি হন। ২০২৪ সালে একই দলের ক্লডিয়া শেইনবাউম অধিক ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।

> জাতীয় পরিস্থিতি এবং সামাজিক স্তরে অসন্তোষ

সামাজিক স্তরে অসন্তোষের কাঠামোকে বিভিন্ন জাতীয় পরিস্থিতি কীভাবে প্রভাবিত করে? আমাদের যুক্তিতে, ল্যাটিন আমেরিকার নব্য-উদারনৈতিক-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কেন রবার্টসের আলোচনার সাথে মিল রেখে, আমরা প্রতিনিধিত্ব এজেন্টদের সেই কাঠামো প্রদানকারী হিসাবে দেখি যার মধ্যে সমাজ অসন্তোষ সংগঠিত করে। উদাহরণস্বরূপ, ব্রাজিলের ক্ষেত্রে কেসলার, মিসকোলসি এবং ভোমরা দেখান যে পিটি ভোটারদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রগতিশীল অবস্থান রয়েছে। বল-সোনারো ভোটাররা উভয়দিক থেকেই অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। রাজনৈতিক অভিজাতদের প্রতি সাধারণ অসন্তোষের পরিস্থিতিতে, দলগুলো নির্বাচন সংগঠিত করে কিন্তু তারা প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে দুর্বল এবং সামাজিক স্তরে দ্বন্দ্ব সংগঠিত করে না। কলম্বিয়ার ক্ষেত্রে এটিই ঘটেছে, যেখানে কেসলার ও অন্যান্যরা প্রমাণ করে যে নির্বাচনী পছন্দ ও আদর্শিক অবস্থান দুর্বলভাবে সম্পর্কযুক্ত। যখন একটি মেরুকৃত পরিস্থিতি একজন নেতার উপর কেন্দ্রীভূত হয়, তখন এই মেরু-করণ নির্বাচনী স্তরে কাজ করে। কিন্তু সমাজের প্রধান এজেন্ডার মধ্যে পছন্দ ও দাবিগুলোকে সংগঠিত করে না। কলম্বিয়ার মতো মেক্সিকোতেও নির্বাচনী পছন্দ ও আদর্শিক অবস্থান দুর্বলভাবে সম্পর্কযুক্ত।

আমরা যে তিনটি পরিস্থিতি সংজ্ঞায়িত করেছি সংঘাত গঠনের বিভিন্ন মাত্রার উপরও তার প্রভাব রয়েছে। প্রথম স্পষ্ট প্রভাবটি সামাজিক স্তরে এজেন্ডা রাজনীতিকরণের উপর। উচ্চ স্তরের মেরুকরণ এবং রাজনীতিতে বৃহত্তর আগ্রহের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। মতামতগুলো স্পষ্টতই ভোটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ধারণাগুলো সামাজিক-রাজনৈতিক জোট দ্বারা প্রদত্ত কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত। ব্রাজিলে অধিকার সম্পর্কে বেশি যুক্তি ও আলোচনা রয়েছে এবং ব্যক্তিগত মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে কম। মেক্সিকো ও ব্রাজিল উভয়ক্ষেত্রেই রাজনীতিতে বেশি আগ্রহ এবং রাজনৈতিক তথ্যের ব্যবহার বেশি। অন্যদিকে রাজনীতিকরণের ক্ষেত্রে কলম্বিয়া হলো সবচেয়ে কম; এখানে ধর্মীয় কাঠামোকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং রাজনৈতিক তথ্যের ব্যবহার কম।

>>

দ্বিতীয়ত, অসন্তোষের জন্য আদর্শিক প্রভাব রয়েছে। উচ্চ স্তরের অসন্তোষ বোঝায় যে এজেন্ডাগুলোতে অবস্থিত সংগঠিত কাঠামোগুলো বামপন্থা-ডানপন্থা বিভাজন (জাতীয় বৈশিষ্ট্যসহ) অনুসরণ করে, সাধারণত প্রধান প্রতিযোগী সামাজিক-রাজনৈতিক জোটের সাথে যুক্ত। ব্রাজিলে যেখানে আদর্শিক মেরু-করণ রয়েছে, সেখানে দুইজন প্রতিযোগী ভোটারদের মধ্যে একটি আদর্শিক সীমানা চিহ্নিত করা যেতে পারে। কলম্বিয়ায় সাধারণ অসন্তোষ বিরাজ করছে। সুযোগের অভাব এবং অভিজাতদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি একটি অসম প্রতিযোগিতার ধারণা তৈরি করে: সবকিছুই অভিজাতদের দ্বারা কেবল তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য তৈরি করা হয়। অসম প্রতিযোগিতার এই ধারণা উদাসীনতা ও ক্রোধের জন্ম দেয়। মেক্সিকোতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নৈতিকতা, এবং মেক্সিকোর সাম্প্রতিক ইতিহাসের নেতাদের, বিশেষ করে দুর্নীতি ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত, প্রশ্নবিদ্ধ করে।

তিনটি পরিস্থিতিতে আবেগপূর্ণ মেরুকরণের মাত্রা ও বিষয়বস্তুও পরিবর্তিত হয়। ব্রাজিল আদর্শিক মেরুকরণের সাথে প্রতিপক্ষের নৈতিক অযোগ্যতার সর্বোচ্চ স্তর প্রদর্শন করে। এইভাবে, আবেগপূর্ণ মেরুকরণ মতাদর্শগত বিষয়ের দিকে ফিরে আসে। কলম্বিয়াতে একটি স্পষ্ট বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়, যেখানে অন্য প্রার্থীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কেবল ছোট কট্টর ভোট-ার গোষ্ঠীর মধ্যেই দেখা যায়। মেক্সিকোতে আদর্শিক বিষয়গুলোও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবুও, AMLO-এর কাঠামো হয় সমাজের একটি আদর্শিক পুনর্বিন্যাসের জন্ম দিতে পারে অথবা জনপ্রিয়তাবাদী আলোচনার ক্ষেত্রে একটি কম টেকসই অভিজ্ঞতায় পরিণত হতে পারে।

> পরিস্থিতির ধারণা এবং মেরুকৃত পরিস্থিতি

পরিস্থিতির ধারণার গতিশীল চরিত্র মেরুকৃত পরিস্থিতির উপর প্রভাব ফেলে। মেরুকণ গণতান্ত্রিক শক্তির উপর অসম প্রভাব ফেলে বলে জানা যায়। এটি অসন্তোষ সংগঠিত করে এবং উচ্চ স্তরের রাজনীতিকরণ তৈরি করে, তবে এটি সামাজিক স্তরে প্রচুর বিদ্বেষও তৈরি করে।

একজন উদীয়মান নেতাকে ঘিরে মেরুকরণের পরিস্থিতি কতৃত্ববাদী প্রবণতা বৃদ্ধির জন্য জায়গা তৈরি করে দিতে পারে। মেক্সিকোতে এটি ঘটেনি, যেখানে ক্লডিয়া শেইনবাউমের রাষ্ট্রপতিত্ব গণতন্ত্রের গভীরতর হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। তবে, দীর্ঘস্থায়ী অসন্তোষকে পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া উদীয়মান নেতাদের অন্যান্য ঘটনাগুলো উদার গণতন্ত্রের জন্য উদ্বেগজনক লক্ষণ হতে পারে, যেম-নটি এল সালভাদরের বুকেলের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অথবা আর্জেন্টিনায় মাইলির দ্বারা চিহ্নিত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সাথে অতি ডানপন্থীদের দিকে ঝুঁকতে দেখা যায়।

অবশেষে, ল্যাটিন আমেরিকায় সাধারণ অসন্তোষের ঘটনা সবচেয়ে বেশি বলে মনে হয়। গণতন্ত্রের প্রতি অসন্তোষ, নিবার্চনে অংশগ্রহণের প্রবণতা কম থাকা এবং সমাজের অসন্তোষকে রূপান্তরিত করার অসুবিধা, পরিবর্তনের কোনো স্পষ্ট আশা ছাড়াই ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিরতার দিকে ধাবিত করে।

সরাসরি যোগাযোগ: গ্যাব্রিয়েল কেসলার <gabokessler@gmail.com>

* এই প্রবন্ধের পূর্ববর্তী সংস্করণ দ্য রিভিউ অফ ডেমোক্রেসিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

অনুবাদ:
ড. তোহিদ খান, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

> হাইতি: একটি রাষ্ট্রের আবছায়া

জ্যাঁ-মারি থেওডাট, প্রোডিগ (ভৌগোলিক তথ্য সংগঠন ও প্রচার গবেষণা কেন্দ্র), ইউনিভার্সিটি প্যারিস ১ পন্থেয়ন-সর্বোন, ফ্রান্স

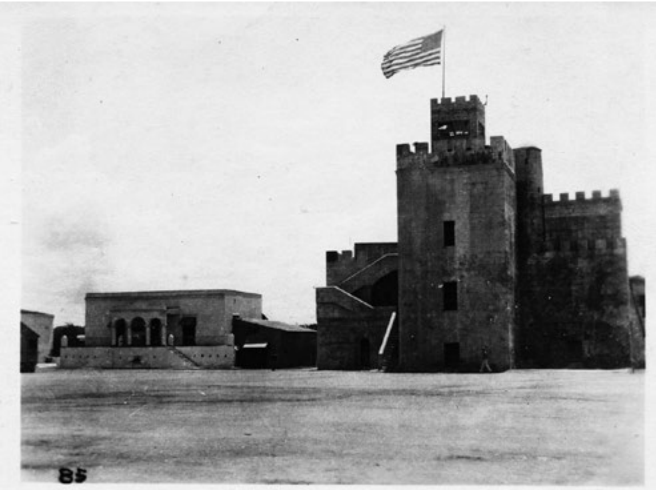

কৃতিত্ব: ইউএসএমসি, ১৯২২, রিচার্ড, ইউএসএ, ওপেনভার্স থেকে।

সাধারণ যুক্তিতে, সন্ত্রাস হলো নিপীড়নের একটি হাতিয়ার যা কর্তৃত্ববাদী শক্তিগুলো জনগণকে দমন করতে এবং জনমতের উপর তাদের দখল জোরদার করতে ব্যবহার করে। আজকের হাইতিতে সন্ত্রাসকে ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য ব্যবহার করা হয় না, বরং এটি ক্ষমতার অনুপস্থিতির একটি পরিণতি। বৈধ সহিংসতার একচেটিয়া কর্তৃত্ব হারানোর ফলে নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মত গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব হিংস্র ব্যক্তিদের হাতে ছড়িয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে, দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনা এবং সম্পদের অসম বন্টনের শিকার সমাজের নিপীড়িত স্তরের জনগোষ্ঠী একধরনের হতাশার সম্মুখীন হয়েছে, যা থেকে গ্যাং এর মত সমাজবিরোধী এবং সহিংস আন্দোলনের জন্ম হয়েছে। তাদের অস্ত্রশক্তি এতটাই প্রবল যে রাষ্ট্র তাদের পরাজিত করতে অক্ষম।

> হত্যাকাণ্ড, দায়মুক্তি এবং ভয়

২০২১ সালের ৭ জুলাই, রাষ্ট্রপতি জোভেনেল মইজকে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানের সামনে হত্যা করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে গুলি করার আগে তাকে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়েছে : একজন ব্যক্তির জন্য বারোটি গুলি! এটি যেন কোনো নিম্নমানের সিনেমার শিরোনাম। হত্যাকারীরা কোন বাঁধা বিপত্তি ছাড়াই খুব সহজে পালিয়ে যাওয়া এই সহিংসতার নৃশংসতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কেবল নিজেদের ঘাঁটিতে ফেরার পরই তাদের আটক করা হয়। এটি স্পষ্ট যে তারা নিজেদের দায়মুক্তি নিয়ে এতটাই নিশ্চিত ছিল যে পালানোর সময় তারা লুকানোর প্রয়োজনও বোধ করেনি, এমনকি অস্ত্রও গোপন করেনি। কিন্তু কীভাবে তারা রাষ্ট্রপতির বাসভবনে বিনা বাধায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল? এই প্রশ্নটি হত্যার উদ্দেশ্যের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। হত্যাকারীরা রাষ্ট্রপ্রধানের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এজেন্টদের থেকে কোন সতর্কতা বা বাঁধার সম্মুখীন না হয়েই রাষ্ট্রপ্রধানের বাসভবনে প্রবেশ করতে এবং বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এটি ছিল একেবারে মাফিয়া-শৈলীর একটি অভিযান, যা একইসঙ্গে সাক্ষীদের নিরব থাকার জন্য একটি হুঁশিয়ারি হিসেবেও কাজ করেছিল।

> সন্দেহজনক নির্বাচন, অবিরাম সংঘর্ষ এবং আইনের শাসনের পতন

হত্যাকাণ্ডের সময়, রাষ্ট্রপতি মইজ ইতোমধ্যেই অ-জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ২০১৬ সালে নির্বাচিত হয়ে তিনি এমন একটি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন, যা অনেক অনিয়মে পরিপূর্ণ ছিল। এই অনিয়মের কারণে অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন কাউন্সিল (CEP) দুবার নির্বাচন পদ্ধতি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হয়। দুর্নীতি এবং পেট্রোক্যারিব প্রোগ্রামের অধীনে সরকারি তহবিলের ব্যাপক অপব্যবহারের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও, CEP সরকারী সিদ্ধান্তগুলোর উপর প্রভাব বজায় রেখেছে এবং কার্যত প্রেসিডেন্টের স্থলাভিষিক্ত সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। এদিকে, ২০১০ সালের ১২ জানুয়ারির ভয়াবহ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত রাজধানী পুনর্গঠনের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি তহবিলের স্বচ্ছ ব্যয় নিশ্চিত করার দাবিতে ছড়িয়ে পড়েছে বিক্ষোভ। ওই ভূমিকম্পে ৯ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সম্পদের ক্ষতি হয় এবং ২,৫০,০০০ এর বেশি মানুষ নিহত বা নিখোঁজ হয়।

এই বিক্ষোভ সাধারণত রাজধানীর দরিদ্র এলাকা থেকে শুরু হয়ে ধনী ও ক্ষমতাশালীদের আবাসস্থল পেতিওন-ভিল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। যদিও প্রথমদিকে এগুলো শান্তিপূর্ণ থাকে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে এগুলো দোকানপাট ভাঙচুর, গুদাম লুটপাট এবং রাস্তায় বিক্রেতাদের সম্পত্তি ধ্বংসের মতো সহিংসতায় রূপ নেয়।

২০১৬ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে, পোর্ট-অ-প্রিন্সে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ ঘটে, যেখানে বন্দুকযুদ্ধের ফলে বহু নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারায়। একই সময়ে, বিরোধীদের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে কোনো গ্রেপ্তার বা বিচার হয়নি। রাষ্ট্রপ্রধান নিজেই তার প্রতিপক্ষদের দমন করতে কঠোর দমন-পীড়নের নীতি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও সেই একই সহিংসতার শিকার হন, যা তিনি রাস্তায় বিক্ষোভ দমন করতে ব্যবহার করেছিলেন। শুধুমাত্র বহিরাগত অনুপ্রবেশকারীদের সহায়তার ওপর নির্ভরশীল এবং জনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কোনো গণতান্ত্রিক আদেশ মেনে না চলা একটি শাসনব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবীভাবে পতনের মুখে পড়ে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মিলিশিয়া ও অপরাধী গ্যাংগুলোর ব্যবহার আসলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মাফিয়াকরণকে নির্দেশ করে, যা ধীরে ধীরে মাদক পাচারকারীদের ক্ষমতার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পতিষ্ঠার নামে পরিচালিত কার্যক্রমগুলোর নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে তুলে দিয়েছে।

>>

> দাঙ্গা, গ্যাং এবং চাহিদামতো হত্যাকান্ড

সরকারি কর্মকর্তা ও দেশের প্রধান সড়ক, প্রবেশপথ (বন্দর, বিমানবন্দর ও সীমান্ত) নিরাপদ রাখতে বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার ব্যবহার একপ্রকার 'ট্রোজান হর্স' হিসেবে কাজ করেছে, যা অস্ত্র ব্যবসায়ীদের জন্য আরও সহজ অনুপ্রবেশের সুযোগ তৈরি করেছে। ১৯৯৫ সালে হাইতির সেনাবাহিনী ভেঙে দেওয়ার পর থেকেই এই প্রবণতা বাড়তে থাকে। ২০১৮ সালের মার্চে, রাজধানীর সবচেয়ে বঞ্চিত এলাকায়, লা সালিনে, যেখানে বহু সরকারবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল, এক ভয়াবহ গণহত্যা সংঘটিত হয়। কুখ্যাত গ্যাং নেতা জিমি শেরিজিয়েরের (যিনি 'বারবিকিউ' নামে পরিচিত) অনুসারীরা ৮০ জনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করে। নিহতদের কেউ কেউকে কেটে টুকরো করে পুড়িয়ে ফেলা হয়, যা তার ডাকনাম 'বারবিকিউ' এর নির্মম সত্যতাকে তুলে ধরে। তার মা একসময় শহরের ফুটপাথে গ্রিল করা সসেজ বিক্রি করতেন, সেখান থেকেই এই নামকরণ। আজ পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ডের জন্য কোনো গ্রেপ্তার হয়নি বা কোনো তদন্ত হয়নি, আর ভুক্তভোগীদের পরিবার নিরব রয়েছে প্রতিশোধের ভয়ে।

২০১৮ সালের জুলাইয়ে বিক্ষোভ আরও তীব্র হয়, এবং সরকার দাঙ্গা ও রাস্তায় ব্যারিকেডের মুখোমুখি হয়। রাজধানীর প্রধান সড়কগুলো এক সপ্তাহেরও বেশি সময় অবরুদ্ধ থাকার পরও সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে সক্ষম হয়, তবে এর মূল্য ছিল গ্যাংদের সাহায্যে চালানো ভয়াবহ দমন-পীড়ন। দরিদ্র এলাকায় নৃশংসতার মাত্রা চরমে পৌঁছায়। সাধারণ মানুষ সশস্ত্র গ্যাংদের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, যারা নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ এবং ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করছিল আর পুলিশ ছিল পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়। ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে, সরকারবিরোধীদের ধারাবাহিকভাবে হত্যা করা হয়, কিন্তু অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ২০২০ সালের ২৮ আগস্ট খুন হন মনফেরিয়ে ডরভাল, যিনি একজন বিশিষ্ট আইনজীবী এবং পোর্ট-অ-প্রিন্স বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রপতির গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান পরিবর্তনের প্রস্তাবের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। ২০২১ সালের ২৯ জুন খুন হন অ্যান্টোয়ানেট ডুক্লেয়ার, যিনি ছিলেন একজন সাংবাদিক এবং সরকারের কট্টর সমালোচক। তাদের হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত এখনো অস্পষ্ট, তবে অনেকের ধারণা, এই হত্যাকাণ্ড সরাসরি প্রেসিডেন্ট প্যালেসের নির্দেশেই সংঘটিত হয়েছিল।

এই প্রেক্ষাপটেই প্রেসিডেন্ট জোভেনেল মইজকে হত্যা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অ্যারিয়েল হেনরি ক্ষমতা গ্রহণ করলেও, তাঁর ক্ষমতা সঙ্গে সঙ্গেই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে, কারণ হত্যাকাণ্ডের মাত্র দুই দিন আগে বরখাস্ত হওয়া তাঁর পূর্বসূরির সমর্থকেরা তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। জুলাই ২০২১ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সালে তাঁর পতন পর্যন্ত, হেনরির সরকার অসহায়ভাবে দেখেছে কীভাবে পোর্ট-অ-প্রিন্স মহানগরীর ৮০% অঞ্চল এক ভয়াবহ অপরাধী জোটের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। 'ভিভ আনসানম' নামের এই জোটের হাতে ছিল ৬ লাখেরও বেশি যুদ্ধাস্ত্র। কুখ্যাত গ্যাং নেতা জিমি শেরিজিয়ের, যিনি এই অপরাধী চক্রকে কঠোরভাবে পরিচালনা করেন, ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তার প্রথম আক্রমণ চালান। নিজের কার্যকলাপকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য শেরিজিয়ের ছদ্ম-বিপ্লবী ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু বাস্তবে, তার গ্যাং রাজধানীর দরিদ্রতম অঞ্চলগুলোর (বেল এয়ার, ডেলমাস, গ্র্যান্ড রাভিন ইত্যাদি) ওপর তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ নিজেদের বঞ্চিত জনগণের রক্ষক হিসেবে উপস্থাপন করছে।

> যুদ্ধবাজদের উত্থান এবং প্রেসিডেন্সিয়াল ট্রানজিশনাল কাউন্সিল (প্রেসিডেন্সিয়াল অস্থায়ী সভা)

একটি অকার্যকর এবং দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের কর্তৃত্ববাদী গতিপথের মুখে, বিরোধী দলের একটি অংশ ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী হেনরির পদত্যাগের দাবি জানায়। যখন কঠোর পুলিশি হস্তক্ষেপও বিক্ষোভকারীদের নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হয়, তখন রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য বেসরকারি মিলিশিয়াদের আনা হয়। সরকার মিলিশিয়াদের সহায়ক বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করে, যারা কোনো আচরণবিধি বা ন্যূনতম সম্মানবোধের ধারাবাহিকতা মানে না। এই মিলিশিয়ারা দরিদ্র এলাকায় গণহত্যা চালিয়ে, তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের নিরাশ নাগরিকদের বিতাড়িত করে। এখন যেহেতু তারা শাসকের কোনো নির্দেশনা ছাড়াই সৈন্য হিসেবে কাজ করছে, প্রাক্তন গ্যাং নেতারা যুদ্ধবাজে পরিণত হয়ে শহরের বাইরের অঞ্চলে তাদের নিজস্ব আইন প্রতিষ্ঠা করছে। ইজো, লানমো সাঞ্জু, টিলাপলি, চেন মেকান এবং বারবিকিউ এই নামগুলো এখন সরকারের মন্ত্রীর মতো পরিচিত হয়ে উঠেছে। এদিকে, সরকার ধীরে ধীরে তারই সাহায্যে গড়ে তোলা গ্যাংগুলোর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে।

গ্যাংগুলো প্রতীকী ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোতে আক্রমণ চালিয়েছে, যা ভয় সৃষ্টি করেছে যে বারবিকিউ হয়তো যেকোনো সময়ে জাতীয় প্রাসাদ দখল করতে পারে। রাষ্ট্রের অস্থিতিশীলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সশস্ত্র গুন্ডাবাহিনী প্রধানমন্ত্রীকে বিদেশ সফর শেষে হাইতিতে ফিরে আসতে বাধা দেয় এবং তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। তাঁর পরাজয়, শুধুমাত্র অক্ষমতাকে সরিয়ে দেওয়ার সুযোগ না, বরং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের পতনকেও প্রতিফলিত করে। এটি ব্যাখ্যা করে কেন বারবিকিউ তার জনসম্মুখ বিবৃতিতে প্রেসিডেন্সিয়াল ট্রানজিশনাল কাউন্সিলের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতায় সরাসরি অংশগ্রহণের দাবি করছে, যা ২০২৪ সালের ৩০ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়। তার ছদ্ম-বিপ্লবী ভাষা কিছু তরুণের মধ্যে সাড়া ফেলেছে, যারা রাজনৈতিক ক্ষমতার অপরাধের দিকে ঢলে পড়া দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

> একটি জাতি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন

হাইতির জনগণের মধ্যে হতাশার পরিমাণ তার বৈষম্যের মাত্রার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, এবং এই বৈষম্য দূর করতে কোনো কার্যকর সমাধান খুঁজে পাওয়ার কঠিনতা ক্রমশ বাড়ছে। হাইতির জনসংখ্যার প্রায় ২০%, ৬৫% জাতীয় সম্পদের মালিক, আর সবচেয়ে দরিদ্র ২০% মানুষের হাতে রয়েছে মাত্র ১% সম্পদ। এটা যেন এক বৈপ্লবিক সময়ের ডাক দেয় কিন্তু বৃহত্তর জনগণ এই আন্দোলনে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, ফলে এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী তাদের সমতার অনুপস্থিতি এবং ব্যঙ্গাত্মক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিবাদ জানাতে অস্বস্তি প্রকাশ করছে। শহরতলির কাজকর্মে ব্যস্ত মানুষগুলো, যারা তাদের নিত্যকার জীবিকা অর্জন নিয়ে এতটাই উদ্বিগ্ন, তারা কোনো বিক্ষোভে অংশ নিতে পারছে না। এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যারা দেশান্তরিত হয়েছে (এমনকি মাস্টার্স বা উচ্চতর ডিগ্রি ধারী ৮৫% মানুষ বিদেশে বসবাস করছে), তারা বিক্ষোভে অংশ নেয় না, কারণ তারা ক্ষুব্ধ জনতার সহিংসতার ভয়ে রয়েছে।

একটি সামাজিক পিরামিডের শীর্ষে, যেখানে শীর্ষের পেছনের অংশ অনিরাপদ এবং নীচের অংশ বিপজ্জনকভাবে প্রসারিত, অলিগার্কি ক্রমশ একটি অপরাধী জগতের সাথে একত্রিত হচ্ছে যাতে তারা টিকে থাকতে পারে। বহু ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিক (সেনেটর এবং সংসদ সদস্য সহ) বিভিন্ন প্রকার পাচারে যুক্ত। সেটি হোক হাইতির ডোমিনিকান রিপাবলিক সীমান্তে, জামাইকায় সাগর সীমান্তে বা ক্যারিবিয়ান রাষ্ট্রগুলোর (ফ্লোরিডা, কলম্বিয়া, পানামা) আকাশ সীমান্তে, হাইতি একটি নেটওয়ার্কের কেন্দ্রবিন্দু, যা অবৈধ অস্ত্র এবং মাদক পাচারের সাথে সংযুক্ত। এই নেটওয়ার্কটি হাইতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বুনিয়াদে জায়গা করে নিয়েছে, এমনকি তা সার্বজনীন ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

> যাওয়া আসা এবং বাইরের অবস্থান

১৯৯৪ সালে নির্বাসন থেকে ফেরার পর, প্রেসিডেন্ট জ্যাঁ-বের্ত্রাঁ আরিস্তিদ হাইতির সশস্ত্র বাহিনী বিলুপ্ত করেন। সহিংসতা বাড়ানোর এক দশক পর,

>>

২০০৪ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত, জাতিসংঘ মিশনের উপস্থিতির কারণে দেশ কিছু-টা শান্তি উপভোগ করেছিল। MINUSTAH, যা ১০,০০০ সেনা ও পুলিশ সদস্য নিয়ে গঠিত ছিল, রাজধানীর সবচেয়ে অশান্ত অঞ্চলের শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছিল, তবে এই শান্তি আনা হয়েছিল অনেক সময় রক্তাক্ত দামে। বিশেষত, ব্রাজিলীয় সামরিক পুলিশ দ্বারা করা 'প্যাসিফিকেশন' নানা স্মৃতি এবং দেয়ালে চিহ্ন রেখে গেছে। ২০১৮ সালে জাতীয় পুলিশ ছিল মাত্র ১০,০০০ সদস্যের, কিন্তু বর্তমানে তা প্রায় ৭,০০০-এ নেমে এসেছে, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ভিসা ছাড়া অভিবাসনের সুযোগের মাধ্যমে অনেক কর্মীকে আকর্ষণ করেছে।

পোর্ট-অ-প্রিন্স মহানগর এলাকায় কয়েকশো গ্যাং সক্রিয় বলে জানা যায়। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে, এই গ্যাংগুলো 'ভিভ আনসানম' নামের একটি জোট গঠন করে, যার নেতৃত্বে ছিলেন জিমি শেরিজিয়ের (বা বারবিকিউ), এবং যেমনটি আমি বলেছি, তারা শাসনক্ষমতার কেন্দ্রগুলোতে আক্রমণ চালায়। জাতীয় কারাগারে আক্রমণ করার পর, বহু অপরাধী, যারা দীর্ঘদিনের কারাদণ্ড ভোগ করছিল, মুক্তি পায়। এরপর, তারা স্কুল, পুলিশ স্টেশন, চার্চ, গ্রন্থাগার এবং মন্দিরে আক্রমণ চালায়। তারা প্রাসাদের সিঁড়িতে এসে থেমে যায়, কারণ চাম্প দে মার্স, রাজধানীর শক্তির কেন্দ্র, এক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়, প্রতীকী এবং বাস্তবিকভাবেই।

গ্যাং সহিংসতা থেকে 'বাইরের দেশ' বা প্রদেশগুলো তুলনামূলকভাবে অক্ষত রয়েছে। রাজধানী পোর্ট-অ-প্রিন্সের তুলনায়, যেখানে সহজেই অদৃশ্য হওয়া সম্ভব, প্রদেশগুলোতে প্রতিবেশী মনিটরিং এখনও অপরাধের প্রকাশের বিরুদ্ধে একটি বাধা হিসেবে কাজ করে এবং এখানে অপরাধী কার্যকলাপ একটি শত্রুভাবাপন্ন পরিবেশ পায়, কারণ স্থানীয় সম্প্রীতি এবং ঐক্য এখনো আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে কাজ করে।

শহরাঞ্চলের বস্তি এলাকায় আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে, যেখানে সন্ত্রাস, চুরি এবং ধর্ষণ একটি নিত্যকার ঘটনায় পরিণত হয়েছে। শহরের বাইরের মানুষজন এই এলাকা ছেড়ে প্রদেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে।

অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল এলাকা গুলোতে এর কোনো প্রভাব পড়েনি, যদিও ধনীরা সতর্ক অবস্থায় রয়েছেন: কারন তারা অপহরণকারীদের মূল লক্ষ্য, অপরাধী চক্র প্রধান সড়কগুলোতে ওৎ পেতে থাকে তাদের অপহরণ করার জন্যে।

এই পরিস্থিতিতে, কোনো দেশই হাইতিকে সাহায্য করতে রাজি নয়, কারণ তারা এই সহিংসতার চক্রে টানাপোড়েনে জড়ানোর ভয় পাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি সরাসরি হুমকির মুখে থাকা ডোমিনিকানরা তাদের সীমান্তে ৩৭০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের দেয়াল নির্মাণ করছে, যা ১৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ। কিউবা এই ছবির বাইরে, কারণ ১৯৬২ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র তাদের দেশে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কারণে তারা কোনো সাহায্য পাঠাতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র একমাত্র দেশ যেটি পরিস্থিতি পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে তবে ফ্লোরিডা থেকে হাইতিতে পৌঁছানো অস্ত্র পাচার ঠেকানোর জন্য কিছুই করছে না। আমি আগেই বলেছি, হাইতির মধ্যে বর্তমানে ৬০০,০০০ এর বেশি সামরিক অস্ত্র বিদ্যমান রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র পরিবর্তে কেনিয়াকে শান্তি মিশনের নেতৃত্ব দিতে বলেছে, কারণ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের একমত না হওয়ায় এখন আর শান্তি রক্ষা মিশন পরিচালনা করতে পারছে না।

গ্লোবাল অপরাধের মুখে, হাইতি এখন গণতন্ত্রের জন্য প্রথম সারির যোদ্ধা। দেশটি একা জর্জরিত হচ্ছে মাফিয়া তন্ত্রের নেটওয়ার্ক এবং অপরাধী সংগঠনগুলোর অপশাসনে, যাদের শক্তিশালী ঘাঁটি রয়েছে ফ্লোরিডা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং হাইতির দ্বীপ হিস্পানিওলাতে।তারা অর্থ এবং মানব সম্পদ পরিচালনা করার মাধ্যমে এমন ক্ষমতা রাখে যা রাষ্ট্রের কাছে নেই।

> মোহমুক্তির একাকীত্ব

জোভেনেল মুইজের শাসনকালের শেষ দিকে যে ছন্নছাড়া অস্থিরতা দেখা গিয়েছিল, তার পিছনে একটি গভীর নৈরাশ্য রয়েছে যা হাইতির জনগণকে কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবিয়েছে। জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশি দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে।প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স, যা বছরে ৪ বিলিয়ন ডলার, দেশের মৌলিক খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু দেশটি এতটুকু পণ্য বা সেবা উৎপাদন করতে পারে না যাতে সরকারী উন্নয়ন বাইরের সহায়তা ছাড়া চলতে পারবে। সরকার এই দুই ধরনের সহায়তার মাধ্যমে টিকে থাকে প্রবাসী রেমিট্যান্স এবং বন্ধুবান্ধব দেশগুলোর বাজেটে সহায়তা, তবে যখন আন্তর্জাতিক দানকারীরা তাদের অন্য অগ্রাধিকার নিয়ে কাজ করছে, তখন হাইতির ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকার দেখাচ্ছে। ২০১০-২০২০ সালের মধ্যে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির কারণে এবং তার ফলস্বরূপ, দরিদ্রদের ক্রয়ক্ষমতার হ্রাস, সবচেয়ে দুর্বল জনগণকে রাস্তায় ঠেলে দিয়েছে। সিটে সোলেইল, কানান, পার্নিয়ের এবং কারফুরের মতো অবহেলিত এলাকায় বসবাসরত যুবকরা, যারা শিক্ষা এবং ভবিষ্যতের জন্য কোন দৃষ্টিভঙ্গি রাখে না, তারা চরমপন্থী রাজনীতিবিদদের শিকার হয়ে তাদের মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার হওয়ার জন্য বিক্ষোভে অংশ নেয় এবং গ্যাংগুলো তাদের নিয়োগ করে সবচেয়ে নৃশংস সহিংস কাজ করতে।

শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে, সামাজিকভাবে অবহেলিতরা একটি ভূখণ্ডীয় স্তরে যুদ্ধ জিতেছে। সন্ত্রাসীরা, যারা আগে থেকেই রাজধানীর সবচেয়ে দরিদ্র এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তারা শহরের কেন্দ্র এবং প্রধান সড়কগুলো পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করেছে, যার ফলে পোর্ট-অ-প্রিন্স মহানগর এলাকার ৮৫%-এরও বেশি এলাকা তাদের দখলে চলে গেছে। রাষ্ট্রের পতন এই অপরাধী চক্রের দৌরাত্ম্যের কারনে হয়েছে। যখন সহিংসতা চরমে পৌঁছেছে, তখন গ্যাংগুলো সামাজিক নেটওয়ার্কে যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে, তা হাইতির আইনের শাসনকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দিয়েছে। ■

সরাসরি যোগাযোগ:
জ্যাঁ-মারি থেওডাট <Jean-Marie.Theodat@univ-paris1.fr>

অনুবাদক:
ফারহীন আক্তার ভূঁইয়া, সাইন্স এন্ড হিউম্যানিটিজ বিভাগ (সমাজবিজ্ঞান),
মিলিটারি ইন্সটিটিউট অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি

> আমেরিকায় 'সবুজ' নিষ্কাশন সম্পর্কিত দ্বন্দের মানচিত্রায়ন

মারিয়ানা ওয়াল্টার, ইনস্টিটিউট বার্সেলোনা ডি এস্টুডিস ইন্টারন্যাশনালস (আইবিইআই), স্পেন এবং গ্লোবাল অ্যাটলাস অফ ইনভায়রনমেন্টাল জাস্টিস (ইজেঅ্যাটলাস); **ইয়ানিক ডেনিউ**, জিওকমিউনস, মেক্সিকো; **ভিভিয়ানা হেরেরো ভার্গাস**, মাইনিং ওয়াচ কানাডা, কানাডা

সাম্প্রতিক এক প্রকাশনায় সবুজ প্রবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ধাতু ও খনিজ পদার্থের উত্তোলন এবং এর সাথে সম্পর্কিত জ্বালানি ও ডিজিটাল পরিবর্তন কীভাবে আমেরিকাতে বিস্তৃত হচ্ছে এবং এর প্রভাব ও প্রতিরোধ তৈরি করছে তা নথিভুক্ত করার জন্য আমরা গ্লোবাল অ্যাটলাস অফ ইনভায়রনমেন্টাল জাস্টিস (ইজেএটলাস) এর গবেষক, মাইনিং ওয়াচ কানাডা, ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় এবং সামাজিক সংগঠন এর দ্বারা যৌথভাবে প্রযোজিত একটি মানচিত্রায়ন প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করেছি। এই গবেষণাপত্রটি সবুজ নিষ্কাশন সীমান্ত সম্প্রসারণের রাজনীতিকে রূপদানকারী কিছু প্রক্রিয়া এবং আলোচনা বিশ্লেষণ করে এবং কীভাবে এই ধরনের প্রক্রিয়াগুলো বিশ্বায়ন এবং অবিশ্বায়নের (অনশোরিং বা রিশোরিং) গতিশীলতার উপর চাপ সৃষ্টি করছে তা অনুসন্ধান করে।

আমরা আমেরিকার নয়টি দেশে - আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, চিলি, পেরু, ইকুয়েডর, পানামা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় - লিথিয়াম, কপার এবং গ্রাফাইট নিষ্কাশনের সাথে সম্পর্কিত ২৫টি বৃহৎ পরিসরের খনির দ্বন্দ্ব নথিভুক্ত করেছি। ৩০টিরও বেশি সংস্থা এবং এক ডজনেরও বেশি গবেষক এই যৌথ প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা কেস স্টোরিগুলো যৌথভাবে তৈরি করতে এবং গ্লোবাল অ্যাটলাস অফ ইনভায়রনমেন্টাল জাস্টিস - এ একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত মানচিত্র তৈরি করতে ফিল্ড থেকে বিভিন্ন জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা অর্জন করে।

প্রতিরোধ আন্দোলনের স্থানীয়করণ

সূত্র: প্রস্তুত করেছেন ওয়াই. দেনিয়ু।
বিশ্লেষণ: চিত্রটিতে নথিভুক্ত ২৫টি ঘটনার বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট পণ্যের তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। ধূসর বিন্দুগুলো EJAtlas-এ চিহ্নিত অন্যান্য প্রতিরোধ আন্দোলন দেখাচ্ছে, যেগুলো এই মানচিত্রায়ণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

> একটি নিষ্কাশনমূলক পরিবর্তন

২০২০ সালে, বিশ্বব্যাংক অনুমান করেছিল যে আগামী ৩০ বছরের মধ্যে বৈশ্বিক জ্বালানির পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে এবং ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি এড়াতে ৩ বিলিয়ন টন খনিজ ও ধাতু উত্তোলন করা প্রয়োজন। বিদ্যুৎ গ্রিড, বৈদ্যুতিক যানবাহন, সৌর ও বায়ু শক্তি, ব্যাটারি ইত্যাদির মতো প্রযুক্তি এবং অবকাঠামোর উন্নয়নের জন্য তামা, গ্রাফাইট, নিকেল, দস্তা, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, লিথিয়াম, কোবাল্ট বা বিরল মৃত্তিকার মতো ধাতু ও খনিজ পদার্থের চাহিদা বর্তমানে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে । বিভিন্ন ধরনের ধাতু ও খনিজের নজিরবিহীন নিষ্কাশনের তাগিদ থেকে আধিপত্যবাদী শক্তি ও ডিজিটাল রূপান্তরের পরিস্থিতি স্পষ্টত পরিলক্ষিত।

সরকার এবং বেসরকারি খাতের সংশ্লিষ্টরা বিস্তৃত পরিসরের ধাতু ও খনিজ পদার্থ এবং তাদের সরবরাহ শৃঙ্খল সুরক্ষিত করার জন্য যে তাগিদ দেখিয়েছেন, তা নিষ্কাশন সীমানার ক্রমাগত সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করছে, নিষ্কাশন চাপকে আরও বাড়িয়ে তুলছে এবং দক্ষিণ বিশ্বে প্রতিরোধের ইন্ধন জোগাচ্ছে, পাশাপাশি শিল্পোন্নত অর্থনীতিতেও নিষ্কাশন সংঘাতের জন্ম দিচ্ছে। আমেরিকা মহাদেশে নিষ্কাশন সংক্রান্ত উত্তেজনা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক: কেননা মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ অনুসারে, এ মহাদেশে তামা, লিথিয়াম, বিরল মাটি, নিকেল এবং গ্রাফাইটের জ্ঞাত বৈশ্বিক মজুদের উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে। একত্রে উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ ইতোমধ্যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর সাথে তামা ও লিথিয়ামের বড় অংশ নিষ্কাশন করছে। কয়েক দশক ধরে, ল্যাটিন আমেরিকা বিশ্বব্যাপী খনি বিনিয়োগের প্রায় এক তৃতীয়াংশের গন্তব্যস্থল হয়ে উঠেছে।

> ডিকার্বনাইজেশন কনসেনসাস

নতুন এই বৈশ্বিক পণ্যের উত্থান ডিকার্বনাইজেশন এবং জ্বালানি নিরাপত্তার দিকে পরিচালিত এবং মূলধারার বৈশ্বিক জ্বালানি পরিবর্তনের পথগুলো দ্বারাই চালিত। ব্রেনো ব্রিঙ্গেল এবং মারিস্টেলা স্বাম্পা ডিকার্বনাইজেশন কনসেনসাস ধারণাটি প্রস্তাব করেছেন যাতে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে কম কার্বন প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে একটি হ্রাসকৃত কার্বন নির্গমন অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য উদীয়মান পুঁজিবাদী চুক্তি তৈরি করা যায়। তাদের মতে, এই ঐক্যমত এই আলোচনার উপর ভিত্তি করে তৈরি যে বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু সংকট মোকাবেলা করার জন্য, ডিজিটালাইজেশনের সাথে উৎপাদন ও ভোগের

>>

কৃতিত্ব: ম্যাথিউস রিবস, @o.ribs, ২০২১।

বিদ্যুতায়নের উপর ভিত্তি করে একটি রূপান্তর প্রয়োজন। তবুও, জলবায়ু এবং আর্থ-সামাজিক-পরিবেশগত সংকট মোকাবেলা করার পরিবর্তে, এই ঐক্যমত সামাজিক-পরিবেশগত বৈষম্য বৃদ্ধি, সাধারণ সম্পদের শোষণকে ইন্ধন এবং প্রকৃতির পণ্যায়ন স্থায়ীকরণের মাধ্যমে এই সংকট তৈরিতে অবদান রাখছে বলে মনে হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, বিভিন্ন কর্মী এবং পণ্ডিতগণ (যেমন ল্যাং, হ্যামোচেন, স্যান্ডওয়েল, ব্রিঙ্গেল এবং সোয়াম্পা) দ্বারা এই প্রক্রিয়াটি শক্তি উপনিবেশবাদকে আরও বাড়িয়ে তুলছে এবং গ্লোবাল সাউথ-এ পরিবেশগত অবক্ষয়ের একটি নতুন পর্যায় উন্মোচন করছে বলে উল্লেখ করেন।

সবুজ নিষ্কাশনবাদ ধারণাটি এমন একটি বিরোধকে কাঠামোবদ্ধ করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল যেখানে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারে ভরা পরিবেশগতভাবে ধ্বংসাত্মক নিষ্কাশন এবং সঞ্চয়কে পরিবেশগত এবং জলবায়ু সংকটের সমাধান হিসাবে প্রচার করা হয় (ভোসকোবয়নিক এবং আন্দ্রেউচ্চি, অথবা জোগ্রাফোস এবং রবিনস দেখুন)। বিশ্বব্যাপী আদিবাসী এবং তাদের অঞ্চলের উপর জ্বালানি ও ডিজিটাল রূপান্তর, জীববৈচিত্র্য এবং বন উজাড়ের ঝুঁকি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে সম্পর্কিত নিষ্কাশনমূলক কার্যকলাপের প্রভাবের ক্রমবর্ধমান প্রমাণ রয়েছে।

> ভূরাজনীতির পরিবর্তন এবং (অ)বিশ্বায়ন

সবুজ প্রবৃদ্ধির এজেন্ডা এবং তাদের রূপান্তরের জন্য সবুজ নিষ্কাশন সীমানার বর্তমান সম্প্রসারণ বিবেচনা করলে আন্তঃসম্পর্কিত প্রক্রিয়াগুলোকে পরস্পরের সাথে একত্রিত হতে দেখা যায়। কোভিড-১৯ মহামারী এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের ফলে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ এবং জ্বালানি সরবরাহের জন্য সরবরাহ শৃঙ্খলের উপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। অধিকন্তু, কোভিড-১৯ একটি গুরুতর মন্দা এবং সরকারি ঋণের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছে, বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথে, যেখানে নিষ্কাশনবাদী নীতিগুলোকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক সংগঠনগুলো এই সত্যের নিন্দা করেছে যে কোভিড-১৯ কে সরকার এবং কোম্পানিগুলো নিষ্কাশন কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছে, যা সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে এবং পর্যাপ্ত অংশগ্রহণ বা পরামর্শ ছাড়াই এবং জনসাধারণের কার্যকর প্রতিবাদের সম্ভাবনা ছাড়াই বিতর্কিত প্রকল্পগুলোর অনুমোদন ত্বরান্বিত করেছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ এবং সরবরাহ শৃঙ্খল সম্পর্কিত নির্ভরতা এবং দুর্বলতার বিভিন্ন ধাতু এবং খনিজ পদার্থের চাহিদার অভূতপূর্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি এই সম্পদের ভাণ্ডার সুরক্ষিত করার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে। এধরণের মূল্যায়নগুলো নির্দিষ্ট উপকরণসমূহ ব্যবহার করার জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর (বিশেষত চীন) উপর প্রবল নির্ভরতার ইঙ্গিতও দেয়। গুরুত্বপূর্ণ উপকরণের সরবরাহ শৃঙ্খল সুরক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। অধিকন্তু, সরকার এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো উল্লেখ করে যে খনিগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপকরণের চাহিদার অভূতপূর্ব বৃদ্ধির সাথে সাড়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট দ্রুত উন্নত হচ্ছে না; প্রতিক্রিয়া হিসাবে, দ্রুত-ট্র্যাক অনুমতি এবং পর্যালোচনা প্রক্রিয়াগুলোকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ শৃঙ্খল সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে, বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআই) এর অধীনে ল্যাটিন আমেরিকাসহ বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ ধাতু ও খনিজ খনির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বিনিয়োগ করা হচ্ছে। ইইউ

>>

এর আন্তর্জাতিক কৌশলগুলোর মধ্যে রয়েছে কাঁচামাল সম্পর্কিত কৌশলগত অংশীদারিত্ব, বিশেষ জ্বালানি ও কাঁচামালের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, অথবা গ্লোবাল গেটওয়ে। বর্তমানে চিলি, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো এবং কানাডাসহ অন্যান্য দেশের সাথে এই ধরনের চুক্তি করা হচ্ছে।

এইভাবে, দেশগুলো সরবরাহ শৃঙ্খলের দুর্বলতা, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, এবং সামরিক লক্ষ্যসহ জ্বালানি ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আকাঙ্ক্ষা মোকাবেলায় বিস্তৃত উপকরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিযোগিতা করছে। এই প্রতিযোগিতার ফলে সুরক্ষাবাদ এবং সম্পদ জাতীয়তাবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিকন্তু, সরবরাহ শৃঙ্খল সুরক্ষিত করার তাগিদ শিল্পোন্নত অর্থনীতির বাইরে এবং ভিতরে, পুরাতন এবং নতুন উভয় স্থানেই উত্তোলন (এবং প্রক্রিয়াকরণ) কার্যক্রমের সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করছে। যেসব দেশ এই মাইনিং কার্যক্রমগুলো বন্ধ করেছিল, সেখানে তা পুনরায় চালু করা হচ্ছে। তবে, এর সাথে সম্পর্কিত প্রভাব এবং প্রতিরোধ বিশ্বায়ন (যেমন, সরবরাহ শৃঙ্খলের ব্যাঘাত এবং বিতর্ক বৃদ্ধি) এবং বিশ্বায়নের অ-বিশ্বায়ন (অনশোরিং) গতিশীলতার উপর উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলছে, ফলে বর্তমান প্রবৃদ্ধি এবং ভোগের প্রবণতার সীমাবদ্ধতা, সেইসাথে বিশ্বায়নের একটি নতুন পর্যায়ের সম্ভাব্য সীমা তুলে ধরা হচ্ছে।

> সবুজ নিষ্কাশন সীমান্ত সম্প্রসারণের আলোচনা এবং প্রক্রিয়াগুলোর মানচিত্রায়ন

আমরা এখানে যে মানচিত্রায়ন প্রক্রিয়াটির কথা বলছি সেখানে সবুজ নিষ্কাশন সীমান্তের সম্প্রসারণকে রূপদানকারী কিছু প্রক্রিয়া নথিভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, সরকার, উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এবং কর্পোরেশনগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিষ্কাশন প্রকল্পগুলোর অনুসরণকে ইতিবাচক এবং জরুরি স্থানীয়, জাতীয় (উন্নয়ন, সবুজ রূপান্তর বা সুরক্ষা) এবং বৈশ্বিক (জলবায়ু এবং মানব পরিত্রাণ, প্রশমন বা স্থায়িত্ব) লক্ষ্য হিসাবে উল্লেখ করে। এই ধরনের ভাষ্য খনন প্রতিরোধকে স্বার্থান্বেষী, দায়িত্বহীন বা অজ্ঞতাপূর্ণ হিসেবে চিত্রিত করে।

তবে, পাল্টা ভাষ্যসমূহ মূলধারার ভাষ্যকে মোকাবিলা ও বিপর্যস্ত করে, অসম ক্ষমতার সম্পর্ক এবং সামাজিক-পরিবেশগত অবিচারকে চ্যালেঞ্জ জানায়। সামাজিক-পরিবেশগত আন্দোলন এবং আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর দাবি যে তাদের ভূখণ্ডগুলো আত্মত্যাগের অঞ্চলে পরিণত হচ্ছে, যা সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত দুর্বলতা বৃদ্ধি করছে এবং সংবেদনশীল ও অজ্ঞাত বাস্তুতন্ত্র, জলের উৎস এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। গ্লোবাল সাউথে স্থানীয় প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে অপরাধীকরণ ও সহিংসতার ঘটনা বারবার ঘটছে, অন্যদিকে, আমেরিকা মহাদেশজুড়ে অপর্যাপ্ত এবং অকার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার অভিযোগ উঠছে। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত অনুমোদন প্রক্রিয়া সামাজিক অস্থিরতা বাড়িয়ে তুলছে।

যদিও এটি একটি প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা নয়, তবে মানচিত্রায়িত ২৫টি খনন সংঘাতের মধ্যে ২০টিই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব ফেলে। এর মধ্যে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে নথিভুক্ত ছয়টি ঘটনার মধ্যে চারটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা বেশিরভাগই নতুন প্রকল্প। আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা সেসব ঔপনিবেশিক রীতি-নীতির নিন্দা করে যা সবুজ উত্তোলন/নিষ্কাশন সীমান্তের সম্প্রসারণের নকশা তৈরি করছে, মানবজাতির প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের পরিবর্তে ঝুঁকির মুখে ফেলে মানুষ ও ভূখণ্ডকে আত্মত্যাগে বাধ্য করছে ।

অনেক নথিভুক্ত ঘটনা আমেরিকা মহাদেশ জুড়ে নিষ্কাশন সীমানা এবং সামাজিক-পরিবেশগত উত্তেজনার সম্প্রসারণের চিত্র তুলে ধরে। ইতিমধ্যেই দীর্ঘস্থায়ী এবং তীব্র সামাজিক-পরিবেশগত চাপের শিকার অসংখ্য অঞ্চল তীব্রতর প্রভাব এবং সংঘাতের সম্মুখীন হচ্ছে, যা দায়িত্বের অসম বন্টনকে আরও গভীর করে তুলছে। আন্দালগালাতে (আর্জেন্টিনা), আলগারোবো অ্যাসেম্বলি আগুয়া রিকা এবং লা আলুম্ব্রেরা (এমএআরএ) কপার এবং মলিবডেনাম প্রকল্পের উন্নয়নের বিরোধিতা করে। স্থানীয় সম্প্রদায় মূলত পানির উৎস এবং হিমবাহ ও উপ-হিমবাহ অঞ্চলের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন। এই উদ্বেগ বিশ বছর ধরে পরিচালিত আলুম্ব্রেরা খনির নেতিবাচক অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত, যার ফলে পরিবেশগত অবক্ষয়, পানি দূষণ এবং কৃষি জমি হ্রাস পেয়েছে। আলুম্ব্রেরা প্রকল্পের লক্ষ্য ৩৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আগুয়া রিকা থেকে সম্পদ প্রক্রিয়াজাতকরণ করা। তবে, এই অঞ্চলটি ইতিমধ্যেই গুরুতর পানি স্বল্পতার মুখোমুখি, যার ফলে বারবার পানি, পরিবেশগত এবং কৃষি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হচ্ছে। আলগারোবো অ্যাসেম্বলি নিন্দা জানিয়েছে যে কোম্পানিটি প্রতিদিন ৩০ কোটি লিটার পানি ব্যবহার করবে যা ১২,৬০০ স্থানীয় বাসিন্দার ব্যবহৃত পরিমাণের চেয়ে ছয় গুণ বেশি। বিশ বছরের পুরনো এই প্রতিরোধ আন্দোলন সহিংসতা এবং অপরাধপ্রবণতার মুখোমুখি হয়েছে। কানাডায়, উত্তর আমেরিকান লিথিয়াম (এনএএল) প্রকল্পের বিরোধিতাকারী সম্প্রদায়গুলো সরকারি প্রমাণের ভিত্তিতে প্রকল্পের বিদ্যমান প্রভাব এবং অপর্যাপ্ত হাইড্রোজিওলজিক্যাল গবেষণার বিষয়টি উত্থাপন করে। পেরুর চুম্বিভিলকাসে, আদিবাসী সম্প্রদায় লা কনস্টানসিয়া তামা খনির কারণে গুরুতর পরিবেশগত ও পানিসম্পদ সংক্রান্ত ক্ষতির অভিযোগ করেছে। একইভাবে, চিলিতে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন গোষ্ঠী পুন্টা নেগ্রো লবণাক্ত সমতলের ভূগর্ভস্থ পানিস্তরের ক্রমাগত, স্থায়ী, ক্রমবর্ধমান এবং অপূরণীয় ক্ষতির জন্য লা এসকোন্ডিডা খনির নিন্দা করে।

লিথিয়াম নিষ্কাশনের বিরোধী গোষ্ঠীগুলো যুক্তি দেয় যে পরিবেশগত মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াগুলো বিভিন্ন খনন প্রকল্পের সম্মিলিত প্রভাব যথাযথ ভাবে বিবেচনা করে না। আর্জেন্টিনায়, ফান্ডাসিওন ইউচান হোমব্রে মুয়েের্তো লবণাক্ত অঞ্চলে একাধিক লিথিয়াম ব্রাইন প্রকল্প চিহ্নিত করে একটি মানচিত্র তৈরি করেছে। এই মানচিত্রের উদ্দেশ্য ছিল পৃথক প্রকল্পগুলোর পরিবর্তে একটি ভূখণ্ডভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলন করা, যেখানে পানির ওপর সম্মিলিত চাপকে তুলে ধরা হয়েছে - যেটি তাদের দাবি অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত। এই বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গিটি ২০২৪ সালের মার্চ মাসে নতুন লিথিয়াম খনন লাইসেন্স স্থগিত করার জন্য আদালতের রায় পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। স্থানীয় সম্প্রদায়গুলো যুক্তি দিয়েছিল যে পানির প্রাপ্যতার উপর চলমান প্রভাব যেমন, নদী ও পরিবেশ শুকিয়ে যাওয়া, প্রাণীর স্থানান্তরিত হওয়া বা মারা যাওয়া, এবং জীবিকা ব্যাহত হওয়া - এসবের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও নতুন এবং সম্প্রসারিত লিথিয়াম খনি অনুমোদনের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

সহ-প্রযোজিত ম্যাপিং যা এই গবেষণাপত্রটি করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল তার উদ্দেশ্য হল বিশ্লেষণকে স্কেলার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরিয়ে স্থানীয় ও মহাদেশীয় নিষ্কাশন সীমান্তের সম্প্রসারণ, স্থানীয় এবং সমষ্টিগত প্রভাব, সম্ভাব্য প্রভাব এবং প্রতিরোধের পর্যালোচনা করা।

> চূড়ান্ত মন্তব্য

পরিবেশগত অবক্ষয় ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, তবুও "সবুজ নিষ্কাশনের সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে তৃণমূল পর্যায়ের সামাজিক প্রতিরোধের গুরুত্বকে অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়। বিশেষজ্ঞরা যুক্তি দেন যে যখন আমরা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ এবং ধাতুর সংকটজনিত পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, তখন পরিবেশগত, সামাজিক ও প্রশাসনিক বিষয়গুলো আগামী দশকগুলোতে ধাতু ও খনিজ সরবরাহ শৃঙ্খলের জন্য প্রধান ঝুঁকি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে, যা সরাসরি এসব খনিজের মজুত নিঃশেষের চেয়েও বড় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠবে। প্রকৃতপক্ষে, স্থানীয় সম্প্রদায় এবং সামাজিক-পরিবেশগত সংস্থাগুলো বিশ্বব্যাপী নিষ্কাশন সীমানা সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললেও, সামাজিক-পরিবেশগত প্রভাব এবং খনন প্রতিরোধের ফলে সবুজ প্রবৃদ্ধি ও পরিবর্তন এজেন্ডাগুলোর জন্য যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় তা নিয়ে সরকার এবং

>>

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে উদ্বিগ্ন। সংঘাত বিশ্বব্যাপী নিষ্কাশন প্রকল্পগুলোকে বিলম্বিত ও বন্ধ করে দিচ্ছে, যার ফলে বিলম্বজনিত কারণে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাওয়া সহ হাজার থেকে মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত আবশ্যিক ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন স্পেন, সার্বিয়া, পানামা এবং আর্জেন্টিনা সহ বেশ কয়েকটি দেশে খনন প্রকল্প বাতিল করতে বাধ্য করেছে। রাজনৈতিক ঝুঁকিও অত্যন্ত বেশিঃ ২০২৩ সালে, পর্তুগালে লিথিয়াম খনি উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ দেশটির প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল।

উপরন্তু, যদিও এই গবেষণাপত্রটি মূলত নিষ্কাশনের উপর কেন্দ্রীভূত, তবে সমগ্র সরবরাহ শৃঙ্খলে বিভিন্ন স্তরে নতুন নতুন টানাপোড়েন সৃষ্টি হচ্ছে, যার মধ্যে প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন, বর্জ্য নিষ্পত্তি/রিসাইক্লিং, এবং নিম্ন-কার্বন শক্তি উৎপাদন (যেমন, সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎ) এবং অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত। সবুজ প্রবৃদ্ধির ধারণা দ্বারা চালিত অভূতপূর্ব মাত্রার খনিজ নিষ্কাশন ও ভোগের চাপ নতুনভাবে "সবুজ" নিষ্কাশন সীমানা এবং সরবরাহ শৃঙ্খলকে অনাবিষ্কৃত অঞ্চল আবিষ্কারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে নিষ্কাশনের এক নতুন মাত্রা ও গতি, এর প্রভাব সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা, এবং গভীর সমুদ্র বা ভূস্থলের মতো নতুন সীমানা অনুসন্ধান - যা কেবল গ্লোবাল সাউথ নয়, শিল্পোন্নত অর্থনীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমরা দেখেছি, এই প্রক্রিয়াটি পরিবেশগত সংকটকে আরও প্রবল করছে এবং প্রতিরোধের জন্ম দিচ্ছে, যা কিছু এলাকায় সম্প্রসারণকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং সবুজ নিষ্কাশন সম্প্রসারণের রাজনীতিকে প্রভাবিত করছে। এই প্রতিরোধ বিশ্বায়ন ও পুনঃস্থানায়নের গতিশীলতায় নতুন টানাপোড়েন তৈরি করছে, যা কেবল প্রবৃদ্ধি ও ভোগের সীমাবদ্ধতাকেই তুলে ধরছে না, বরং বিশ্বায়নের নতুন পর্যায়ের সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতাকেও ইঙ্গিত করছে। ■

সরাসরি যোগাযোগঃ মারিয়ানা ওয়াল্টার <marianawalter2002@gmail.com>

* এই লেখার একটি দীর্ঘ সংস্করণ ২৬শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে ক্রিটিকাল সোশিওলজি -তে প্রকাশিত হয়েছিল।

অনুবাদকঃ
তাসলিমা নাসরিন, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট,
বাংলাদেশ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট (বিআরআইডি)।

> ল্যাটিন আমেরিকান সোসিওলজিকাল অ্যাসোসিয়েশন এর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

মিগুয়েল সের্না, উরুগুয়ে রিপাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, উরুগুয়ে

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে, পেশাগত বিবেচনায় সমাজ-বিজ্ঞান বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ফলে, সময়ের সাথে সাথে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি মানের দিক থেকেও ব্যাপক প্রসার লক্ষ্য করা যায়। ক্রমাগত অর্থনৈতিক সংকট বা কাঠামোগত বৈষম্যের কারণে সামাজিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রেক্ষাপটে নতুন সামাজিক কর্মীর উদ্ভবের ফলে সামাজিক গবেষণার নতুন চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রবন্ধে বিভিন্ন আঞ্চলিক সোসিওলজিকাল অ্যাসোসিয়েশনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ, তাদের বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তন নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে ল্যাটিন আমেরিকায় একাডেমিক ক্ষেত্র থেকে পেশাদার ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

> একটি অনিশ্চিত সূচনা

ল্যাটিন আমেরিকায় সমাজবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন টানাপোড়ন থাকায় তা বেশ কঠিন কাজ বলে প্রমাণিত হয়। এই টানাপোড়নের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন- সামাজিক গবেষণার প্রচার, একাডেমিক স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা, প্রকাশ্য জন প্রতিশ্রুতি এবং বৈজ্ঞানিক জীবনের আন্তর্জাতিকীকরণ বিষয়ে অননুমোদন অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে একাডেমিক উন্নয়নের উদ্যোগ শুরু হয়, যা বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক বাধা, বিভিন্ন গতি, অগ্রগতি এবং পশ্চাদপসরণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। ল্যাটিন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানীরা ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয় কাঠামোর অধীনে তাদের পেশাদারিত্ব শুরু করেন, যা মূলত ধ্রুপদী উদার পেশার গঠনের দিকে মনোনিবেশ করেছিল। তবে, ব্রাজিল একটি ভিন্ন গতিপথ অনুসরণ করেছিল, যেখানে উত্তর আমেরিকান মডেল গ্রহণের ফলে দার্শনিক ও মানবিক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এবং বিভাগগুলোর গবেষণা উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুত বিকাশ লাভ করে। সমগ্র মহাদেশ জুড়ে, সমাজবিজ্ঞানীরা একটি একাডেমিক চর্চার বিকাশ ঘটিয়েছেন, যার লক্ষ্য কেবল পেশাদারদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মানদণ্ড অনুসারে সামাজিক গবেষণা পরিচালনা করাও তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞানভিত্তিক একটি শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশলাভের ঘটন-ার সাথে ল্যাটিন আমেরিকার ঐতিহ্যবাহী সংস্কারকের একটি বিশ্ববিদ্যালয় মডেল ওতপ্রোতভাবে জড়িত যার বৈশিষ্ট্যই হল রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি এবং সরকারের সাথে সম্পর্কিত বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনের পক্ষ সমর্থন করা। ফলে, সামাজিক বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং তার প্রেক্ষাপট কঠোর সামাজিক গবেষণার সাথে মিলে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধের একটি ঐতিহ্য তৈরি করেছে। মুলত, এই অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী স্বৈরাচারী রাজনৈতিক শাসন এবং হস্তক্ষেপের দরুন এই প্রতিরোধ ঘটে। সাম্প্রতিক গণতান্ত্রিকীকরণ চক্রের পর, একাডেমিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং সমাজবিজ্ঞানের পেশাগতীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সামাজিক চাহিদার মুখে এর চর্চার পুনর্গঠন করছে।

>একটি স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত পেশা যা দ্রুত আন্তর্জাতিকীকরণের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে

সোশিওলোজিকাল কমিউনিটির গঠনের ক্ষেত্রে দ্বৈত ধারার বিকাশ পরিলক্ষিত হয়: একদিকে স্থানীয় পরিসরে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানের উৎপাদন, অন্যদিকে ল্যাটিন আমেরিকানদের আন্তর্জাতিক একাডেমিক পরিসরের সংলাপের মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান বিকশিত হয়। ইন্টারন্যাশনাল সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (ISA) এবং ল্যাটিন আমেরিকান সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (ALAS) এর ১৯৫০ সালে একযোগে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিকীকরণ শুরু হয়। এর পরে ১৯৬৯ সালে ল্যাটিন আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব রুরাল সোসিওলজি, ১৯৯৩ সালে ল্যাটিন আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব লেবার স্টাডিজ এবং ১৯৭৪ সালে সেন্ট্রাল আমেরিকান সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সময়ে, ECLAC (১৯৪৮), FLACSO (১৯৫৭) এবং CLAC-SO (১৯৬৭) এর মতো আঞ্চলিক নেটওয়ার্কে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিকীকরণ অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে স্থায়ী সংলাপে সম্পৃক্ত ছিল।

সমাজবিজ্ঞানের একাডেমিক সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান গঠনের বেশ কয়েকটি সূচক ছিল, যেমন গবেষণা কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয়, পেশাগত ক্ষেত্র, বিশেষায়িত প্রকাশনা ইত্যাদি। একই সঙ্গে, এটি সম্ভব হয় এবং এর উত্তোরোত্তর উন্নয়ন ঘটে এমন এক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে, যেখানে গবেষক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী এবং সমাজবিজ্ঞান পেশাজীবীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের পেশা চর্চা করেছেন, নেটওয়ার্ক ও সমিতি গড়ে তুলেছেন এবং সমাজে নিজেদের একটি স্বতন্ত্র পেশাগত গোষ্ঠী হিসেবে উপস্থাপনের জন্য জনসমাবেশে মিলিত হয়েছেন।

পেশার প্রতি সমষ্টিগত একাত্মতার একটি আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হলো সমাজবিজ্ঞানীদের স্মরণে নির্দিষ্ট একটি দিন উদযাপন করা। চিলিতে, ২৪শে নভেম্বর সমাজবিজ্ঞানের জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়, যা ১৯৮২ সালে কলেজ অব সোশিওলজিস্টস প্রতিষ্ঠার স্মরণে উদযাপিত হয়। কলম্বিয়ায়,

>>

১০ই ডিসেম্বর দেশটির প্রথম সমাজবিজ্ঞান চেয়ারের প্রতিষ্ঠা (১৮৮২) স্মরণে এই দিনটি পালিত হয়। পানামায়, ১২ই ডিসেম্বর সমাজবিজ্ঞানী ও লেখক রাউল লেইস রোমেরোকে সম্মান জানাতে এই দিনটি উদযাপিত হয়। একইভাবে পেরুতে, ৯ই ডিসেম্বর এ দিনটি পালন করা হয় কারণ ১৮৯৬ সালে এ দিনটি সান মার্কোস ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে প্রথম সমাজবিজ্ঞান চেয়ার প্রতিষ্ঠার স্মৃতিচিহ্ন বহন করে। একইভাবে, ভেনেজুয়েলায়, প্রথম কলেজ অব সোশিওলজিস্টস অ্যান্ড অ্যাংথ্রোপোলজিস্টস প্রতিষ্ঠার স্মরণে ১১ই ফেব্রুয়ারি পালিত হয়।

> সোসিওলজিকাল অ্যাসোসিয়েশনঃ এর প্রধান লক্ষ্য ও বিকাশ

একটি সাধারণ পর্যালোচনা উপস্থাপনের জন্য, ল্যাটিন আমেরিকায় সমাজ-বিজ্ঞান সমিতিগুলোকে কিছু মানদণ্ডের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। এই মানদন্ডগুলো হল- (ক) কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য, যা একাডেমিক বা পেশাগত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত, (খ) প্রতিষ্ঠার সময়কাল ও স্থায়িত্ব, এবং (গ) ভৌগোলিক পরিসর।

অ্যাসোসিয়েশন এর প্রকৃতি (একাডেমিক বা পেশাগত) এবং সময় (প্রতিষ্ঠার সময়কাল ও স্থায়িত্ব) এর সম্মিলিত বিশ্লেষণ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে। দীর্ঘমেয়াদে এই সমিতিগুলোর বিকাশ ধীরগতির এবং অসম ছিল, তবে সমিতির সংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট দেশের পরিমাণে ক্রমাগত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে।

তুলনামূলক দীর্ঘমেয়াদী বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত তিনটি ঐতিহাসিক সময়কাল চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অংশে উপস্থাপিত বিশ্লেষণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ১৯৩০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকায় সমাজবিজ্ঞানের একটি প্রাথমিক পর্যায় ছিল, যেখানে একাডেমিক ক্ষেত্র থেকে সমিতির বিকাশ, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নেটওয়ার্ক ও প্রতিনিধিত্বের চিহ্ন রয়েছে। এর পর, ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে সমিতিগুলোর একটি সম্প্রসারণ পর্ব দেখা যায়, যেখানে সমাজবিজ্ঞানের পেশাগত অনুশীলন একাডেমিয়ার গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান বহির্ভূত বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোর দিকেও প্রসারিত হয়। এই সময়কালে স্নাতকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং পেশার অনুশীলন একাডেমিক ক্ষেত্রের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে, সমাজবিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণের বহুমুখীকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংহতকরণের একটি ধারা লক্ষ্য করা যায়, যেখানে স্নাতক ও বিশেষায়িত স্নাতকোত্তর শিক্ষা বিকশিত হয় এবং প্রতিষ্ঠান ও অ্যাসোসিয়েশনগুলো স্থানীয় পর্যায়ে আরও দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সময়ে বিভিন্ন দেশে একাডেমিক ও পেশাগত অ্যাসোসিয়েশনের সুস্পষ্ট ক্রমাগত উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়।

> নেটওয়ার্ক, আন্তর্জাতিক সংহতি এবং কলেজ ও পেশাগত অ্যাসোসিয়েশনের উদ্ভব

বিভিন্ন সমিতি বহু রূপের সংহতি গঠনে এবং নেটওয়ার্কের বিকাশে সম্মিলিতভাবে অবদান রেখেছে। এটি পেশাগত শ্রেণির জন্য একধরনের অন্তর্গত পরিচয় সম্পৃক্ততার অনুভূতি তৈরি করেছে, যা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে, যেমন-একটি গোষ্ঠীর সদস্যপদ প্রতিষ্ঠা, সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুষ্ঠান ও সম্মেলনে সামাজিক সমাবেশের আয়োজন ইত্যাদি। এছাড়া, সামাজিক সমস্যার জন্য আন্দোলন, নীতিসমর্থন এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার প্রতি প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করা হয়েছে, যা বিশেষত ল্যাটিন আমেরিকার নেটওয়ার্কে আন্তর্জাতিক সংহতিমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

সোসিওলজি পেশার উন্নয়ন, প্রচার এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে পেশাদার বা গিল্ড প্রোফাইলযুক্ত কলেজ এবং অ্যাসোসিয়েশনের আবির্ভাব একটি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক উন্নয়ন। এগুলো সমাজবিজ্ঞান জ্ঞানের ও পেশার জনস্বীকৃতি এবং এই পেশার চর্চায় আইনি ও বিধিবদ্ধ নিয়মের অগ্রগতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই ধরনের নিয়মকানুন বৈচিত্র্যময় এবং আংশিক কেননা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পেশার জন্য নির্দিষ্ট কোনো আইন নেই, আবার কিছু দেশে (যেমন আর্জেন্টিনা, চিলি, কোস্টারিকা, পেরু এবং উরুগুয়ে) জাতীয় ও আঞ্চলিক উভয় স্তরে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত পেশাদার কলেজ রয়েছে।

> বর্তমান ঝুঁকি এবং প্রতিবন্ধকতা

একাডেমিয়া, সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এবং সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ কখনোই কেবল একটি একরৈখিক অগ্রগতি বা উন্নয়নের ফল নয়; বরং এটি বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। একদিকে, ল্যাটিন আমেরিকার রক্ষণশীল গোষ্ঠীগুলো সামাজিক বিজ্ঞান, বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞানের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে এবং সামাজিক শৃঙ্খলার বজায় রাখার ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানীদের অবস্থানকে হুমকি হিসেবে দেখে। অন্যদিকে, বৈজ্ঞানিক ও পেশাগত জ্ঞানের প্রতি নতুন সামাজিক চাহিদা সমাজবিজ্ঞানের পেশাগত চর্চার মৌলিক দিকগুলোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং তা ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে।

এর পাশাপাশি, পেশাজগতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছে। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ও যোগ্যতাধারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তাদের আপেক্ষিক অবমূল্যায়ন, এবং পেশাদার শ্রমবাজারের নমনীয়করণ ও অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি। বিশেষ করে, টেলিওয়ার্কিংয়ের (দূরবর্তী কাজের) প্রসার সামাজিক বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্যভাবে দৃশ্যমান হয়েছে, যা লিঙ্গ বৈষম্য ও যত্নশীলতায় প্রভাব ফেলেছে। কগনিটিভ ক্যাপিটালিজমের (জ্ঞানভিত্তিক পুঁজিবাদ) ক্রমবর্ধমান চাপ সমাজবিজ্ঞানের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণী চিন্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে। এর ফলে, সোশ্যাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট (সামাজিক তথ্য ব্যবস্থাপনা) ও সফট স্কিলের (মানবিক দক্ষতা) অতিমূল্যায়ন হতে পারে, যা সমাজবিজ্ঞানের গভীর বিশ্লেষণমূলক প্রকৃতিকে প্রতিস্থাপন করতে পারে। সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক দায়বদ্ধতা অক্ষুণ্ন রেখে নতুন সামাজিক জ্ঞানের গতিশীলতার সাথে মানিয়ে চলা। এর অর্থ হলো ল্যাটিন আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানের ঐতিহ-াসিক সক্রিয়তাবাদ, সামাজিক পরিবর্তনের প্রতি প্রতিশ্রুতি, এবং কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধার করা। এই যুগান্তকারী পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে, সমাজবিজ্ঞানীদের ক্ষমতা কাঠামোর বুদ্ধিবৃত্তিক সমালোচনা ও সাম-াজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য নিন্দা জানানোর ভূমিকা গ্রহণ করা জরু-রি। একই সঙ্গে, সমাজের প্রতি সমাজবিজ্ঞানের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি পুনরুদ্ধার করা দরকার যাতে - প্রান্তিক কর্মীগোষ্ঠী ও সামাজিক সমস্যা দৃশ্যমান করা যায়। এছাড়াও এর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা ও বৈষম্য সৃষ্টিকারী সাম-াজিক প্রক্রিয়াগুলো উন্মোচিত হয় এবং সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে

>>

ক্ষেত্র	সময়	জাতীয় সমিতি	স্থানীয় সমিতি
একাডেমিক	১৯৩০-৫৯	ব্রাজিলিয়ান সোসাইটি অব সোশিওলজি	ইকোনমিক কমিশন ফর ল্যাটিন আমেরিকা ল্যাটিন আমেরিকান স্যোশিওলজিকাল অ্যাসোসিয়েশন ল্যাটিন আমেরিকান ফ্যাকাল্টি অব সোশ্যাল সায়েন্স
একাডেমিক	১৯৬০-৭৯	কলোম্বিয়ান সোশিওলজিকাল অ্যাসোসিয়েশন	ল্যাটিন আমেরিকান কাউন্সিল অব সোশ্যাল সায়েন্স সেন্ট্রাল আমেরিকান সোশিওলজিকাল অ্যাসোসিয়েশন ল্যাটিন আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব রুরাল সোশিয়লজি
পেশাগত	১৯৮০-৮৯	কাউন্সিল অব প্রোফেশনালস ইন সোশিয়লজি (সিটি অব বুয়েন্স আয়ার্স) অ্যাসোসিয়েশন অব সোশিওলোজিস্ট অব দ্যা প্রোভিন্স অব বুয়েন্স আয়ার্স কলেজ অব সোশিওলজিস্ট অব সান জুয়ান কলেজ অব সোশিওলজিস্ট অব চিলি কলেজ অব সোসিওলজিস্ট অব পেরু	
পেশাগত	১৯৯০-৯৯	পানামানিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব সোশিয়লজিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন অব সোশিওলজিস্ট অব দ্যা ইউনিভার্সিটি অব ন্যাশনাল কলেজ অব সোশিওলজিস্ট অ্যান্ড সোশিওলজিস্ট কলেজ অব সোশিয়লজি অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স অব পানামা কলেজ অব সোশিওলজিস্ট অব উরুগুয়ে	ল্যাটিন আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব লেবার স্টাডিজ
একাডেমিক এবং পেশাগত	২০০০-০৯	অ্যাসোসিয়েশন অব সোশিওলজিস্টস্ অব দ্যা রিপাবলিক অব আর্জেন্টিনা অ্যাসোসিয়েশন অব প্রফেশনালস অব দ্যা	
একাডেমিক এবং পেশাগত	২০১০-২০	আর্জেন্টাইন সোশিওলজিকাল অ্যাসোশিয়েশন সোশিওলোজিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন অব সান্টিয়াগো ডেল এস্টেরো সোশিওলোজিস্ট অব দ্যা স্টেট অব সাও ইউনিয়ন সোশিওলোজিস্ট অব দ্যা স্টেট অব রিও দ্যা জেনিরো ন্যাশনাল অব সোশিওলজিস্ট ফেডারেশন কলোম্বিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব সোশিয়ওজি (পুনঃ গঠন) কলেজ অব প্রোফেশনালস্ ইন সোশিওলজি অব কোস্টা রিকা স্যালভাদোরান অ্যাসোসিয়েশন অব সোশিওলজিস্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স অব প্রোফেশনালস্ হন্দুরান অ্যাসোসিয়েশন অব সোশিয়ওজি প্যারাগুয়েন সোসিওলজি অ্যাসোসিয়েশন সোশিওলোজিস্ট অ্যান্ড অ্যানথ্রোপলোজিস্ট অব পারিয়া কলেজ (ভেনেজুয়েলা)	

নোট: কিছু দেশে জাতীয় একাডেমিক সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন নেই, তবে সেখানে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক সমাজবিজ্ঞান কেন্দ্র (ইনস্টিটিউট, বিভাগ, কলেজ ইত্যাদি) রয়েছে, যা আন্তর্জাতিকভাবে একাডেমিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃত, যার সবচেয়ে সুস্পষ্ট উদাহরণ হলো মেক্সিকো। কিছু দেশে যেমন আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা এবং উরুগুয়ে তে জাতীয় অ্যাসোসিয়েশন এবং উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র উভয়ই রয়েছে।

সাধারণ সামাজিক বিষয়গুলোর সরলীকরণ ও প্রাকৃতিককরণকে চ্যালেঞ্জ করা যায়, বিশেষত যখন জনপরিসরের আলোচনায় পুনরাবৃত্তি ঘটছে (যেমন সহিংসতা ও এর ব্যবহারের ব্যাখ্যা) এমন সময়।

সংক্ষেপে, 'সামাজিক কল্পনাশক্তি' (sociological imagination) একটি অপরিহার্য পেশাগত সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। ঐতিহ্য, সীমাবদ্ধতা এবং চ্যালেঞ্জের ঊর্ধ্বে, সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের অ্যাসোসিয়েশনের বিকাশ ও পেশাদার দক্ষতাই সম্ভবত এর সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ■

সরাসরি যোগাযোগ: মিগুয়েল সের্না <miguel.serna@cienciassociales.edu.uy>

*তথ্যসূত্র পর্যালোচনার জন্য, আমি সমাজবিজ্ঞানী সমিতি এবং পেশাদার সমিতিগুলোর অখঅঝ নেটওয়ার্কের সহকর্মী বিশেষ করে: এদুয়ার্দো আররোয়ো (পেরু), আনা সিলভিয়া মনসন (গুয়াতেমালা), ফ্লাভিয়া লেসা দে বারোস (ব্রাজিল), আলেহান্দ্রো তেব্রিলেস (আর্জেন্টিনা), রাউল গনসালেস সালাসার (ভেনেজুয়েলা), ব্রিসেইদা বাররান্তেস সেরানো (পানামা), কারমেন কামাচো রদ্রিগেজ (কোস্টারিকা) এবং মোনিকা ভারগাস (চিলি) এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

অনুবাদ:
মোছাঃ সুরাইয়া আক্তার, এম এস এস ইন সোসিওলজি,
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

> সংকট ও অনিশ্চয়তার সময়ে লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়নের সমাজবিজ্ঞান

লাতিন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞান সমিতি (এএলএএস)

কৃতিত্ব: লাতিন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞান সমিতি (ALAS)।

১৯৫০ সাল থেকে কংগ্রেসে আলোচিত সমালোচনামূলক সামাজিক চিন্তাভাবনাগুলো এএলএএসকে একটি বুদ্ধিভিত্তিক আন্দোলন হিসেবে টিকিয়ে রেখেছে। ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসটি দুই বছরের প্রস্তুতির ফলে সংঘটিত হয়েছিল, যেখানে সমাজবিজ্ঞান, কলা ও মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক ও সভ্যতাগত গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছিল। আমাদের 'আফ্রো-আবিয়া ইয়ালা আমেরিকা' ক্যারিবিয়ান ও লাতিন আমেরিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; আমাদের বুদ্ধিভিত্তিক আন্তঃসাংস্কৃতিক সংযোগগুলি লিঙ্গীয়, জাতিগত, অঞ্চল ও দেশভিত্তিক ঐক্যকে প্রতিপালন করে; আমাদের স্বায়ত্তশাসিত একীকরণের প্রতিবন্ধকতাগুলো হালনাগাদ করে; আমরা ক্ষমতার ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করি, স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাই এবং মুক্তিপ্রবণ এবং অন্যান্য সহাবস্থানের বিকল্প প্রতিষ্ঠাতাদের দ্বার উন্মোচন হয় যেখানে কেউ পশ্চাতপদ হবে না, কিংবা কোন বৈষম্য বা অসমতা থাকবে না।

পশ্চিমা নিয়মের উপর ভিত্তি করে একটি বৈশ্বিক, নিয়মতান্ত্রিক, বহুমাত্রিক পলিক্রাইসিস সংকট তৈরি হয়েছে যা ভূ-রাজনৈতির সকল মাত্রাকে অতিক্রম করেছে। এর পাশাপাশি, আমরা একটি নতুন বহুপোলারিজমের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যক্ষ করছি, যেখানে ক্যারিবিয়ান ও লাতিন আমেরিকা নিরপেক্ষভাবে সক্রিয় থাকার মাধ্যমে দক্ষিণের সাথে দক্ষিণের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে এবং একটি নতুন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ব্যবস্থা গঠনের জন্য সংগ্রাম করবে।

এই প্রেক্ষাপট সমাজে বিদ্যমান সামাজিক অসমতা ও আয়ের কেন্দ্রীকরণকে আরোও তীব্র করে এবং নজিরবিহীনভাবে দরিদ্রতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। আমরা শিল্পায়নের পশ্চাদপসরণ, প্রকৃতি থেকে অবাধ সম্পদ লুণ্ঠন এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা, দখলদারিত্বের মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের মতন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, যা আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও আফ্রো-বংশোদ্ভূতদের উপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলে।

সহিংসতার ফলে মৃত্যু হচ্ছে, মানবাধিকারের লঙ্ঘন করা হচ্ছে, জোরপূর্বকভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অদৃশ্য করা হয়েছে এবং লক্ষাধিক অভিবাসীকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে। তাছাড়া, অর্থনৈতিক নীতি দ্বারা রাষ্ট্রের ভিত্তিকে দুর্বল করা হয়েছে এবং এর নেক্রোপলিটিকাল প্রতিরুপ ক্ষমতাবানদের কর্তৃক সংঘবদ্ধ অপরাধ করার ব্যবস্থা দ্বারা বিকশিত হয়েছে। তদ্রূপ, রক্ষণশীল প্রথাসমূহ, সামাজিক বর্জন, অসহিষ্ণুতা ও বৈষম্য, পুরুষকেন্দ্রিক ক্ষমতা, এবং বঞ্চিত ও যুবসমাজকে অগ্রাহ্য করে বিদ্যমান সমাজকে বারবার বিভক্ত করা হয়েছে।

আমাদের মহাদেশ জীববৈচিত্র্য ও আন্তঃসাংস্কৃতির একটি সামাজিক ও পরিবেশগত সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। এই সংকট প্রাকৃতিক সম্পদের বেসরকারীকরণ এবং শোষণ ও বর্জনের কৌশলগুলিকে বৃদ্ধি করে। এসবের সম্মুখীন হয়ে আমরা সামাজিক-পরিবেশবাদী আন্দোলনের কার্যকরতাকে অন-ুধাবন করি কারণ এর পরিবেশগত-সামাজিক ও আন্তঃসাংস্কৃতিক কৌশলগুলো গ্লোবাল সাউথ থেকে প্রয়োগ করা হয়।

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে, নারীবাদী সম্মিলিত পদক্ষেপ লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে লিঙ্গ সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে অবদান রেখেছে, যার মাধ্যমে যৌন ও প্রজনন অধিকার সম্প্রসারিত ও সুসংহত হয়েছে, সমাজ থেকে তদারকি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লিঙ্গ সম্পর্ক উন্নয়নের পক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন এসেছে।

>>

২০১৯ সাল থেকে সামাজিক বিস্ফোরণ (এস্টালিডোস সোসিয়ালেস) ফলে পরিবর্তন ও বিকল্প রূপান্তরের জন্য নতুন ধারনা এবং প্রত্যাশা উন্মোচন করেছে, যার পরিধি ও নতুন পরিস্থিতির সমালোচনামূলক সামাজিক চিন্তাকে কাজে লাগানো উচিত, বিশেষ করে অতি ডানপন্থিদের আক্রমণের প্রেক্ষাপটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও লাতিন আমেরিকান দেশের সাম্প্রতিক নির্বাচন জনপ্রিয় সমর্থন অর্জন করেছে এবং লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ানে শেতাঙ্গ আধিপত্যবাদ, পিতৃতান্ত্রিক, বর্ণবাদী জাতীয়তাবাদের ভূমিকা সুপ্রতিষ্ঠিত ভয়কে আরও গভীর করেছেযো অভিবাসী নির্যাতন তীব্র করে অঞ্চলিকভাবে বিধ্বংসী অর্থনৈতিক যুদ্ধ সৃষ্টি করে, সামরিকের সাথে শিল্পের সর্ম্পক বৃদ্ধি করে এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে গুরুতর পলিক্রাইসিস মোকাবেলার জন্য যে কোনও সম্ভাব্য বহুপাক্ষিক পদক্ষেপের সক্ষমতাকে ধ্বংস করে।

ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের এএলএএস আন্তর্জাতিক কংগ্রেস সামাজিক সংগ্রামের ফলে অর্জিত ফলাফলগুলোর ধ্বংস সম্পর্কে উদ্বিগ্ন, বিশেষ করে যেসব ফলাফল সমাজের গণতন্ত্রীকরণকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রসারিত করেছিল। এটি ঘৃণামূলক বক্তব্য, সশস্ত্র সংঘাত সহিংসতার স্বাভাবিকীকরণ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা সহ জনগণের অধিকারকে অগ্রাহ্য ও অবহেলা, জনপ্রতিবাদকে অপরাধ হিসেবে আখ্যা দেওয়া ও ব্যক্তিবাদেও চুড়ান্ত প্রসারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল।

এটি সর্বজনীন শিক্ষার বিভিন্ন দাবিকে সমর্থন করে, বিশেষ করে সামাজিক বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং সকল সম্প্রদায়গত ও প্রাচীন জ্ঞানকে রক্ষা করে।

আমরা একটি সমালোচনামূলক ও সর্বজনীন বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের পক্ষে দাঁড়াই, যা সমাজতাত্ত্বিক কল্পনাকে ব্যাখ্যা করে এমন অসংখ্য প্রজন্মের সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা ও প্রতিফলনকে পুনরায় সক্রিয় করতে সক্ষম। আমরা একটি নিখুঁত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং নাগরিক ও জনগণের মুক্তির জন্য সংহতি প্রকাশ করি।

একইভাবে, নতুন বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক বিপ্লব, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল প্রযুক্তিগুলিকে এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যেগুলো বিচ্ছিন্ন ও ভোগবাদে আবদ্ধ না থেকে প্রকৃতির প্রতি সংবেদনশীল ও গণতান্ত্রিক সহাবস্থানকে শক্তিশালী করে।

লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্প্রীতিকে ধারণ করে, ফলে জনগণ ও জাতীগোষ্ঠীসমূহ শান্তিপূর্ণ ভাবে সহাবস্থান করে উন্নত জীবন যাপন করতে পারে। তাদের কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শান্তি স্থাপন। তারা ইসরায়েলি সরকার কর্তৃক ফিলিস্তিনিদের গণহত্যার বিরোধিতা করে, এবং ইউক্রেনসহ উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়া চলমান মানবতার সংকট সশস্ত্র সংঘাতের বিরোধিতা করে ন্যায়বিচার ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা করছে।

এএলএএস, উপরে উল্লিখিত সামাজিক সংকট ও অনিশ্চয়তার বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে অ্যাকাডেমিক ও সামাজিক অভিব্যক্তির ঐক্যের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে। এজন্য সৃজনশীলতাকে লালন ও রূপান্তরমূলক সমাজিক জ্ঞানের চর্চাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সমালোচনামূলক চিন্তার কাঠামোর ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে একত্রিত করে প্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক ও জ্ঞানগত ন্যায়বিচারের সর্বজনীন অধিকারকে প্রসারিত ও গভীর করে। ■

এএলএএস -এর সাধারণ পরিষদের ঘোষণা, XXXIV লাতিন আমেরিকান সোসিওলজি কংগ্রেসে, সান্টো ডোমিঙ্গো, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, ৭ নভেম্বর, ২০২৪।

অনুবাদঃ
মো. সহিদুল ইসলাম, গবেষণা সহযোগী,
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

ISA PUBLICATIONS

GLOBAL DIALOGUE

International Sociological Association

https://globaldialogue.isa-sociology.org/

www.isa-sociology.org